NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে বড় রানে হারের পর শাস্তিও পেল ভারত

সোনার কফিনে কালোমানিক পেলের সমাধিও যেন ফুটবল রাজ্য ৮

কলকাতা ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৩ পৌষ ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৯৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 30.12.2023, Vol.17, Issue No.198, 8 Pages, Price 3.00

রামমন্দির উদ্বোধনের আগে আজ অযোধ্যায় নরেন্দ্র মোদি

বিমানবন্দর, দুটি অমৃত ভারত ও ৬ টি বন্দে ভারতের উদ্বোধন

অযোধ্যা, ২৯ ডিসেম্বর: অযোধ্যাজুড়ে এখন প্রায় রাজসূয় যজ্ঞ। ঐতিহাসিক রাম মন্দির ঘিরে তুমুল ব্যস্ততা। আজ সেখানে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। তার আগে শুক্রবার পর্যন্ত জোরকদমে চলে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। সেজে উঠেছে স্টেশন থেকে এয়ারপোর্ট। বদলে যাচ্ছে অযোধ্যা রেলস্টেশনের নাম। তার নতুন নাম রাখা হয়েছে অযোধ্যা ধাম জংশন। প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচির জন্য মঞ্চ তৈরি হচ্ছে। বড় স্ক্রিনে দেখানো হবে। রোড শো করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

সূত্রের খবর, শনিবার প্রধানমন্ত্রী যে ২টি অমৃত ভারত ট্রেনের উদ্বোধন করবেন, তার মধ্যে একটি পাচ্ছে বাংলা। মালদা টাউন থেকে বেঙ্গালুরু পর্যন্ত যাবে ট্রেনটি। রামের মুকুটের আদলে সেজে উঠছে অযোধ্যা ধাম জংশন। আর রামমন্দিরের রূপে সেজে উঠছে নতুন বিমানবন্দর। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা অযোধ্যা। শহর জুড়ে বসানো হচ্ছে প্রচুর সিসিটিভি। রাস্তায় বসানো হচ্ছে আন্ডার ভেহিক্যাল স্ক্যানার। অযোধ্যা পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্তা রাজকিরণ নাইয়ার, 'পুলিশ সবদিক থেকে প্রস্তুত। সেন্ট্রাল প্যারা মিলিটারি, অতিরিক্ত পুলিশ আছে। সব যাতে নিরাপদে হয়, ভিভিআইপি রয়েছে। বর্ডারে চেকিং হচ্ছে। যা প্রয়োজন তা করা হয়েছে।'

শনিবার উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা থেকে একসঙ্গে দুটি অমৃত ভারত ট্রেনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুটি অমৃত ভারত ও ৬টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস উদ্বোধন করবেন তিনি। এর মধ্যে একটি ট্রেন চলবে এ রাজ্যে। মালদা টাউন স্টেশন থেকে বেঙ্গালুরুর স্যার এম বিশ্বেশ্বরায় টার্মিনাস পর্যন্ত চলবে ওই ট্রেন। অপর একটি অমৃত ভারত ট্রেন চলবে দ্বারভাঙা থেকে অযোধ্যা হয়ে আনন্দ বিহার পর্যন্ত। প্রশ্ন উঠেছে, হাওড়া বা শিয়ালদহ নয়, মালদাকে কেন বেছে নেওয়া হল? রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, উত্তরবঙ্গকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য এই স্টেশন বেছে নেওয়া হয়েছে। এই জেলা থেকে উত্তরবঙ্গের বহু মানুষ ট্রেন ধরেন।

এই দুটো ট্রেনই দেশের প্রথম অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। এই ট্রেনগুলিতে থাকবে এক বিশেষ প্রযুক্তি, যাতে ট্রেনে চাপলে কোনও ঝাঁকুনিই অনুভব করবেন না যাত্রীরা। রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সেমি-কাপলার টেকনোলজি নামে এক বিশেষ প্রযুক্তি আছে ওই ট্রেনে। ট্রেনের গতি হতে পারে সর্বোচ্চ ১৩০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। তাতেও যাত্রীরা অনুভবই করতে পারবেন না কোনও ঝাঁকুনি।

এতদিন পর্যন্ত ট্রেনগুলির কামরার মাঝে যে কাপলার থাকত, তাতে ট্রেন থামলে বা চালু হলেই ঝাঁকুনি অনুভব করা যেত। আর অমৃত ভারতে থাকবে সেমি পার্মানেন্ট কাপলার। যে প্রযুক্তিতে ট্রেন থামলে বা চললে কিছু বোঝা যাবে না। এছাড়া এই ট্রেনে থাকছে দুটি ইঞ্জিন। ট্রেনের দু পাশে দুটি ইঞ্জিন লাগানো থাকবে। এই প্রযুক্তিকে পুশ-পুল প্রযুক্তি বলা হচ্ছে। এই ট্রেনের ন্যূনতম ভাড়া হবে ৩৫ টাকা।

এদিকে রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে এদিন অযোধ্যায় রামলালার মূর্তি নিয়ে বৈঠক করে রাম জন্মভূমি ট্রাস্ট। মন্দির উদ্বোধনের যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। আজ রামলালা ট্রাস্টের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রয়েছে। রামলালার কোন মূর্তি গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠা করা হবে, তা নিয়ে আলোচনা হবে। রাম মন্দিরের শেষ মুহূর্তের নির্মাণ কাজ কীভাবে চলছে, খতিয়ে দেখতে এদিন পরিদর্শনে যান অযোধ্যা রাম মন্দির নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্র।

রুটিন চেক আপে এসে মুখ্যমন্ত্রীর ডান কাঁধে ছোট্ট অস্ত্রোপচার!

সুস্থ আছেন মমতা, জানালেন নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রুটিন চেক আপের জন্য শুক্রবার দুপুরে এসএসকেএমে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর শারীরিক পরীক্ষার সময় চিকিৎসকেরা ডান কাঁধে পুরনো চোটের জায়গায় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন বোধ করেন।

এসেছিলেন রুটিন চেক আপ করাতে। কিন্তু প্রয়োজন বুঝে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডান কাঁধে ছোট্ট অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে। অস্ত্রোপচারের পর তিনি সুস্থই রয়েছেন। শুক্রবার সন্ধ্যা সওয়া ৭টা নাগাদ বিষয়টি জানান এসএসকেএম হাসপাতালের ডিরেক্টর মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিট নাগাদ হাসপাতাল থেকে বার হন মমতা। হাসপাতাল চত্বরে সকল ধর্মের মানুষকে নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে উঠে পড়েন গাড়িতে। এসএসকেএমে এসেছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

রুটিন চেক আপের জন্য শুক্রবার দুপুরে এসএসকেএমে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক পরীক্ষার সময়ে চিকিৎসকেরা তাঁর ডান কাঁধে পুরনো চোটের জায়গায় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন বোধ করেন। তার পরেই

উডবার্ন ব্লকের ওটিতে মুখ্যমন্ত্রীর ডান কাঁধে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মণিময়। তাঁর কথায়, 'রুটিন চেক আপের জন্য এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। চেকআপের সময় তাঁর ডান কাঁধে ছোট্ট অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন বোধ করেন চিকিৎসকেরা। পুরনো চোটের জায়গাতেই ওই অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। উডবার্ন ওটিতে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে।'

শুক্রবার এসএসকেএমে ঢোকার সময়ে মমতা জানান, রুটিন চেক আপের জন্যই তিনি এসেছেন। তাঁর শরীর একেবারেই ঠিক রয়েছে। তিনি বলেন, 'শরীর ঠিক রয়েছে। পা চেকআপ করাতে এসেছি। আমি হাঁটছি। সবই ঠিক রয়েছে। রোজ বিশ হাজার স্টেপ করছি। এমনিতে সময় পাই না। শুধু এক্স-রে করাতে এসেছি।' এর পর তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের নতুন বছরের শুভেচ্ছাও জানান। এও জানান, এগুলো বলে মানুষকে 'বিরক্ত' করার কোনও মানে হয় না। এখন সকলে সময়টা উপভোগ করুন। এসএসকেএম সূত্রে জানা গিয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসার জন্য উডবার্ন বিভাগ প্রস্তুত রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে তাঁর এক্স-রে করা হতে পারে।

এর আগে গত সেপ্টেম্বর মাসে স্পেন এবং দুবাই সফর সেরে এসএসকেএমে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিদেশে থাকাকালীন বাঁ পায়ের হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন।

অনির্দিষ্টকালের জন্য রেশন ধর্মঘটের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন: অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ওনার্স ফেডারেশনের ডাকে রেশন ধর্মঘট হতে চলেছে দেশজুড়ে। প্রায় ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার রেশন দোকান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডিলাররা। অগ্রিম কমিশনের দাবি তাঁদের। তা না মানা হলে ধর্মঘট চলবে দীর্ঘদিন ধরে, শোনানো হয়েছে সেই হুঁশিয়ারিও।

নতুন বছরের শুরুতেই এই রেশন-ধর্মঘটের পথে হাঁটতে চলেছেন রেশন ডিলাররা। সারা দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেশন বনধ্-এর দাবি করেছেন তাঁরা। আগামী ২ জানুয়ারি থেকে সেই বনধ্ শুরু হবে। তার আগে শুক্রবার ধর্মতলায় খাদ্য ভবনের সামনে সকাল ১১টা ধর্না শুরু করেন রেশন ডিলাররা। পাশাপাশি ১৬ জানুয়ারি মঙ্গলবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে রেশন ডিলারদের সমাবেশও রয়েছে।

ভুয়ো স্টক মাসের পর মাস ঢোকানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ রেশন ডিলার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসুর। ১৭ তারিখ যে স্টক নিয়ে দোকান বন্ধ করা হয়েছে, পরদিন সেই স্টক বেড়ে গিয়েছে বলেও জানান তিনি। এদিকে এই গরমিলের জন্য রেশন দোকানকে ফাইন করা হচ্ছে, সাসপেন্ড করা হচ্ছে বলে জানান বিশ্বম্ভর বসু।

কিন্তু রেশন বনধ্ কি সেই পরিস্থিতি ঘুরিয়ে দেবে? নাকি শুধু রেশনের জিনিসের উপর নির্ভর করে থাকা মানুষগুলোর কপালে চিন্তার ভাঁজই ধরে রাখবে নতুন বছরের শুরু থেকে? প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

নতুন উপরূপ ছড়াচ্ছে দেশে

এক দিনে করোনা আক্রান্ত প্রায় ৮০০

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর: দেশে এক দিনে প্রায় ৮০০ জন মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। এক দিনে পাঁচ জনের মৃত্যুও হয়েছে করোনায়। তাঁদের মধ্যে দু'জন কেরলের বাসিন্দা। এ ছাড়া, মহারাষ্ট্র, পুদুচেরি এবং তামিলনাড়ু থেকে এক জন করে বৃহস্পতিবার করোনার কারণে মারা গিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, করোনার নতুন এই উপরূপ আগের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে না। তবে চারদিকে যে হারে সংক্রমণ বাড়ছে, তাতে সতর্ক এবং সাবধানে থাকার পরামর্শই দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞেরা।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে ৭৯৮ জনের দেহে করোনা ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। এই মুহূর্তে মোট করোনা সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪,০৯১ জন। শীতের মরশুমে গত কয়েক সপ্তাহে দেশে করোনার গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। বিভিন্ন রাজ্যে ধারাবাহিক ভাবে সংক্রমণ বেড়েছে। শীর্ষে রয়েছে কেরল এবং কর্নাটক। গুজরাত, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ুও খুব একটা পিছিয়ে নেই। করোনার উপরূপ জেএন.১-এর হদিশ প্রথম মেলে কেরলে। গত সেপ্টেম্বরে আমেরিকায় প্রথম জেএন.১-এর উপস্থিতি টের পাওয়া গিয়েছিল। তার পর থেকে একে একে ইউরোপের দেশগুলিতেও করোনার নতুন উপরূপ ছড়িয়ে পড়ে। চিনের হাসপাতালে ভিড় বাড়তে শুরু করে করোনা রোগীর। তবে এখনও পর্যন্ত জেএন.১-এ মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।

করোনার যে নতুন উপরূপ সম্প্রতি বিশ্ব জুড়ে বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে, ভারতেও সেই জেএন.১ রয়েছে। এই মুহূর্তে ওই উপরূপ রয়েছে দেশের মোট ১৫৭ জন করোনা রোগীর শরীরে। তাঁদের মধ্যে সংখ্যাটা কেরলেই সবচেয়ে বেশি।

কেন্দ্রের সঙ্গে শান্তি চুক্তি আলফার অসমের নতুন ভোর: অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর: কেন্দ্রের সঙ্গে শান্তি চুক্তি আলফার। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকারীদের মূলস্রোতে ফেরাতে লোকসভা ভোটের আগে বড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্র ও অসম সরকার। একসময়ের অসম এখন অনেকটাই শান্ত। তবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নামমাত্র রয়েই গিয়েছে উত্তর পূর্বের এই রাজ্যে। শুক্রবার আলফার আলোচনাপন্থীদের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করল অসম সরকার ও কেন্দ্র।

এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা উপস্থিতিতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তবে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনে অপর একটি শাখা আলফা (স্বাধীন) এই চুক্তির অংশ হয়নি। ফলে সরকার যতই দাবি করুক না কেন এই চুক্তির ফলে অসমে শান্তি স্থায়ী হবে, সেই দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আটের দশকের গোড়া থেকেই সার্বভৌম অসমের দাবিতে উত্তপ্ত হয়েছিল উত্তর পূর্বের রাজ্য। পরেশ বড়ুয়ার নেতৃত্বে আগুন জ্বলেছিল রাজ্যে। শেষপর্যন্ত ১৯৯০-এ আলফাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার। তার পরেও চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে গিয়েছে বিচ্ছিন্নবাদীরা। এদিকে শেষ ১২ বছর ধরে অরবিন্দ রাজখোয়ার নেতৃত্বাধীন আলফা গোষ্ঠীর সঙ্গে নিঃশর্ত আলোচনা চালাচ্ছিল কেন্দ্র। শেষপর্যন্ত তাঁদের মূল স্রোতে ফেরাতে এদিন ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তিকে অসমের নতুন ভোর বলে আখ্যায়িত করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

তাঁর দাবি, এই চুক্তির ফলে অসম-সহ গোটা উত্তর পূর্ব ভারতে শান্তির নয়া অধ্যায় রচিত হল। চুক্তির প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য কেন্দ্রের তরফে একটি কমিটি গঠন করা হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। শাহী আশ্বাসের পরও অনেকগুলো প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

সম্প্রতি জোরহাটের সেনা শিবির চত্বর-সহ অসমের চার জায়গায় বিস্ফোরণ হয়। যার দায় স্বীকার করে পরেশ বড়ুয়ার নেতৃত্বাধীন আলফা (স্বাধীন) শাখা। আবার এই গোষ্ঠী ত্রিপাক্ষিক চুক্তির অংশ হয়নি। সূত্রের দাবি, বর্তমানে মায়ানমারে রয়েছেন পরেশ বড়ুয়া। লোকসভা ভোটের আগে কি তাঁর নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী অসমে নতুন করে আগুন জ্বালাবে? এই প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে।

নিউটাউনের আবাসনে লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধার

গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার নিউটাউনের একটি আবাসন থেকে কয়েক লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে ইডি। ঝাড়খণ্ডের গেমিং অ্যাপ সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বুধবারই ওই ঘটনার তদন্তে কেষ্টপুরের একটি ভাড়া বাড়িতে হানা দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। উদ্ধার করা হয়েছিল প্রায় দু'কোটি টাকা নগদ। সেই ঘটনায় নিউটাউন থেকে এ বার দু'জন ধরা পড়লেন ইডির জালে। ধৃতেরা হলেন সন্তোষ যাদব এবং সাগর যাদব।

ইডি সূত্রে খবর, ধৃতদের মধ্যে গেমিং অ্যাপকাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত সাগর। তাঁরই বন্ধু সন্তোষ। তাঁরা দু'জনেই ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। কিন্তু কলকাতায় থাকেন। তাঁদের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। গেমিং অ্যাপ সংক্রান্ত অভিযোগ জমা পড়েছিল ঝাড়খণ্ডে। সেই তদন্তে নেমে বুধবার কেষ্টপুরে হানা দেয় ইডি। এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় এক কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। রবীন নামের ওই ব্যক্তি কলকাতার বাসিন্দা বলেই জানা গিয়েছিল। টাকার পাশাপাশি ওই বাড়ি থেকে মোবাইল ফোন এবং এটিএম কার্ড উদ্ধার করেছিল ইডি। শুক্রবার একই ঘটনায় নিউটাউনে হানা দেন কেন্দ্রীয় আধিকারিকেরা। দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার কলকাতার অন্তত ন'টি জায়গায় তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকেরা। আলিপুরের একটি আবাসনে, মানিকতলা, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, বড়বাজার, ডালহৌসি অঞ্চলের একটি অফিসে, সল্টলেকের বেঙ্গল কেমিক্যালসে দেখা যায় ইডি আধিকারিকদের। তবে সেই তল্লাশি অভিযানের সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের ঘটনার সম্পর্ক ছিল না।

অযোধ্যার মূল প্রবেশ পথে ঠাঁই পাবে কৃষ্ণনগরের শিল্পীর টেরাকোটা শিল্পকর্ম

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

অযোধ্যার রাম মন্দির নগরীতে ঠাঁই পেতে চলেছে নদিয়ার কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের টেরাকোটার কাজ। অযোধ্যার মূল প্রবেশদ্বারের ধরম পথে প্রায় ১০০টি ১০ ফুট বাই ২০ ফুট ম্যুরাল বসতে চলেছে কৃষ্ণনগরের টেরাকোটা শিল্পীর হাতে গড়া এই শিল্পকর্ম। অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে এই ধরনের ৫০টি ম্যুরাল বসবে। বাকি ৫০টি উদ্বোধনের পরে বসানো হবে বলে জানান, কৃষ্ণনগরের বেলেডাঙার মতি সুন্দরী এলাকায় টেরাকোটা শিল্পী বিশ্বজিৎ মজুমদার। আর তা নিয়ে দিনরাত এক করে কর্ম ব্যস্ততা চলছে বিশ্বজিৎ বাবুর কারখানায়।

অযোধ্যার মন্দির নগরীর মূল প্রবেশদ্বারের এই শিল্পকর্ম ১০০ টি ম্যুরাল তৈরি করতে শিল্পীর সময় লাগবে প্রায় ছয় মাস। ইতিমধ্যেই তিন মাস ধরে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে অযোধ্যার রাম মন্দিরের মূল প্রবেশ পথের ধরম পথে বসানোর টেরাকোটার কাজ চলছে দ্রুততার সাথে। নদিয়ার কৃষ্ণনগরের টেরাকোটা শিল্পীর হাতে তৈরি এই কাজ অযোধ্যায় যাবে শুনে অনেকেই তার

বাড়িতে ভিড় জমাচ্ছে তার শিল্পকর্ম একবার চাক্ষুষ দেখতে। অযোধ্যার রাম মন্দিরের এমন কাজ পেয়ে একদিকে যেমন নিজে নিজেকে ধন্য মনে করছেন তেমনি গর্বিত অনুভব করছেন এই ভেবে যে, রাম মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারে কৃষ্ণনগরের শিল্পকর্ম ঠাঁই পাচ্ছে। গর্বিত শিল্পী বিশ্বজিৎ মজুমদারের পরিবারও। একই সঙ্গে গর্ববোধ করছে বিশ্বজিৎ বাবুর কারখানায় সমস্ত শ্রমিকেরা। এ যেন একটা ইতিহাস। জীবনে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি যে অযোধ্যার মত এমন জায়গায় তাঁর শিল্পকর্ম ঠাঁই পাবে।

বিশ্বজিৎ বাবুর এই শিল্পকর্ম অযোধ্যায় বসবে এ নিয়ে খুশি কৃষ্ণনগরের সাধারণ মানুষও। এ বিষয়ে কৃষ্ণনগরের এক শিক্ষক অমিত চ্যাটার্জি জানান, 'আমরা গর্বিত কৃষ্ণনগরবাসী হিসেবে। কৃষ্ণনগরের মানুষের তৈরি শিল্পকর্ম স্থান পেতে চলেছে অযোধ্যার মূল প্রবেশপথে। আমরা শিল্পীকে কুর্নিশ জানাই আর সেই সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাই রাম মন্দির কমিটিকে। আমাদের নদিয়াকে বিশ্বের দরবারে সমাদৃত করার জন্য।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৯/১২/২০২৩ নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী, কোর্টে ১৩৭১ নং এফিডেভিট বলে আমি Basudeb Malik S/o. Srikanta Malik নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk. Basir Uddin নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি। Sk. Basir Uddin ও Basudeb Malik S/o. Srikanta Malik একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ২৮/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৯০১৩ নং এফিডেভিট বলে Abhijit Ganguly ও Avijit Ganguly S/o. Jiban Ganguly সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৯০১৭ নং এফিডেভিট বলে Dayamay Sarkar S/o. Sanat Kumar Sarkar ও Dayamay Sarkar S/o. Lt. S. Kr. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/১২/২০২৩ নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী, কোর্টে ১৩৮৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Badali Malik W/o. Basudeb Malik নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sajeda Bibi W/o. Sk. Basir Uddin নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি। Sajeda Bibi W/o. Sk. Basir Uddin ও Badali Malik W/o. Basudeb Malik একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ২১/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৭১৯ নং এফিডেভিট বলে Sk. Saiful Goni Mondal S/o. Sk. Hasen Ali Mondal ও Sk. Saiful Gani Mondal S/o. Hasen Ali Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৮২২ নং এফিডেভিট বলে Biswanath Das S/o. Kalipada Das ও Bapi Das S/o. M. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮১২৫ নং এফিডেভিট বলে Biswadip Banerjee S/o. Tarun Kumar Banerjee ও Biswadip Bandyopadhyay S/o. T. Bandyopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৫৫৫ নং এফিডেভিট বলে Sudhansu Basu S/o. Sachindra Nath Basu ও Sudhansu Kr. Basu S/o. Lt. S. N. Basu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Rama Kant Parit S/o. Ram Racha Parit R/O. N/47, ওয়েলিংটন জুট মিল লাইন রিষড়া থানা- শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০১ ভুল বশতঃ আমার চাকুরীর পি.এফ রেকর্ড এ বাবার নাম R Pirit আছে যা হবে Ram Racha Parit গত ইং ১৩/১২/২০২৩ তারিখে শ্রীরামপুর আদালতের Ld. Judicial Magistrate 1st Class এর এফিডেভিট (১২৪৭০) বলে আমার বাবার নাম Ram Racha Parit এবং R Pirit এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইল।

CHANGE OF NAME

I, Subir De Sarkar Son of Sudhir De Sarkar, residing at Uttar Paranji, Mayadah, Jaynagar-1, South 24 Parganas West Bengal-743337 India, do hereby declare vide affidavit filed before the Ld. Metropolitan Magistrate, Kolkata dated 18.12.2023 and serial no 1586 that in UTI Mutual Fund vide Folio No 50269165011 my name is wrongly recorded as Laltu Dey Sarkar in the place of Subir De Sarkar. My actual and correct name is Subir De Sarkar. Subir De Sarkar and Laltu Dey Sarkar is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shashi Kala Mundra, [illegible] Kolkata - 700 034, West Bengal I want to change my surname from Maheshwari to Mundra. [illegible] Shashi Kala Maheshwari and Shashi Kala Mundra are same and One identical person vide affidavit [illegible] before the Metropolitan Magistrate, [illegible] Henceforth, I shall be known as Shashi Kala Mundra instead of Shashi Kala Maheshwari and all my relevant documents should be corrected accordingly.

E-Tender

E- Tenders are invited by The Prodhan, Hanspukuria Gram Panchayat (Under Tehatta- II Panchayat Samity) Hanspukuria, **Nadia. NIET NO. 16/2023-24.** Last date of submission **12.01.2023 up to 9a.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Hanspukuria Gram Panchayat.

E-Tender

E-Tender invited by The Prodhan, Palsunda-II Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Bareya, Nadia. **NIET- 12 (2023-24) FUND 5TH SFC & 13(2023-24) FUND 15TH CFC, Dated - 28.12.2023.** Last date of submission **13.01.2024 up to 1.30p.m. & 18.01.2024 up to 12.30p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Palsunda-II Gram Panchayat.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩০শে ডিসেম্বর, ১৩ই পৌষ। শনিবার। তৃতীয়া তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরি চন্দ্র র মহাদশা। বিংশোত্তরি বুধের মহাদশা কাল। কাল মৃতে এক পাদদোষ।

মেষ রাশি : আজ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। শত্রু বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা ষড়যন্ত্র তৈরি হবে। কোন জিনিস হারিয়ে যেতে পারে, তার জন্য মনে কষ্ট থাকবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে যে নতুন গতি আসার কথা ছিল, তা বাধা পড়বে। সন্তানের বিদ্যালয়ে বিশেষ দুশ্চিন্তা থাকবে। কর্ম বিষয়ে অধিক দুশ্চিন্তা থাকবে। এক পুরাতন বান্ধবী দ্বারা গোপন শত্রুতা থাকবে। গ্রহ অবস্থান শুভ নয় বাড়ির গৃহ মন্দিরে হলুদ দ্বারা শিব পূজা করুন। শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। সন্তানের বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন প্রেমে যে দুশ্চিন্তা ছিল, তা কেটে যাবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনের সুখ প্রাপ্তি সম্ভব। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। অলংকার শিল্প যারা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির--ব্যবসা বৃদ্ধির যোগ। নিজ বুদ্ধির দ্বারা আজকের দিনে নতুন পরিকল্পনার প্রয়োগ করতে পারেন হর হর মহাদেব বলুন পথ চলুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকার দিন। যিনি বলেছিলেন কাজটি করে দেব, সেই কাজটির না হওয়ার কারণে মন কষ্ট বৃদ্ধি। পরিবারে তর্ক বিবাদ বিসংবাদ। বাজার করা দোকান করা বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা অসম্মানিত হওয়ার যোগ। যারা মুদ্রণ শিল্প, ছাপা- ছাপির মধ্যে কাজ করেন, তাদের আজকের দিনটি তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দিয়ে কাটবে। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবের নাম করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যে কুদৃষ্টি আপনার ওপর ছিল, আজ তা শুভ হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছলনাময়ী এক নারীকে নিয়ে যে দুশ্চিন্তা ছিল, তা মুক্ত হওয়ার দিন। আজ ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের শুভ যোগ। গৃহবধূদের শান্তির বাতাবরণ। যানবাহন ক্রয় করতে পারেন। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নী শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের নাম করুন। শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ সকালে তর্ক বিবাদের দ্বারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হওয়ার দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বাধা পড়বে। ব্যাংক ইন্সুরেন্স, সন্তানের জন্য বিদ্যালয় ছোট ছোট সমস্যা তৈরি হবে। ধৈর্য রাখলে জয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য দ্বারা তর্ক বিভাগের সম্ভাবনা। প্রবীণ নাগরিকের শরীর ব্যাধি কারক বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জালুন, ভগবান শংকরের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করুন। নিশ্চিত সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : সকালে বিবাদ বিসংবাদ বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আপনাকে ভুল বুঝে প্রতিবেশী ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যারা বস্ত্র ব্যবসায়ী। যারা মাছের ব্যবসায়ী। বিশেষত যারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ী, তারা আজকের দিনটি ধৈর্য রাখুন। আজ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যোগ। কর্মের আবেদন যারা করছেন তারা ধৈর্য রাখলে নিশ্চয়ই ভালো ফল পাবেন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালান আর ভগবান হরগৌরীর পূজা করুন।

তুলা রাশি : ছোট ভ্রমণ। পারিবারিক শান্তি। বিদ্যার্থীদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন গতি। অর্থপ্রাপ্তির যোগ। গ্রহ পরিস্থিতি আপনার পক্ষে থাকবে। পুরাতন এক শত্রু আপনার কাছে আজ ফোন করে ক্ষমা চাইতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন। সাদা কাগজে ভগবান বিষ্ণুর নাম লিখুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শুভ দিন। উচ্চ বিদ্যা তে যারা বিদেশ যেতে চান, বিশেষত যারা মেডিকেল--ঔষধ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছেন। তাদের উন্নতির সম্ভাবনাময় দিন। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা, তাদেরও নতুন যোগাযোগ হবে। পুরাতন প্রেমিকের দ্বারা শুভ যোগাযোগ সম্ভব। বাড়ির গৃহ পরিবেশ শান্তি। প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ সকালে বাড়িতে অশান্তির কালো মেঘ। গতকাল রাতের কোন ঘটনায় আজ বিভ্রান্ত কর অবস্থান থাকবে। যে নারীকে আপন ভেবে নিয়েছিলেন, তিনি কি সত্যিকারের আপনজন? বাড়ির গৃহপালিত পশু নিয়ে প্রতিবেশীর অভিযোগ থাকবে। ইলেকট্রনিক্স বা ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য, খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা। বিবাহের বিষয়ে যে কথা পাকা হওয়ার ছিল, তা বাধা পড়বে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জানুন। গণেশ দেবতার সামনে হলুদ ভোগ প্রদান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ বিবাদ বিতর্ক। অশুভ সংবাদ দ্বারা সকাল থেকেই মনকষ্ট বাড়বে। যারা তরল পদার্থ বা ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জামের ব্যবসা বাণিজ্য করেন, তাদের ছোট্ট ভুলের জন্য ক্ষতির সম্ভাবনাময় কাল। আইনি মামলা যেখানে চলছে সেখানে সতর্ক থাকা ভালো। বিদ্যার্থীদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে, বেতনভোগী কর্ম যারা করেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর আপনার ওপর আজ থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে ভগবান শিবের নাম করতে আজকের দিনটি থাকুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ছোট ঘটনা কে কেন্দ্র করে, ধৈর্য হারিয়ে ফেললে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। পুরাতন গোপন কোন কথা প্রকাশ্য আসার জন্য কর্মে বিভ্রান্তিকর অবস্থান তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের একটু ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। ব্যাংক ইন্সুরেন্স এর যে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা বাধা পড়বে। বিবাহ বিষয়ে জটিলতা তৈরি হবে। আইনি বিষয়ে জটিলতা তৈরি হবে। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন ভগবান শংকরের উদ্দেশ্যে। ভোগ নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন বাণিজ্য ব্যবসায় উন্নতির সম্ভাবনা। পুরাতন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনাময় কাল। শুভ যোগ বিদ্যার্থী যারা আছেন তাদের সফলতার ইঙ্গিত। বিদ্যালয় যে অস্থিরতা ছিল তা কোন প্রভাবশালী মানুষের সহায়তায় সমাধান হয়ে যাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন। নারিকেল সহ বাবা বিশ্বনাথের চরণে ভোগ নিবেদন করুন শুভ হবে। গৃহবধূদের জন্য শুভ দিন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কুয়াশা আর গজিয়ে ওঠা চরের মোকাবিলাই চ্যালেঞ্জ প্রশাসনের

গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে জেলাশাসক

বিপ্লব দাশ

আলিপুর: ২০২৪ সালের গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে তৎপরতা তুঙ্গে জেলা প্রশাসনের। আগামী ৮ থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে গঙ্গাসাগর মেলা। এবারের মেলায় আরও উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হবে। কুয়াশার মোকাবিলায় ফগ লাইট থেকে শুরু করে পরিবহণ ব্যবস্থায় কোনও খামতি রাখতে চাইছে না জেলা প্রশাসন। গত বছরের তুলনায় এবার পরিবহণ ব্যবস্থায় যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। রাখা হচ্ছে অতিরিক্ত বাস। করোনা মোকাবিলায় রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশ মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এবারে মুড়িগঙ্গায় হঠাৎ গজিয়ে ওঠা চর নিয়ে চিন্তায় প্রশাসন। চলছে শেষ মূহূর্তের প্রস্তুতির কাজ।

শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গঙ্গাসাগর মেলায় প্রস্তুতি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। শুক্রবার আলিপুর নব প্রশাসনিক ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, অতিরিক্ত জেলাশাসক, জেলা তথ্য সংস্কৃতিক আধিকারিক সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, 'ইতিমধ্যেই ড্রেজিংয়ের কাজ চলছে। তবে যা ড্রেজিং করা হয়েছে কাজে লাগবে এবং আশা করা যায় এই সমস্যা ৫ তারিখের মধ্যে মিটে যেতে পারে। মোট তিনটে ড্রেজার গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকবে। গত বছরের মতো এবারও মেগা কন্ট্রোল রুমে থাকছে সব ব্যবস্থা। সিসিটিভি ক্যামেরা এবং ড্রোন দিয়ে নজরদারি চলবে। গত বছর গঙ্গাসাগর মেলায় কুয়াশার কারণে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বেশ সমস্যার তৈরি হয়েছিল। সেই সমস্যার মোকাবিলায় এবার আরও বেশি ফগ লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেটিগুলিতে আরও বেশি আলোর ব্যবস্থা করা হবে। প্লাস্টিক ফ্রি মেলায় বিশেষ পদক্ষেপ হিসেবে জনগণের সচেতনতার জন্য পদযাত্রার করা হবে। এছাড়া প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের তিনটি ইউনিটের ব্যবস্থা থাকবে। মেলার স্বাস্থ্য পরিষেবায় পাঁচটি অস্থায়ী হাসপাতাল, চারটি অ্যাম্বুলেন্স ও এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা থাকছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো নিরাপত্তা নজরদারির পাশাপাশি, অতিরিক্ত পুলিশ-কর্মী সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের মোতায়ান করা হবে।'

এছাড়াও গঙ্গাসাগরে ব্যাপক পুণ্যার্থীদের সমাগমের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যা থাকে। তাই মোবাইল ও ইন্টারনেটের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির জন্য জিও, এয়ারটেল-সহ সমস্ত কোম্পানির সাথেই কথা চলছে। জেলা প্রশাসনের তরফে আশা করা হচ্ছে এবছর কিছুটা হলেও সেই সমস্যা মিটবে। এবারের মেলায় ৫০ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হবে বলে আশা জেলা প্রশাসনের।

নিউ ইয়ার্স ইভে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে থাকবে মেট্রোও

নিউ ইয়ার্স ইভ অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর এসপ্ল্যানেড, পার্ক স্ট্রিট, ময়দান, রবীন্দ্র সদন এবং দমদম মেট্রো স্টেশনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে চলেছে মেট্রো রেল। কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ওই দিন এই সব স্টেশনগুলির সমস্ত প্রবেশ ও প্রস্থান গেটে সুপ্রশিক্ষিত আরপিএফ জওয়ানদের মোতায়েন করা হবে। শুধু তাই নয়, মেট্রো আরপিএফ-এর তরফ থেকে এই স্টেশনগুলিতে অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করবে, যাতে যাত্রীদের ভিড় সামলানো যায়।

এরই পাশাপাশি পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত মহিলা আরপিএফ অফিসার ও কর্মী মোতায়েন করা হবে। ১ জন সাব-ইন্সপেক্টর বা অ্যাসিট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর এবং ২ জন মহিলা কর্মী সহ ৪ জন কর্মী নিয়ে একটি বিশেষ দল ৩১ ডিসেম্বর পার্ক স্ট্রিট, ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনগুলিতে থাকবে। যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকবে এই দল। শুধু তাই নয়, উত্তর-দক্ষিণ মেট্রোর সেন্ট্রাল কন্ট্রোলে পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগ করা হবে।

ভিড় সামলাতে এদিন পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে এক আধিকারিক ও চার কর্মী নিয়ে আরও একটি বিশেষ দল মোতায়েন থাকবে। পার্ক স্ট্রিট, ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে পর্যাপ্ত সংখ্যক আরপিএফ কর্মী মোতায়েন করা হবে। এসব স্টেশনে অ্যান্টি স্যাবোটাজ চেকিংও করা হবে।

উল্লেখ্য, গত বছর নিউ ইয়ার্স ইভে এসপ্ল্যানেডে ১ লক্ষ ১০ হাজার ৩৪৯ জন, পার্ক স্ট্রিটে ৭১ হাজার ৮১১ জন এবং ময়দান স্টেশন দিয়ে ৫৫ হাজার ৩৫২ জন যাত্রী যাতায়াত করেছিলেন। যাত্রীদের এই ভিড়ের কথা মাথায় রেখে এই স্টেশনগুলির সমস্ত টিকিট কাউন্টারে পর্যাপ্ত সংখ্যক টোকেন এবং স্মার্ট কার্ড পাওয়া যাবে বলেও জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। সঙ্গে এও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ওই দিন পার্ক স্ট্রিট, ময়দান ও এসপ্ল্যানেড স্টেশনে পর্যাপ্ত সংখ্যক টিকিট কাউন্টার খোলা হবে।

শ্যামনগরে মাদক বিরোধী পদযাত্রায় অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: যুব সমাজকে মাঠমুখী করতে ও মাদক বিরোধী সচেতনতায় শুক্রবার এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রার আয়োজন করেছিল শ্যামনগর উৎসব কমিটি। পদযাত্রায় শনিবার হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং, উৎসব কমিটির সভাপতি সোমনাথ তালুকদার, ব্যারাকপুর পুরসভার কাউন্সিলর সম্রাট তপাদার, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং, মন্নু সাউ -সহ বৃহত্তর শ্যামনগর অঞ্চলের ক্রীড়াপ্রেমী এবং ক্লাব সংগঠনের কর্তারা। পদযাত্রায় অংশ নিয়ে সাংসদ অর্জুন সিং মাদক মুক্ত শহর গড়ার ডাক দেন। সাংসদ বলেন, নতুন প্রজন্মকে সচেতন করতে প্রতি বছর শ্যামনগর কমিটি মাদক বিরোধী পদযাত্রার আয়োজন করে থাকে। সাংসদের কথায়, যুব সমাজকে নেশা থেকে সরিয়ে ওদেরকে মাঠমুখী করতে হবে।

হাওড়া শহর জুড়েই অবৈধ পার্কিং! মনোজপন্থীদের বিরুদ্ধে মিছিল সুজয়পন্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: অবৈধ পার্কিংকে কেন্দ্র করে হাওড়া শহরে শাসক দলের 'গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব' প্রকাশ্যে এসেছে। যার জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ক্রিসমাস কার্নিভাল। যদিও পরে মন্ত্রী এসে ড্যামেজ কন্ট্রোল করেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে।

এবার অভিযোগ, হাওড়া শহর জুড়েই অবৈধ পার্কিংয়ের জেরে সমস্যায় সাধারণ মানুষ। বাড়ছে যানজট। হাওড়া ডেনিস ক্যানেল রোড ও ইস্ট ওয়েস্ট বাইপাস এলাকায় হাওড়া পুর নিগমের বেশ কয়েকটি পার্কিং জোন থাকলেও বর্তমানে তা কোনরকম টেন্ডার না হওয়ায় অবৈধভাবে কিছু যুবক সমস্ত এলাকা থেকে পার্কিংস ফি তুলছে বলে অভিযোগ । সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি চালকরা জানিয়েছেন, পার্কিং ফি বাবদ তাদের থেকে কোনরকম রশিদ ছাড়াই টাকা নেওয়া হয়। নির্ধারিত কোনো টাকার অঙ্ক নেই, কারো থেকে ২০০ টাকা তো কারো থেকে ৫০০টাকা, সময় ও গাড়ির দৈর্ঘ্য অনুসারে মুহূর্তেই ঠিক হয়ে পার্কিংয়ের মূল্য এমনটাই অভিযোগ। সকাল থেকে গাড়ি তারা রাখলে দিনের শেষে তাদের থেকে টাকা নেওয়া হয়। ইস্ট ওয়েস্ট বাইপাসের টিকিয়াপাড়া স্টেশন সংলগ্ন বিগবাজার অঞ্চলে একটি তৃণমূলের অস্থায়ী কার্যালয়ে তৃণমূলের দলীয় পতাকার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির ছবি ঝুলছে। আর এখানেই উঠছে প্রশ্ন, তাহলে যে সমস্ত যুবকরা অবৈধভাবে এই সমস্ত গাড়ি থেকে পার্কিং ফ্রি বাবদ টাকা তুলছে, তারা কোন নেতার অনুগামী!

যদিও এই প্রসঙ্গে মুখ্য পুর প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী জানান 'নিগমের নির্দিষ্ট পার্কিং জোন আছে। কোথাও বেআইনি পার্কিং নজরে পড়লে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কার্নিভালের ঘটনার পর হাওড়ার পুলিশ কমিশনারকে বৈধ পার্কিংয়ের তালিকা দেওয়া হবে খুব শীঘ্রই। এর বাইরে কেউ টাকা তুললে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে।' যদিও এই মুহূর্তে বৈধ পার্কিংয়ের তালিকার বিষয়ে কিছু জানাননি তিনি।

গোটা ঘটনাকে তোলাবাজি সম্বন্ধিত বলেই বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই দাবি করেন, 'বৈধ পার্কিংয়ে তোলাবাজিকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে কেউ কথা বলছে না। মুখ্য প্রশাসককে হেনস্থার অভিযোগে নিগমের সাধারণ কর্মীরা মিছিল করলেও, অবৈধ তোলাবাজি নিয়ে তারা কথা বলছেন না। এই পার্কিংয়ের টাকা বৈধ উপায়ে পুর নিগমের তাহবিলে জমা পড়ার বদলে তৃণমূল নেতাদের পকেটে চলে যাচ্ছে।'

অন্য দিকে, বৃহস্পতিবার মুখ্য প্রশাসককে শারীরিক হেনস্থা করার প্রতিবাদে হাওড়া পুর নিগম চত্বরে প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন সব স্তরের পুর কর্মীরা। ইতিমধ্যেই কার্নিভালে গন্ডগোলের জেরে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে জগাছা থানার পুলিশ। শুক্রবার বেলাতে তাদের আদালতে পেশ করা হয়। হাওড়া শহরে শাসক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দে যথেষ্টই বিড়ম্বনার মুখে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

সিঙ্গত হাসপাতাল পরিদর্শনে সিএমওএইচ ও সভাধিপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মঙ্গলকোটের সিঙ্গত হাসপাতালে শুক্রবার দুপুরে পরিদর্শন করলেন সিএমওএইচ ও জেলা সভাধিপতি।

পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের সিঙ্গতে রয়েছে গ্রামীণ হাসপাতাল। ১৯৬০ সাল থেকে জমি সংগ্রহ করা হয় এই হাসপাতাল তৈরি করার জন্য। ১৯৭৫ সালে এই হাসপাতালের পথচলা শুরু হয় সরকারি সহযোগিতায়। প্রথম দিকে এই হাসপাতালে বিভিন্ন পরিষেবা চালু ছিল। ওটি, ইসিজি, এক্সরে এবং প্রসূতি মায়েদের সমস্ত কিছু পরিষেবা চালু ছিল। বিগত ৩০ বছর ধরে এই সমস্ত পরিষেবা বন্ধ রয়েছে এই হাসপাতালে।

সিঙ্গত হাসপাতালের বর্তমান সুপার অমিত কুমার রক্ষিত হাসপাতালের উন্নতির জন্য বিভিন্ন দপ্তরে সুপারিশ করার পরে শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলার সিএমওএইচ জয়রাম হেমব্রম, জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী, বিডিও অনমিত্র সোম হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন। জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার জানিয়েছেন, খুব তাড়াতাড়ি হাসপাতালের বিল্ডিং ও ডিজিটাল চিকিৎসা পরিষেবা পাবে এলাকার মানুষ। চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত করার লক্ষ্য নিয়েই তাঁরা এদিন পরিদর্শন করেছেন। দ্রুত কাজ শুরু হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

কলকাতায় জমে উঠেছে ফুড ইন্ডিয়া এক্সপো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উপযুক্ত পরিবহণ ও প্রক্রিয়াকরণের অভাবে এ রাজ্যের উৎপাদিত অনেক খাদ্যশস্যই প্রতিবছর নষ্ট হয়। তাই রাজ্যের উৎপাদিত শস্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে যাতে চাষী এবং ব্যবসায়ীরা লাভবান হতে পারে কলকাতার বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হল তিন দিনের ফুড ইন্ডিয়া এক্সপো।

চলবে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এক্সপোর উদ্বোধন করেন ইন্ডিয়ান রাইস এক্সপোর্টার ফেডারেশনের জাতীয় সভাপতি ডক্টর প্রেম গর্গ। তিনি বলেন,পশ্চিমবঙ্গে এধরনের অভিনব মেলার আয়োজনের ফলে এ রাজ্যের উৎপাদিত দানা শস্য সরাসরি ও প্রক্রিয়াকরনের মাধ্যমে বাইরে রপ্তানি করা আরো সহজ হবে বলে তিনি জানান।

মেলার উদ্যোক্তা 'ব্যাপার এক্সপ্রেসের' কর্ণধার তিলক রাজ অরোরা বলেন, 'খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মেশিন প্রস্তুতকারক সংস্থা এবং খাদ্যশস্য আমদানি- রপ্তানিকারক সংস্থাগুলি এতে অংশ নিয়েছে।' অংশগ্রহণকারী শিল্প সংস্থা প্রতিনিধিরা জানান, এই অভিনব খাদ্য মেলায় রাজ্যের খাদ্য শিল্পের বিস্তার আরও বাড়বে বলেই তাঁদের আশা।

মালদা টাউন-স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া টার্মিনাল-এর মধ্যে শুরু হচ্ছে অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা টাউন - স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া টার্মিনাল (বেঙ্গালুরু)-এর মধ্যে শুরু হচ্ছে অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস। যার উদ্বোধন করা হবে ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ, এমনটাই খবর দক্ষিণ -পূর্ব রেল সূত্রে।

এরই পাশাপাশি দক্ষিণ -পূর্ব রেলের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, মালদা টাউন থেকে ১৩৪৩৪/১৩৪৩৩ মালদা টাউন-সির এম বিশ্বেশ্বরাইয়া টার্মিনাল (বেঙ্গালুরু)-মালদা টাউন অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস নিয়মিত চলাচল শুরু হবে আগামী ৭ জানুয়ারি, ২০২৪ এবং স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া টার্মিনাল (বেঙ্গালুরু) থেকে ৯ জানুয়ারি শুরু হবে এই সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসের পথচলা।

১৩৪৩৪ মালদা টাউন- স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া টার্মিনাল (বেঙ্গালুরু) অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, মালদা টাউন থেকে প্রতি রবিবার সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে ছাড়বে এবং তৃতীয় দিন বিকেল ৩টেয় স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া টার্মিনাল (বেঙ্গালুরু) পৌঁছবে।

ফিরতি পথে ১৩৪৩৩ আপ স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া টার্মিনাল (বেঙ্গালুরু)-মালদা টাউন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস প্রতি মঙ্গলবার বেলা ১টা ৫০ মিনিটে স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া টার্মিনাল (বেঙ্গালুরু) থেকে ছাড়বে এবং তৃতীয় দিন বেলা ১১টায় মালদা টাউনে পৌঁছবে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে এই ট্রেনটি নিউ ফরাক্কায় থামার সঙ্গে রামপুরহাট, বোলপুর শান্তিনিকেতন, বর্ধমান, ডানকুনি, আন্দুল, খড়্গপুর, বেলদা, জলেশ্বর, বালেশ্বর, সোরো, ভদ্রক, কটক, ভুবনেশ্বর, খুরদা রোড, ব্রহ্মপুর, শ্রীকাকুলাম রোড, বিজয়ানগ্রাম, বিশাখাপত্তনম, তিউনি, সামালকোট, রাজামুন্দ্রি, এলুরু, বিজয়ওয়াড়া, তেনালি, চিরালা, ওঙ্গোল, নেল্লোর, গুড়ুর, রেনিগুন্টা, কাটপাডি এবং জোলারপেট্টাই-এও থামবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৪ পৌষ ১৪৩০ শনিবার

বাস রক্ষণাবেক্ষণের পাঁচ কোটি টাকা ভুল অ্যাকাউন্টে, কমেছে বাসের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রায় আড়াইশোটা সরকারি বাস রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বসে বিভিন্ন ডিপোতে। এর ফলে রাস্তায় কমেই চলেছে সরকারি বাসের সংখ্যা। বাসের অভাবে যাত্রীরা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেও বাসের দেখা নেই। কলকাতার পথে যাঁরা বের হচ্ছেন তাঁদের অধিকাংশেরই অভিযোগ, দুপুর একটার পর এবং রাতে ৯টার পর রাস্তায় সরকারি বাস একেবারেই কমে যাচ্ছে। শীতকাল বলে যাত্রী কম হবে ধরে নিয়েই হয়তো এই বাসের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাধ্য হয়ে বেসরকারি বাসেই উঠছেন তাঁরা। এদিকে বেসরকারি বাস রাজ্য স্তায় এগোতেই চায় না। ভাড়াও বেশি।

হঠাৎ রাস্তায় বাস কমার কারণ খুঁজেত গিয়ে সামনে এসেছে এক অদ্ভুত ঘটনা। এই বাসের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঠানো প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ডাব্লুবিটিসি-র

অ্যাকাউন্টে না পাঠিয়ে ভুল করে ডব্লুবিএসটিসি-র মানে ভূতল পরিবহণ দপ্তরের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার জেরে বিপাকে পরে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম। বাস রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হলেও টাকা না আসায় তা করতে পারা যাচ্ছে না। আর ডব্লুবিএসটিসি-র থেকে সরাসরি ডব্লুবিটিসিকে ওই টাকাও পাঠানো যাবে না। ফলে তা আবার ফেরৎ পাঠানো হয়েছে অর্থ দপ্তরে। কিন্তু অর্থ দপ্তরের তরফে সেই টাকা এখ নও পরিবহণ নিগমকে পাঠানো হয়নি। তাই কাজও শুরু করা যায়নি।

এরই রেশ ধরে সামনে যে কলকাতাবাসীর দুর্ভোগ আরও অপেক্ষা করে রয়েছে তারও আভাস কিন্তু মিলেছে পরিবহণ দপ্তরের দেওয়া তথ্য থেকে। কারণ, সিএসটিসি, সিটিসি এবং ডব্লুবিএসটিসি মিলিয়ে প্রায় ৭৫০ বাস রাস্তায় নামে। বাকি ২৫০ মতো এখনও বসে। আর এই সব বাসে যান্ত্রিক সমস্যা রয়েছে। যা মেরামত করে নতুন নীল-সাদা রং করে তবে তা নামানো হচ্ছে। যেহেতু শহরে চলা সমস্ত বাসকে একই রঙের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাই সেগুলোকে মেরামত করেই একেবারে নতুনের মতো করে তা নামানো হচ্ছে ধাপে ধাপে।

এই বাস নামতে আরও প্রায় মাসখানেক লাগবে বলেই জানাচ্ছেন নিগমের কর্তারা। কিন্তু সামনেই গঙ্গাসাগর মেলা। তারপর বইমেলা। গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে শহরের প্রায় আড়াইশোর বেশি বাস বসে যাবে। তখন রাস্তায় বাসের জন্য ভোগান্তি যাত্রীদের আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। তাই তার আগেই এই বসিয়ে রাখা বাসগুলো নামাতে চাইছে নিগম। তারপর বইমেলা স্পেশাল বাস চালানোও রয়েছে। সব মিলিয়ে ভুল অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাওয়াতেই এই বিভ্রাট। নিগমের এক কর্তা জানান, দ্রুত বসিয়ে রাখা বাসগুলো নামাতে না পারলে গঙ্গাসাগরের সময় কিছুটা সমস্যা হতে পারে।

বারবার চেয়েও মিলছে না শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত ফাইল, অভিযোগ সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষক নিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল এখনও অধরা। চেয়েও মিলছে না, এমনটাই অভিযোগ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের। সূত্রের খবর, শিক্ষা দপ্তরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল চেয়ে চিঠি দিয়েছে সিবিআই। এরপরও সেই ফাইল এখনও হাতে আসেনি বলে অভিযোগ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। এই প্রসঙ্গেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, গত ১৫ দিন আগেও বেশ কয়েকটি ফাইল চেয়ে পাঠানো হয় শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসির কাছে। সিবিআই সূত্রে এও জানানো হয়েছে, ওই কয়েকটি ফাইলে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত নথি রয়েছে। যে ফাইলগুলো এসএসসি, শিক্ষা দফতরের একাধিক কর্তার টেবিলে গিয়েছিল। ওই ফাইল গিয়েছিল তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর টেবিলেও।

এদিকে বিভিন্ন সময় শিক্ষা দপ্তর, এসএসসির বিভিন্ন কর্মকর্তাদের ডাকা হয়েছে। তাঁরা সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিয়েছেন। তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। এই পর্বে একেবারে তদন্ত গুটিয়ে আনছে সিবিআই। এবার হাইকোর্টে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেবে সিবিআই। তার আগে বেশ কিছু তথ্য আরও প্রয়োজন। তাঁর জন্য শিক্ষক নিয়োগের আগে যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সেই সম্পর্কিত ফাইল চেয়ে পাঠানো হয়। সিবিআই সূত্রে এও জানানো হয়েছে, শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সেই সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ ফাইলগুলো তদন্তের স্বার্থে এখন প্রয়োজন তদন্তকারীদের। আর এই তদন্ত নিয়ে আগামী ৯ জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টে কম্প্রিহেন্সিভ রিপোর্ট জমা দেবে সিবিআই। আর এই কারণেই এই রিপোর্টের আগে ওই ফাইল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখনও সেই ফাইল পাঠানো হয়নি শিক্ষা দপ্তরের তরফে বলে দাবি করছে সিবিআই।

প্রসঙ্গত, এর আগেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। পরবর্তী সময় সিবিআই জানতে পারে ওই ফাইলগুলো শিক্ষা দপ্তর থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। তা নিয়ে পুলিশেও অভিযোগ দায়ের করেছিল শিক্ষা দপ্তর।

রাস্তার কল থেকে টুলু পাম্প দিয়ে জল নিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, কলকাতা পুরসভার জলের কল থেকে বেআইনিভাবে টুলু পাম্পের মাধ্যমে জল নিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত যুবকের নাম রাহুল দুবে। ঘটনাটি ঘটে জোড়াবাগান থানার অন্তর্গত পোস্তা পেট্রোল পাম্পের কাছে ২৭ মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ রোডে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকায় বাড়ির ভিতরে যে জলের কলগুলি রয়েছে সম্প্রতি সেগুলি দিয়ে নোংরা জল আসছিল। কেন এমনটা হচ্ছে তা বুঝতে পারছিলেন না কেউই। জলের ট্যাঙ্কে কোনও সমস্যা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করেছিলেন বাড়ির বাসিন্দারা।

> **ঘটনাটি ঘটে জোড়াবাগান থানার অন্তর্গত পোস্তা পেট্রোল পাম্পের কাছে ২৭ মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ রোডে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকায় বাড়ির ভিতরে যে জলের কলগুলি রয়েছে সম্প্রতি সেগুলি দিয়ে নোংরা জল আসছিল। কেন এমনটা হচ্ছে তা বুঝতে পারছিলেন না কেউই। জলের ট্যাঙ্কে কোনও সমস্যা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করেছিলেন বাড়ির বাসিন্দারা।**

এরপরই প্রশাসনের তরফে জোড়াবাগানের ২৭ নম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডের কাছে থাকা ওই বাড়িটির বাসিন্দাদের নিজেদের পাইপ থেকে জল নিতে নিষেধ করা হয়। বলা হয়, আপাতত কলকাতা পুরসভার ফুটপাথের জলের কল থেকে জল নেওয়ার জন্য। সতর্ক করে দেওয়া হয়, চালানো যাবে না মোটর পাম্প। যে সময়ে জল আসবে, শুধু সেই সময়ে জল নেওয়া যাবে।

সূত্রের খবর, এই বাড়িতে তিন মাস আগে ভাড়া নিয়ে আসেন বছর পঁয়ত্রিশের রাহুল দুবে। তাঁর দুই কন্যা সন্তান এবং একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। প্রত্যেকের বয়স দুই থেকে আট বছরের মধ্যে। রাহুল এদিন বাড়ির যে সুইচ বোর্ড থেকে বিদ্যুতের সংযোগ নিয়ে টুলু পাম্পের মাধ্যমে ওই জলের কল থেকে জল নিতে গিয়েছিলেন প্লাস্টিকের পাইপের মাধ্যমে। তখনই ঘটে দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সুইচ বোর্ডেই সমস্যা ছিল। যে কারণে মোটর চালাতে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি।

এলাকার বাসিন্দারা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলেও লাভ হয়নি। এ ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আতঙ্কে বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দারাও। ঘটনার বেশ কিছুক্ষণ পর এলাকার বিজেপি কাউন্সিলর মীনা দেবী পুরোহিত ঘটনাস্থলে আসেন।

হনুমান মন্দির সংস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে বহুদিন ধরে বেহাল দশায় পরিণত হয়েছিল হালিশহর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে হাজিনগর ছাইগাদা ময়দানের হনুমান মন্দির। শুক্রবার বেলায় পুজো দিয়ে নারকেল ফাটিয়ে প্রাচীন ওই মন্দিরের উন্নয়ন কল্পের কাজ শুরু হল। এদিন নারকেল ফাটিয়ে হনুমান মন্দির সংস্কার কাজের সূচনা করলেন স্থানীয় কাউন্সিলর অশোক যাদব। এদিন তিনি বলেন, পুরসভার উদ্যোগে মন্দিরটিকে পুনরায় সাজিয়ে তোলা হবে। আগত ভক্তদের জন্য একটি শৌচালয় গড়ে তোলা হবে। জানান তাঁর ওয়ার্ডের কাঁচা লাইনে একটি শিব ও শীতলা মন্দিরও সংস্কার করা হবে।

শুরু হল ২০তম শ্যামনগর বইমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে শুক্রবার সন্ধেয় শুরু হল ২০ তম শ্যামনগর বইমেলা। শ্যামনগর বটতলা সুভাষ সংঘের পরিচালনায় আয়োজিত এই বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন উদীয়মান কবি ঝিলন ত্রিবেদী, সাহিত্যিক সন্দীপ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগরের উত্তরসূরী অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বইপ্রেমীরা। শ্যামনগর বইমেলা কমিটির সম্পাদক শ্রীমন্ত মিত্র বলেন, নতুন প্রজন্মকে বইমুখী করতে আজ থেকে ২০ বছর আগে শুরু হয়েছিল বইমেলা। যারা কলকাতা বইমেলায় যেতে পারেন না।

ফুটপাথে এক-তৃতীয়াংশে বসতে হবে হকারদের, নয়া বর্ষে পুরসভার পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার হকারদের নিয়ে বড় পদক্ষেপ কলকাতা পুরসভার। বড়বাজার, শিয়ালদহ, বৌবাজার, মৌলালির মতো ব্যস্ত এলাকায় ফুটপাথে এক লাইনে হকারদের বসানোর পরিকল্পনা করছে কলকাতা পুরসভা। সূত্রের খবর, হাইকোর্টের নির্দেশে শহরে হকার নিয়ন্ত্রণের জন্য গঠিত টাউন ভেন্ডিং কমিটির বৈঠকে এনিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আর এই প্রসঙ্গেই পুরসভার তরফ থেকে এ খবরও মিলছে যে, নতুন বছরের গোড়ায় এই কাজে যৌথভাবে হাত দিতে চলেছে কলকাতা পুরসভা, টাউন ভেন্ডিং কমিটি এবং কলকাতা পুলিশ। পুরসভা সূত্রের খবর, গ্র্যান্ড হোটেলের গাড়ি বারান্দার নীচের ফুটপাথের মতো এই সব ব্যস্ত এলাকায় ফুটপাথের এক তৃতীয়াংশ অংশে কেটে দেওয়া হবে লক্ষ্মণরেখা। ফুটপাথের বাকি অংশ ফাঁকা থাকবে পথচারীদের যাতায়াতের জন্য। সারা শহরের ফুটপাথেই হকারদের জন্য এই নিয়ম চালু করতে চাইছে প্রশাসন।

শুধু তাই নয়, এদিকে এ খবরও মিলছে যে শহরের ব্যস্ত এলাকার ফুটপাথে হকারদের দৌরাত্ম্য এবং জুলুমবাজি নিয়ে রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছেও পৌঁছেছে বিস্তর অভিযোগ। কলকাতা পুরসভার প্রায় প্রতিটি মাসিক অধিবেশনে বড়বাজার এলাকার দুই বিজেপি কাউন্সিলার মীনাদেবী পুরোহিত ও বিজয় ওঝাকে ওই এলাকার হকারদের দাপট নিয়ে সরব হতে দেখা যায়। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সচিবালয় থেকেও হকারদের দৌরাত্ম্য নিয়ে সতর্ক করা হয় কলকাতা পুরসভা, টাউন ভেন্ডিং কমিটি এবং পুলিশকে।

এরপরই এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, খুব শীঘ্রই বড়বাজার, শিয়ালদহ, মৌলালি, বৌবাজার এলাকার হকারদের নিয়ে সমীক্ষা করা হবে। এই সব এলাকায় মোট কত হকার রয়েছেন, তা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। টাউন ভেন্ডিং কমিটির সদস্য শক্তি মণ্ডল বলেন, 'আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে শহরের ফুটপাথে এক লাইনে হকারদের বসার ব্যবস্থা করা। ফুটপাথ দিয়ে পথচারীদের স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা নিশ্চিত ব্যবস্থা করা। যতই সমস্যা হোক এই পরিকল্পনাকে আমাদের বাস্তবায়িত করতেই হবে।'

ঘরে-ঘরে নেতাজি, ১ জানুয়ারি থেকেই কর্মসূচি শুরু ফরোয়ার্ড ব্লকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবন-আদর্শ ও তাঁর বার্তা পৌঁছে যাবে বাংলার প্রতিটি কোনায়। এই কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক। আগামী ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭তম জন্মবার্ষিকী। তার আগে ১ জানুয়ারি থেকে নেতাজির বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ ফরওয়ার্ড ব্লকের। ফরওয়ার্ড ব্লকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই কর্মসূচি চলবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। এই তিন মাস ধরে বাংলার অন্তত ৩ লাখ পরিবারের কাছে নেতাজির আদর্শ ও তাঁর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটি।

নেতাজিকে নিয়ে এটি দ্বিতীয় দফার কর্মসূচি ফরওয়ার্ড ব্লকের। এর আগেও ঘরে ঘরে নেতাজির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচি শুরু করেছিল তারা।

সেই সময় ৪০ হাজার পরিবারের কাছে পৌঁছে যেতে পেরেছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা-কর্মীরা। নেতাজির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি সংগঠনের জন্য অনুদান সংগ্রহের কাজও চলেছিল একইসঙ্গে। কুপন ছাপানো হয়েছিল ১০ টাকার। মাথা পিছু ১০ টাকার হিসেবে সেই কুপনের মাধ্যমে অনুদান সংগ্রহে নেমেছিল দল।

এই প্রসঙ্গে দলের রাজ্য কমিটির তরফে সাধারণ সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে অবক্ষয় চলছে এবং তার ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষের জীবন সংকটের মধ্যে পড়ছে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রদর্শিত পথই এর থেকে অব্যাহতির দিশা দিতে পারে। তাই ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত অন্তত ৩ লাখ পরিবারের কাছে নেতাজির বার্তা পৌঁছে দেবেন ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা-কর্মীরা।'

বর্ষবরণে কলকাতাবাসীর নয়া ডেস্টিনেশন শ্রীভূমি

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: কলকাতার সেরা দুর্গাপুজোর তালিকায় বেশ কয়েকবছর ধরে রয়েছে শ্রীভূমি স্পোর্টিং। তবে বড়দিন থেকে বর্ষবরণেও পিছিয়ে নেই শ্রীভূমি।

ক্রিসমাস থেকে বর্ষবরণ এই এক সপ্তাহ জুড়ে পার্ক স্ট্রিটকে ঘিরে এক আলাদাই উন্মাদনা তৈরি হয় কলকাতাবাসীর মধ্যে। যেখানে পার্ক স্ট্রিট আর অ্যালেন পার্কের অনুষ্ঠান বড়দিন আর বর্ষবরণের সঙ্গে পরতে পরতে জড়িয়ে। বড়দিন আর বর্ষবরণের এই অনুষ্ঠান তো আজকের নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক ঐতিহ্যও। তবে শুধু পার্ক স্ট্রিটই নয়, বছর কয়েক ধরে বড়দিন থেকে বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে শহর আর তার উপকণ্ঠের নানা জায়গায় বসছে মেলা। বড়দিনে পার্কস্ট্রিট চত্বর যেমন সেজে ওঠে আলোয়, ঠিক তেমনই আলোয় সাজে বাইপাসের পাশে শ্রীভূমির সার্ভিস রোডও। শুধু আলোর সাজই নয়, এরই পাশাপাশি বড়দিন থেকে বর্ষবরণ পর্যন্ত চলে এক মেলাও। এই মেলার পরিসরও কম নয়, শ্রীভূমি থেকে শুরু করে লেকটাউনের ক্লক টাওয়ার পর্যন্ত

অজস্র ছোটখাটো স্টল নজরে আসে এই মেলায়। বাস্তবিকই 'মেলা'-র প্রকৃত সংজ্ঞাই যেন ফুটে ওঠে শ্রীভূমি স্পোর্টিংয়ের উদ্যোগে হওয়া এই মেলায়। আর শ্রীভূমি স্পোর্টিংয়ের সভাপতি পদে রয়েছেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু।

বর্ষশেষের এই মেলায় পা রাখ লেই নজরে আসবে হস্তশিল্প থেকে শুরু করে নানা ধরনের ছোটখাটো ঘর সাজানোর আসবাব। সঙ্গে ছোটদের জন্য রয়েছে নানা ধরনের রাইড। বিভিন্ন সংস্থার থেকে দেওয়া স্টল। আর নানা ধরনের খাবার। এই খাবারের তালিকা বেশ দীর্ঘ। ফুচকা, ঘটি গরম, জিলিপি থেকে শুরু করে মিলবে তন্দুরি চিকেন বা বিভিন্ন ধরনের কাবাব, মায় বিরিয়ানিও। আরও আছে। মিলবে লটে মাছ ফ্রাই থেকে শুরু করে ফিশ ফিঙ্গারও। আর নাম যেখানে পৌষ পার্বণ ও ক্রিসমাস উৎসব, সেখানে পিঠে-পুলি মিলবে না তাও হতে পারে না। পিঠে-পুলির চাহিদা এই মেলায় বেশ নজরকড়া। কারণ, বলতে অসুবিধে নেই, এই লেকটাউন বা সন্নিহিত এলাকায় অবাঙালির সংখ্যা অনেকটাই বেশি। যাঁদের বিশেষ পছন্দের ডিশ হল বাঙালি মিষ্টি। পিঠে-পুলি হলে তো কথাই নেই। ফলে পিঠে-পুলির স্টল হয়েছে এক্কেবারে আলাদা করেই। শুধু পিঠে-পুলিই নয়, মেলা প্রাঙ্গণে রয়েছে কলকাতা প্রসিদ্ধ নানা মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের স্টলও। এই শীতকাল কেন যে বেশির ভাগ বাঙালির কাছে অত্যন্ত প্রিয় তা বোঝা যায় এই মেলা প্রাঙ্গনে পা রাখলেই। কারণ, এখানে পিঠে পুলির সঙ্গে এক ছাতার তলায় মিলছে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আর মোগলাই খাবারের সন্ধান। শ্রীভূমি স্পোর্টিংয়ের উদ্যোগে হওয়া এই মেলায় জনসমাগমও নজর কাড়া। উত্তর-পূর্ব কলকাতা পৌষ পার্বণ ও ক্রিসমাস উৎসব শুধু জিনিসপত্র বেচা-কেনা হয় তা নয়, এই মেলার একটা বড় অঙ্গ হল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। প্রখ্যাত সব শিল্পীরা প্রতিদিনই অংশ নেন এই অনুষ্ঠানে। ফলে এই সব শিল্পীদের অনুষ্ঠান দেখ তে প্রতি সন্ধেয় ভিড় জমে মেলা প্রাঙ্গনে।

এদিকে এলাকাবাসী বা যাঁরা এই মেলায় আসছেন তাঁরা জানাচ্ছেন, এই মেলা দিনকে দিন বহরে বাড়ছে। আর এমন এক মেলায় এলে মন ভালো হয়ে যেতে বাধ্য। কারণ, এখ ানে এলে মিলছে একেবারে কার্নিভালের এক আবহ। তাঁরা এও জানাচ্ছেন, এমন চলতে থাকলে এই মেলা চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে পার্কস্ট্রিটের ভিড়কেও। পার্ক স্ট্রিটের একটা আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে এটা তাঁরা মেনে নিলেও সঙ্গে এও জানাচ্ছেন, পার্ক স্ট্রিটে ওই দীর্ঘ হাঁটাটা কিছুটা উদ্দেশ্যবিহীনের মতোই। পার্কস্ট্রিটে বেশ কিছু রেস্তোরাঁ থাকলেও তা অধিকাংশ মধ্যবিত্তের আয়ত্তের মধ্যে নয়। এদিকে শ্রীভূমি স্পোর্টিংয়ের উদ্যোগে এই উৎসবে আলোর রোশনাইয়ের পাশাপাশি মেলে মধ্যবিত্তের সাধ আর সাধ্যের মধ্যে থাকা মনকাড়া খাবার। সব মিলিয়ে তৈরি হয় জমজমাট উৎসবের আবহ।

ব্যস্ত মোড় চিংড়িহাটায় যানজট কমাতে পদক্ষেপ পুলিশ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অফিস টাইমে ব্যস্ত বাইপাসের চিংড়িহাটা মোড়। এদিকে চিংড়িহাটায় যানজটের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। চিংড়িহাটা মোড় এলাকায় একাধিক দুর্ঘটনাও ঘটেছে এই যানে নিয়ন্ত্রণ না থাকায়। তবে এবার যাতে এই চিংড়িহাটা কোনওভাবেই সাধারণ মানুষের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে না দাঁড়ায় সেই কারণে বৈঠক করলেন এডিজি ট্রাফিক সুপ্রতিম সরকার, বিধাননগর কমিশনারেটের সিপি গৌরব শর্মা সহ কলকাতা পুলিশ ও বিধান নগর পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, কী ভাবে যানজট এবং দুর্ঘটনা কমানো যায় সেই নিয়ে এই বৈঠক হয়। বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে সূত্রের খবর। শুক্রবার দীর্ঘক্ষণ এই বৈঠকের পর চিংড়িহাটা থেকে নিউটাউন বিশ্ববাংলা গেট পর্যন্ত রাস্তা পরিদর্শনও করেন তাঁরা।

এদিকে সূত্রে খবর, নতুন বছরে চিংড়িহাটাকে দুর্ঘটনামুক্ত করতে বেশ কিছু প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হতে পারে। কোনওভাবেই যাতে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি না ছোটে, সেই জন্য বাড়তি নজরদারি চালানো হবে। পাশাপাশি কোনও চিংড়িহাটা মোড় এলাকাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতে চলেছে। বাইপাসের ধারের এই ব্যস্ত এলাকায় কোনওভাবেই যাতে যানজট তৈরি না হয় সেই দিকে দেওয়া হবে বিশেষ নজর। এদিকে আবার শহর কলকাতার রাস্তাকে যানজট মুক্ত করতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে। জায়গায় জায়গায় বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। পাশাপাশি পুলিশি নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে।

সম্পাদকীয়

স্কুলগুলি অভিভাবকদের উপর দায় না চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের দেখুক

বই-খাতা'সহ লেখাপড়ার সম্পূর্ণ দায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকের। অভিভাবক যথাসাধ্য নীতিশিক্ষা দেবেন; বিদ্যালয়, শিক্ষক, শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থার কর্ণধার সরকারি, অসরকারি বা আধাসরকারি কর্তৃপক্ষকে সম্মান দিতে হবে, রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সম্মান দিতে হবে, মিথ্যাচার করবে না, চুরি করবে না, হিংসা করবে না, হিংস্র হবে না ইত্যাদি। যদিও এগুলোও বিদ্যালয়ের কাজ। অভিভাবকরা তো বড় জোর সংখ্যা পরিচয়, বর্ণপরিচয়, প্রকৃতিবিজ্ঞানের কিছু সহজ পাঠ দিতে পারেন খেলাচ্ছলে। নিরক্ষর অভিভাবকের পক্ষে তা-ও সম্ভব নয়। ভারতে এখনও এমন অভিভাবকের সংখ্যা কম নয়। এমন শিশুসন্তানও আছে, যাদের বাবা-মা দু'জনকেই কায়িক বা মানসিক শ্রমে প্রায় সারা দিন ব্যস্ত থাকতে হয়। উন্নত দেশগুলিতেও অধিকাংশ বাবা-মা'কেই কাজ করতে হয়। বাড়িতে অন্য কোনও অতিরিক্ত লোক থাকে না। সেখানে স্কুলই ভরসা। সকালবেলায় স্কুলে দেওয়ার পরে কাজের জায়গা থেকে বাড়ি ফেরার পথে সন্তান নিয়ে ফিরতে হয়। লেখক কেন স্কুলের এই দায় স্বীকার করতে চাইছেন না? স্কুলের দায় নিয়ে আর একটা ভাল দিক আছে। জীবনের শুরু থেকেই লেখাপড়ার কাজ স্কুলের দায় হওয়ায় স্কুলের পাঠ্যক্রম, শিক্ষাক্রমকে ছাত্রছাত্রীরা অসম্ভব শ্রদ্ধা করে। আশির দশকে দেখেছি, ইংরেজি মিডিয়াম বা কনভেন্ট স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যা শিখত, তা-ই অভ্রান্ত বলে মানত। আমরা বাংলা মিডিয়াম দেশি স্কুলে অঙ্ক, ভাষা শিখে তাদের শেখাতে চেষ্টা করলে তারা কিছুতেই মানত না। আমাদের স্কুলের পোশাক, ড্রেস কোড, নিয়মনীতি, হাজিরাজনিত ঢিলেঢালা ভাব বা বদভ্যাস ওদের সঙ্গে মিলত না। ফলে আমাদের স্কুল নিয়ে ওদের ধারণা ভাল ছিল না বলাই যায়। তার পর প্রাথমিকে ইংরেজি ভাষা তুলে দিয়ে সে ধারণা আরও পোক্ত হল। সন্তানেরা বাংলা বা ইংরেজি, কোনও ভাষাই ভাল করে শিখতে পারল না। আর পাশ-ফেল উঠিয়ে দিয়ে শিক্ষকের দায় একেবারেই চলে গেল। সমাজ বাক্ স্তব্ধ। 'শিক্ষক-ছাত্র-সমাজ' এই ত্রিভুজে অভিভাবকদের দায় জড়ানোর আগে সমাজের নির্বাচিত অভিভাবক জনপ্রতিনিধিদের দায় বিচার করতে ভুলে গেলেন প্রবন্ধকার? ভুলে গেলেন শিক্ষা-আধিকারিক, শিক্ষা বিষয়ক আমলাদের দায়? এ রাজ্যে শিক্ষা জগতে দুর্নীতির পাহাড়প্রমাণ অভিযোগ, খোদ শিক্ষামন্ত্রী, আধিকারিক জেলে রয়েছেন আর জনপ্রতিনিধিরা বিধানসভার সামনে থালা, কাঁসি বাজাচ্ছেন! কোনও সভ্য দেশ শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে এমন দুর্দশার কথা ভাবতে না পারলেও আমরা এই রাজ্যে সেই ছবিই দেখছি। এর পরেও স্কুল বা সরকারের আংশিক দায় অভিভাবকদের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার আগে বরং স্কুলগুলিতে ফাঁকা অস্বাস্থ্যকর ক্লাসরুম, দুর্বল পরিকাঠামো, অকারণে ছুটির বন্যা; ইত্যাদি বিষয়গুলির সংস্কার করার কথা ভাবা হোক।

শাশ্বত কথা

অবধূত পাপ পুণের অতীত

যাহার দেহের প্রতি আসক্তি আছে তাহার ধনের প্রতিও আসক্তি থাকে। আর যাহার ধন আছে সে অধিকতর সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষায় পুণ্যকর্ম করে। কিন্তু যোগী অবধূতের , দেহের প্রতি , দেহের সুখের প্রতি, আসক্তি না থাকায়, পাপ বা পুণ্য কিছুই নাই। অর্থাৎ যোগী অবধূতের ভোগ সুখকামনা না থাকায় তিনি পাপ বা পুণ্য কর্ম-কোনটাই করেন না। গ্রহনক্ষত্রাদিরও বিচ্যুতি, বিচলন, হইতে পারে। কিন্তু সাধুপুরুষের বাক্য বিচলিত বা ব্যর্থ হয় না। সজ্জনগণের বাক্য অমোঘ। দুইটি জিনিস একই সঙ্গে হইতে পারে না- ধনদৌলত বিষয়-সম্পত্তি যদি চাও তো তাহাই মিলিবে, আর ভগবানকে যদি চাও তো ভগবানকে পাইবে, একটিই হইবে।

— শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা

জন্মদিন

আজকের দিন

সুরিন্দর অমরনাথ

১৯৪৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী অঞ্জনা ভৌমিকের জন্মদিন।
১৯৪৮ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সুরিন্দর অমরনাথের জন্মদিন।
১৯৮৯ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সৌরভ তিওয়ারির জন্মদিন।

ফিরে দেখা ২০২৩

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ

২০২৩-এও পুরোদমে চলে ইউক্রেনে-রুশ যুদ্ধ। তার নির্যাস।

১৪ জানুয়ারি : ডিনিপ্রোতে ধ্বংসপ্রাপ্ত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং

১ ফেব্রুয়ারি : ক্ষেপনাস্ত্র হামলার পর ক্রামতোর্স্কে বাড়ি

৯ মার্চ : কিয়েভের উপর হামলার পরের ঘটনা

২৪ এপ্রিল : উমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং

১ মে : পাবলোহরাদে ধ্বংস

৩ মে : খেরসন শহরে ২৪ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়।

অশোক সেনগুপ্ত

জানুয়ারি
১: ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী দাবি করে অধিকৃত ডোনেটস্কের মাকিভকাতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সময় তারা ৪০০ রুশ সৈন্যকে হত্যা এবং আরও ৩০০ জনকে আহত করেছে। এই অঞ্চলে প্রায় ২৫টি রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছিল।
৩: রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ৮৯ জন নিহতের একটি পরিসংখ্যান দেয়।
৫: একটি যৌথ বিবৃতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বিডেন এবং জার্মান চ্যান্সেলর স্কোলজ ঘোষণা করেন যে জার্মান সরকার ইউক্রেনকে একটি প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা এবং ৪০টি মার্ডার পদাতিক ফাইটিং ভেহিকেল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রায় ৫০টি ব্র্যাডলি ফাইটিং ভেহিকেল দেয়।
৮: রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করে যে ক্রামতোর্স্কের ব্যারাকে হামলায় ইউক্রেনের ৬০০ জনেরও বেশি সেনা নিহত হয়।
১২: দোনেৎস্কের গভর্নর পাভলো কিরিলেনকো বলেন যে সোলেদার এলাকায় প্রায় ১০০ রুশ সেনা নিহত হয়।
১৪: ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় আংশিকভাবে Dnipro একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং ধ্বংস হয়। অন্তত ৪৬ জন নিহত এবং ৮০ জন আহত হয়।
ফেব্রুয়ারি
৫: রাশিয়ার গোলাবর্ষণ এবং রকেট হামলায় খেরসন ওব্লাস্ট, দ্রুজকিভকা (ডোনেটস্ক ওব্লাস্ট) এবং খারকিভের ঘরবাড়ি এবং বেসামরিক অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়াও, খারকিভ ন্যাশনাল একাডেমি অফ আরবান ইকোনমি আংশিকভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে।
২০: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বিডেন ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ যান। ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের শুরুর পর সেখানে এটি তাঁর প্রথম সফর।
২৪: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে ২ বিলিয়ন ডলার সহায়তা অনুমোদন করে এবং রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা ও শুল্ক আরোপ করে।
মার্চ
৯: রাশিয়া ইউক্রেনের শহরগুলিতে প্রায় ৮১টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী জানায় যে তারা ৩৪টি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ৪টি ড্রোন ভূপাতিত করেছে।
এপ্রিল
১০: ইউক্রেন এবং রাশিয়া বন্দীবিনিময় করে। ওঁদের মধ্যেছিলেন প্রায় ১০৬ রুশ সৈন্য এবং ১০০ ইউক্রেনীয় সৈন্য।
২৫: একটি রুশ ক্ষেপণাস্ত্র খারকিভ ওব্লাস্টের কুপিয়ানস্কের একটি জাদুঘরে আঘাত করে। দুইজন নিহত এবং দশজন আহত হয়।
২৮: অন্তত দুটি ক্ষেপণাস্ত্র উমানে একটি নয়তলা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে আঘাত হানে। অন্তত ৪০ জন হতাহত হয়।
মে
১: রুশ ক্ষেপণাস্ত্র পাভলোহরাদে আঘাত হানে। বহু ভবন ধ্বংস হয়। আহত হয় চৌত্রিশ জন।
৩: রুশ আক্রমণে খেরসন শহরে ২৪ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়।
৮: রাশিয়া কিয়েভ এবং ইউক্রেনের অন্যান্য শহরে ষোলটি ক্ষেপণাস্ত্র এবং পঁয়ত্রিশটি ড্রোন নিক্ষেপ করে।
জুন
৬: রুশ বাহিনী খেরসন ওব্লাস্টের ডিনিপ্রো নদীর ধারে কাখোভকা বাঁধ উড়িয়ে প্রচুর পরিমাণে জল ছেড়ে দেয়।
জুলাই
৬: লাভিভের একটি অ্যাপার্টমেন্টে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ১০ জন নিহত ও ৪২ জন আহত হয়।
১৯: রাশিয়া ওডেসায় একটি বড় বিমান হামলা করে। তাতে একটি অ্যাপার্টমেন্ট এবং চীনা কনস্যুলেটের একটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেইসাথে ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে কিয়েভে।
২০: রাশিয়া ওডেসা এবং মাইকোলাইভে আর একটি বিমান হামলা শুরু করায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়।
আগস্ট
২: রাশিয়া কিয়েভের উপর ড্রোন হামলা শুরু করে।
৭: পোকরভস্ক, ডোনেটস্ক ওব্লাস্ট এর একটি আবাসিক এলাকায় রাশিয়ার দুটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় দশ জন নিহত এবং ৮২ জন আহত হয়।
৯: জাপোরিঝিয়ায় রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় তিনজন নিহত হন।
১৬: রাশিয়া রেনিতে ড্রোন হামলা চালায়, বন্দর এবং শস্যের অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত করে।

৬ জুন : কাখোভকা বাঁধ উড়িয়ে দেওয়া হয়

সেপ্টেম্বর
৩: রাশিয়া রেনি বন্দরে ড্রোন হামলা চালায়।
৮: Kryvyi Rih, একটি পুলিশ স্টেশনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় একজন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত এবং ৭৪ জন আহত হন। ৬৯ টি কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
অক্টোবর
৬: খারকিভের একটি অ্যাপার্টমেন্টে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় দশ বছর বয়সী শিশুসহ কয়েকজন হতাহত হন।
১০: সুমি ওব্লাস্টের*উরইডিতে*রাশিয়ার ব্যাপক গোলাবর্ষণ।
নভেম্বর
১২: খেরসনে রাশিয়ার গোলাবর্ষণ।
১৯: সেলিডোভের*একটি হাসপাতালে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কয়েকজন হতাহত হন।
ডিসেম্বর
২১: কিয়েভের একটি আবাসিক ভবনে রাশিয়ার ড্রোন হামলা।
২৩: খেরসন ওব্লাস্টে রাশিয়ার ড্রোন হামলা।

৬ জুলাই : লভিভ আবাসিক ভবন ধ্বংস

২০ জুলাই : ওডেসা এবং মাইকোলাইভে বিমান হামলায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়

২ আগস্ট : ড্রোন হামলার পর ইজমাইল মেরিন স্টেশন

৯ আগস্ট : জাপোরিঝিয়ায় রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় তিনজন নিহত হন

৮ সেপ্টেম্বর : Kryvyi Rih– পুলিশ স্টেশনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় পুলিশকর্তা নিহত

৬ অক্টোবর : খারকিভের কেন্দ্রে ধ্বংসযজ্ঞ

১২ নভেম্বর: যুদ্ধবিধ্বস্ত ওব্লাস্টের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাগার

২৩ ডিসেম্বর : খেরসনের গোলাগুলিতে আগুন

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

শিশিরকে প্রণামের 'শাস্তি'!

চেয়ার থেকে সুবল মান্নাকে সরাতে অনাস্থা আনার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁথি: গত ২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বর্ষীয়ান রাজনীতিক শিশির অধিকারীকে প্রণাম করেছিলেন কাঁথি পুরসভার তৃণমূল পরিচালিত পুরপ্রধান সুবল মান্না। এরপর থেকেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নানান জল্পনা। শুভেন্দু অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারীকে প্রণাম করা এবং তাকে রাজনৈতিক গুরু বলে সম্বোধন করায় 'শাস্তি' দেওয়া হয় সুবল মান্নাকে। প্রথমে শোকজ করা হয়। পরে তাকে পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয় বলে সূত্রের খবর। শুধু তাই নয়, সূত্রের খবর, দলের রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে তৃণমূল ভবনে মুখোমুখি বৈঠকও করেছেন তিনি। কিন্তু কোনও নির্দেশই নাকি টলাতে পারছে না সুবলকে। পদত্যাগ করা তো দূরের কথা, নিয়মিত অফিসে যাচ্ছেন তিনি। তাই এবার তাকে সরাতে নয়া পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার তৃণমূলের কাঁথি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পীযূষ পণ্ডা এক জরুরি বৈঠক ডেকেছিলেন। রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ শুরু হয় সেই বৈঠক, চলে রাত প্রায় ১১টা পর্যন্ত। ডাক পেয়েই বৈঠকে হাজির হয়েছিলেন কাঁথির পুরসভার ১৬ জন তৃণমূল কাউন্সিলর। প্রত্যেকেই সুবল মান্নার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে সম্মত হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সূত্রের আরও খবর, শীর্ষ নেতৃত্বের ইশারা মিললে কয়েকদিনের মধ্যেই পেশ হতে পারে অনাস্থা প্রস্তাব। সুবল মান্নাকে নিয়ে তৃণমূল কাউন্সিলরদের মধ্যে ১৭ জন। ১৬ জনই অনাস্থা আনতে রাজি।

তবে সুবল মান্না দাবি করেছেন, পদত্যাগের কোনও চিঠি পাননি তিনি। দলীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার কলকাতায় ডেকে তাকে আবারও পদত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সুবলবাবু তাঁর জায়গায় অনড়। এই পরিস্থিতিতেই অনাস্থা প্রস্তাব আনার কথা ভেবেছে দল, এমনটাই দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

করমণ্ডল ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্য প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ওড়িশার বালেশ্বরে ভয়াবহ করমণ্ডল এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনার কেটে গিয়েছে প্রায় সাত মাস। কিন্তু আজও বুকে দগদগে ব্যথা নিয়ে রয়েছে মালদার মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারগুলো। এরই মধ্যে রাজ্য সরকার মালদার মৃত চারটি পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদান দিয়ে পাশে দাঁড়াল। রাজ্য সরকারের এই আর্থিক অনুদান পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মৃতদের পরিবার। শুক্রবার দুপুরে মালদা জেলা কালেক্টরেট ভবনের কনফারেন্স রুমে মালদার মৃত শ্রমিকের পরিবারের হাতে এই আর্থিক অনুদানের চেক তুলে দেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া সহ বিশিষ্টজনেরা।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছর ২ জুন (শুক্রবার) গভীর রাতে ওড়িশার বালেশ্বর করমণ্ডল এক্সপ্রেস ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে শতাধিক যাত্রীর মৃত্যু হয়। যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার চারজন পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন। তাদের নাম নিত্যম রায় (৩৬), বাড়ি বামনগোলা থানার ভোমরাইল গ্রামে। আলাউদ্দিন (৩০), বাড়ি চাঁচল থানার ধানগাড়া এলাকায়। হেমন্ত রবিদাস (৩৮), তার বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মালিওর গ্রামে এবং ইউনুস শেখ (৪০), তার বাড়ি ইংরেজবাজার থানার কমলা বাড়ি এলাকায়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, যে সময় বালেশ্বর ট্রেন দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল, তারপর রাজ্য সরকারের উদ্যোগেই মৃতদেহগুলি কফিনবন্দি অবস্থায় মালদার গ্রামের বাড়িতে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করা হয়। এই ট্রেন দুর্ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী গভীর শোক প্রকাশ করেন। তারপর মৃতদের পরিবার পিছু পাঁচ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতোই এদিন মন্ত্রী ও জেলা প্রশাসনের কর্তাদের উপস্থিতিতে মৃত চার শ্রমিকের পরিবারের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। এদিন উপস্থিত মৃত নিত্যম রায়ের স্ত্রী সুচিত্রা রায় বলেন, পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ছিলেন আমার স্বামী। আমার দুটো ছোট ছেলে-মেয়ে রয়েছে। স্বামীকে হারানোর পর পরিবার নিয়ে একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। কোনও রকমের সংসার চলছিল। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছেন, তা আমাদের কাছে স্বপ্নের মতো। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনার মৃতদের পরিবারের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকা করে চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। এদিন চারজন মৃতের পরিবারকে এই চেক দেওয়া হয়েছে।

জমে উঠেছে চন্দননগর বইমেলা

বনস্পতি দে

চন্দননগর: চন্দননগর হাসপাতাল ময়দানে চলছে বইমেলা। এই বইমেলা উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট অভিনেতা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়। তিনি প্রদীপ জ্বালিয়ে বইমেলার উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর পুরনিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী, হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, কবি অংশুমান কর, মেলা কমিটির কর্মকর্তা সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, অশোক সাহা, চন্দন রক্ষিত সহ বিশিষ্টরা। বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়

বলেন, 'বই হল পরম বন্ধু। বইকে সংগ্রহে রাখতে হবে, মানুষের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস করতে হবে।' মেয়র রাম চক্রবর্তী বলেন, 'সবাইকে বই পড়ার অভ্যাস করতে হবে, আগ্রহ বাড়াতে হবে। সেই জন্য জেলায় জেলায় ও শহরে এই ধরনের বইমেলার প্রয়োজন আছে। ২৩ বছর ধরে এই বইমেলা চলছে, এটা কম কথা নয়।' মেলা কমিটির সম্পাদক চন্দন রক্ষিত জানান, এই মেলায় ছোট বড় মিলিয়ে ৭০টি স্টল আছে। এছাড়া আছে বেশ কিছু লিটিল ম্যাগাজিনের স্টল। এবছর বইমেলার থিম চন্দননগরে রবীন্দ্রনাথ। মেলায় একটা বইও প্রকাশ হয়েছে। এই মেলায় প্রতিদিন কবিতা পাঠ, গল্প পাঠ, শিক্ষামূলক আলোচনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কুইজ সহ নানা অনুষ্ঠান চলবে। বইমেলা চলবে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত। এখানে বইপ্রেমীদের ভিড় লক্ষ্য করার মতো। চন্দননগর বইমেলা জমে উঠেছে।

বনমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি পূরণ, বস্ত্রহাটের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: চাকলা লোকনাথ মন্দিরে এসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেস কথা দিলে কথা রাখে। বিজেপির মতো ভাঁওতা দেয় না। তারই উদাহরণ হয়ে থাকল হাবড়ার বস্ত্রহাট। বনমন্ত্রী তথা হাবড়ার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক পাইকারি হাটের ব্যবসায়ীদের দুরাবস্থা দেখে কথা দিয়েছিলেন তাদের সুব্যবস্থা করার। বনমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগে ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আর্থিক সাহায্যে হাবড়ার পাইকারি বস্ত্র ব্যবসায়ীরা পেলেন স্থায়ী ঠিকানা। ১৭.২ কোটি টাকা ব্যয়ে বস্ত্রহাটটি বৃহস্পতিবার চাকলা থেকে উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রিয় বিধায়কের অনুপস্থিতিতেও তারই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হওয়াতে খুশি ব্যবসায়ীক মহল থেকে হাবড়াবাসীর মধ্যে।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘবছর ধরে বুধবার ও শনিবার পলিথিন টানিয়ে অব্যবস্থার মধ্যে এই পাইকারি বস্ত্রহাটটি বসত হাবড়ায়। ঝড়, জল, বৃষ্টি, ঠান্ডার মধ্যেই ব্যবসা চলত। দূর-দূরান্ত থেকে ক্রেতারা হাটে এসেও সমস্যায় পড়তেন। হাবড়ার বিধায়ক হওয়ার পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তাদের কথা দিয়েছিলেন সমস্যার স্থায়ী সমাধানের। মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে সরকারের আর্থিক সাহায্যে তিনি এই বস্ত্রহাটের জন্য বিল্ডিং তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী হাত দিয়ে সেই বস্ত্রহাটের উদ্বোধন হল। ৩টি লিফট সহ ৬ তলা এই বিল্ডিংয়ে থাকছে ৮২২টি স্টল। হাবড়া পুরসভার পুরপ্রধান নারায়ণ সাহা মুখ্যমন্ত্রী ও স্থানীয় বিধায়ককে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই বস্ত্রহাট আগামীদিনে হাবড়ার ব্যবসাকে আরও বাড়াবে এবং স্থানীয় অর্থনীতি আরও চাঙ্গা হবে। তিনি আরও বলেন, উদ্বোধন হয়ে গেছে, এবার স্টলগুলো ব্যবসায়ীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। নতুন বছরের প্রথম থেকে পুরোদমে বস্ত্রহাট চালু হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে সপ্তাহে আর দু'দিন নয় ৬ দিন পাইকারি বস্ত্রহাট খোলা থাকবে।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **মেসার্স বীণাপানি ট্রেডার্স প্রা লি,** একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানির নামে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত মূল রেজিস্ট্রেশন **সার্টিফিকেট নং ০৫.০১৯৫৩** অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিনষ্ট হয়েছে। মূল সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথিতথ্যাদি সংশ্লিষ্ট অবাঞ্ছিত অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে।

বীণাপানি ট্রেডার্স প্রা লি এর পক্ষে
৪ সিনাগগ স্ট্রিট, ৯ম তল
কলকাতা - ৭০০০০১

স্থান : কলকাতা | স্বা/-
তারিখ : ২৯.১২.২০২৩ | ডিরেক্টর

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ এ কে পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN NO : U40104WB2008PTC130530

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে ... 'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে', 'যেখানে যা আছে ভিত্তিতে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে' এবং 'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' বিক্রি করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় (স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে বিক্রয়)	২৫.০১.২০২৪ (দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত) (প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)
ইএমডি দাখিলের তারিখ	**২৩.০১.২০২৪ দুপুর ১২টার মধ্যে**
উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	**১৩.০১.২০২৪**
সফল ডাকদাতাদের ঘোষণা	**১৫.০১.২০২৪**
পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	**২২.০১.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত)**

সম্পদের বিস্তারিত

ক্রম নং	বিবরণাদি	মোট সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	বায়না জমা (টাকা)	বর্ধিত পরিমাণ (টাকা)
১	জামিন এবং আর্থিক সম্পদসমূহ স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে (জামিনজমা, লেনদেনে আদায়যোগ্য ছয় মাস অতিক্রান্তে, অগ্রিম আয় কর এবং জামিন /মার্জিন মানি ঋণের জন্য, জামিন এবং অন্যান্য অঙ্গীকার)	৪,৮২,৩৭,৩০০ টাকা	৪৮,২৩,৭৩০ টাকা	৫,০০০ টাকা

সংশ্লিষ্ট **https://nesl.co.in/auction-notices-under-ibc/** প্রাপ্তব্য উল্লেখ্য ই-নিলাম / বিক্রয় নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে বিক্রয় সাপেক্ষে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি এবং সংশ্লিষ্ট ইমেল আইডিতে **cirp.akpower@gmail.com** প্রশ্ন পাঠানোর মাধ্যমে জানতে পারেন। ই-নিলাম বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে যোগাযোগ করুন : লিকুইডেটর বা টিম সদস্য, ০৩৩-৭৯৬১১০২৭ নম্বরে।

স্বা/-
সিএ প্রতীম বয়াল

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০.১২.২০২৩ লিকুইটেডর - এ কে পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত)
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং : **IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-2019/12385**
নথিভুক্ত ঠিকানা : ১৮/১ তারাপুকুর মেন রোড, ঘোষ পাড়া আগরপাড়া-কলকাতা ৭০০১০৯
নথিভুক্ত ইমেল আইডি : **pratimbayal@gmail.com**
যোগাযোগের ঠিকানা : সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক সিটি কলকাতা, ৭০০০৯১
এএফএ বৈধ ০৪.১২.২০২৪ পর্যন্ত

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — এলাহাবাদ ALLAHABAD

কৃষ্ণনাথ রোড ব্রাঞ্চ
৩৫/৩৬, কৃষ্ণনাথ রোড, বহরমপুর
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১
পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় : মূল বিক্রয় দলিল উল্লেখ্য নং ৫২০৩, তারিখ ০১.০৮.২০০৩ রেজিস্ট্রিকৃত-এডিএসআর-সদর, সুশীল কুমার দে, তাপস কুমার দে এবং প্রভাস কুমার দে এর নামে এবং দলিল নং ৩৪৩৭,তারিখ ১৭.০৭.২০০৪ রেজিস্ট্রিকৃত-এডিএসআর-সদর, সুশীল কুমার দে এবং তাপস কুমার দে এর নামে হারিয়ে গিয়েছে।

উক্ত দুই মূল বিক্রয় দলিল উল্লেখ্য নং ৫২০৩, তারিখ ০১.০৮০২০০৩ রেজিস্ট্রিকৃত-এডিএসআর-সদর, **সুশীল কুমার দে, তাপস কুমার দে এবং প্রভাস কুমার দে** এর নামে এবং **দলিল নং ৩৪৩৭, তারিখ ১৭.০৭.২০০৪** রেজিস্ট্রিকৃত-এডিএসআর-সদর, **সুশীল কুমার দে এবং তাপস কুমার দে** এর নামে হারিয়ে গিয়েছে। আরও অবগত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে **জিডি এন্ট্রি নং ২৭৬৭, ২৮.১২.২০২৩ তারিখে বহরমপুর থানায়** দাখিল করা হয়েছে।

শ্রী মৃত্যুঞ্জয় কুমার শ্রীবাস্তব, সিনি. ম্যানেজার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনাথ রোড শাখা

SALE NOTICE UNDER THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016
M/s. JANPRAGTI COMMODITIES PRIVATE LIMITED (In Liquidation)
Liquidator's Address: 8, N. N. Mukherjee 3rd Lane, Uttarpara, Hooghly-712258, West Bengal

The following Assets and Properties of M/s. JANPRAGTI COMMODITIES PRIVATE LIMITED (In Liquidation) having CIN No. U51109WB1995PTC068406 forming part of Liquidation Estate are for sale by the Liquidator through e-auction on "AS IS WHERE IS," "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" as per details mentioned in the table below:

Asset Description	Manners of Sale	Inspection Date	Date and Time of Auction	Reserve price Rs. In Lacs	EMD Amount & Documents submission dead line (Rs. In Lacs)
Non-Current Investments:	Standalone Basis	Before 20th January, 2023	24th January, 2024 (10.30 am to 4.30 pm) with unlimited extension of 5 minutes each		
I. Samarpan Viniyog Private Limited				4.63	0.463
II. Satabdi Investment Consultant Private Limited				4.01	0.401
III. Manimaya Holding Private Limited				50.94	5.094
					On or before 22nd January, 2024

1. Interested applicants may refer to the COMPLETE E- AUCTION PROCESS INFORMATION DOCUMENT containing details of terms and conditions of online E-Auction, E-Auction Bid form, Eligibility Criteria, Declaration by Bidders, EMD requirement etc., available at Linkstar Infosys Pvt. Ltd.'s website: **https://www.eauctions.co.in** or through E Mail: **admin@eauctions.co.in**.
2. The Liquidator has right to accept or cancel or extend or modify, etc. any terms and conditions of E-Auction at any time. He has right to reject any of the bid without giving any reasons. The Liquidator can cancel E-Auction at any time without giving any reason.
3. E-Auction platform: **www.eauctions.co.in** Interested bidders are requested to visit the above-mentioned websites and submit a bid.
4. EMD should be paid by Demand Draft only.

Sd/-
Sudipta Ghosh, Liquidator
IBBI Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P00484/2017-18/10872
admin@eauctions.co.in (Process and Specific)
Cell No: 9230823033 / 7003384289

Date : 30.12.2023
Place : Kolkata

আলফ্রেড হার্বার্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

রেজি অফিস : ১৩/৩ স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল : kolkata@alfredherbert.com
ওয়েবসাইট : www.alfredherbert.co.in
CIN : L74999WB1919PLC003516

পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং তথ্যাদির নোটিশ

সংশ্লিষ্ট ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১১০ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রলসের রুল ২২ এবং ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার অনুযায়ী ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখের নোটিশে উল্লিখিত বিশেষ প্রস্তাব অধীনে শ্রী আশিস পোদ্দারকে কোম্পানির অতিরিক্ত নির্দেশক (ইনডিপেন্ডেন্ট নন-এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর) নিয়োগের প্রস্তাব বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ('রিমোট ই-ভোটিং') পদ্ধতিতে পোস্টাল ব্যালট মাধ্যমে অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সদস্যগণকে অবগত করা হচ্ছে, পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রেরণ সম্পাদন সম্পূর্ণ হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট নোটিশ কর্পোরেট কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.alfredherbert.co.in এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evotingindia.com, বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com, যেখানে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে, থেকে পাওয়া যাবে।

সংশ্লিষ্ট আবশ্যক বিধি নিয়ম অধীনে সদস্যগণকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কেবল রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে প্রস্তাবের বিষয়ে ভোট প্রদান করতে, যা শুরু হবে ১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ সকাল ৯টায় এবং সমাপ্ত হবে ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে বিকেল ৫টায়, পরবর্তীতে সিডিএসএল কর্তৃক প্রক্রিয়া বন্ধ করা হবে। যে সকল সদস্যের নাম কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিজ কর্তৃক সুবিধাভোগী অধিকারীগণের রেজিস্টারে নথিভুক্ত থাকে কাট অফ তারিখ : অর্থাৎ ২২ ডিসেম্বর ২০২৩ অনুযায়ী, তারাই কেবল ভোট প্রদানের অধিকারী।

যে সকল সদস্য তাদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরিজের নিকট নথিভুক্ত করেননি এবং পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং/বা রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে চান তারা kolkata@alfredherbert.com মাধ্যমে তাদের নাম এবং ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি/ফোলিও নম্বর সহ ই-মেল মাধ্যমে তাদের ই-মেল ঠিকানা উল্লেখ করে পাঠাতে পারেন। কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে সদস্যগণ ফ্রিকোয়েন্টলি আসকড কোশ্চেনস, শেয়ারহোল্ডারদের জন্য উল্লেখ করতে পারেন এবং শেয়ারহোল্ডারগণের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়েল যা সিডিএসএল-ই-ভোটিং ওয়েবসাইট এর ডাউনলোড সেকশন থেকে প্রাপ্তব্য।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের ফলাফল বৃহস্পতিবার ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ বিকেল ৫ টায় ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল এবং স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন অব্যবহিতভাবে পাওয়া যাবে কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট- 'ইনভেস্টর রিলেশনস' এবং সিডিএসএল ই-ভোটিং ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট ফলাফল কোম্পানি কর্তৃক বিএসই তেও পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

আলফ্রেড হার্বার্ট (ইন্ডিয়া) লি এর পক্ষে
স্বা/-
শোভনা শেঠী
চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩

IDBI BANK — আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট

৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন নং - ০৩৩-৬৬৫৫৭৭৬৬/৭৫৫
ওয়েবসাইট : **www.idbibank.in, CIN : L65190MH2004GOI148838**

[পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (২০০২-৫৪) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে** নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেনে **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নম্বর	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	ক) ঋণগ্রহীতা : **সুমিত কুমার দাস** খ) **ঋণ অ্যাকাউন্ট নং : ০০১২৬৭৫১০০০২৬৬৮২**	**১. ০২.০৯.২০২৩ ২. ২৮.১২.২০২৩ ৩. ২,৭০,০০০.৭২ টাকা (দুই লাখ সত্তর হাজার বাহাত্তর পয়সা)** ০৯.০৫.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ডাঙ্গা জমি পরিমাণ ২ কাঠা ৩ ছটাক ৩৫ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা- চৌহাটি গ্রাম, খতিয়ান নং ২৪২, ৫৭৪, এলআর খতিয়ান নং ৭০৬/১ বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ১৮৩৪, এলআর এবং আরএস দাগ নং ৭৯৪, এলওপি নং ৫, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সোনারপুর, জেএল নং ৭৬, তৌজি নং ৭০, ৭১, হোল্ডিং নং ৪৬, , ঘোষপাড়া, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৪ (২২) অধীনে, চৌহদ্দি : উত্তরে : এলপি নং ৬, দক্ষিণে : এলপি নং ৪, পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : সিএস দাগ নং ৭৯২ সমন্বিত।
২.	ক) ঋণগ্রহীতা : **শ্রী চিন্ময় পাল** সহ-ঋণগ্রহীতা : **শ্রীমতি নিভা পাল** খ) **ঋণ অ্যাকাউন্ট নং :- ০০৬০৬৭৫১০০০৮১৩৪২ ০০৬০৬৭৫১০০০৮১৩৫১**	**১. ০৮.০৯.২০২৩ ২. ২৭.১২.২০২৩ ৩. ৩২,০৩,৩৪০.১৬ টাকা (বত্রিশ লাখ তিন হাজার তিনশ চল্লিশ টাকা এবং ষোলো পয়সা)** ১০.০৩.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দুই স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট ১) নং - ডি১, অবস্থিত ৪র্থতলে (উত্তর পূর্ব দিকে), সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬২৫ বর্গফুট কমবেশি এবং ২) নং - ডি২, অবস্থিত ৪র্থ তলে, (উত্তর পশ্চিম দিকে), সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৪৫ বর্গফুট কমবেশি জি-৪ তলা "সুশীল ভবন" ভবনে উভয় ফ্ল্যাটে ২ (দুই) বেড রুম, ১ (এক) ডাইনিং, ১ (এক) কিচেন, ১ (এক) টয়লেট এবং বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত মৌজা- পানশিলা, পরিমাণ আনুমানিক ৪ কাঠা, জেএল নং ৬, এলওপি নং ২২, সিএস দাগ নং ২০০ (অংশ) , ২৮৩ (অংশ), আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫৫২, এলআর খতিয়ান নং ১১২৫, ১৩১৬, হোল্ডিং নং ২৮, পানশিলা গভ.কলোনি, ওয়ার্ড নং ১৯, পানিহাটি পুরসভা অধীন, থানা- খড়দা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১১২, চৌহদ্দি : উত্তরে : এলওপি নং ৯ রাজ কুমার চক্রবর্তীর সম্পত্তি, দক্ষিণে : ১৪ ফুট চওড়া পানশিলা গভ. কলোনি রোড, পূর্বে : এলওপি নং ২১ উপেন্দ্র নাথ মজুমদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : এলওপি ঊষা রানি দত্তর সম্পত্তি সমন্বিত।

তারিখ : ৩০.১২.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

SBI — এসবিআই আরএসিপিসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০)

৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল ৯কে, জি টি রোড, উত্তরপাড়া
হুগলি, পিন - ৭১২২৩৩, ইমেল : **sbi.64100@sbi.co.in**

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, উত্তরপাড়া শাখার** অনুমোদিত অফিসার ২০০২ (২০০২-নং ৩) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারীর প্রতি ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারীর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
ঋণগ্রহীতা : শ্রী রামানন্দ সিং পিতা শ্রী রঘুবীর সিং **এবং শ্রী শশী কান্ত সিং** পিতা শ্রী রামানন্দ সিং উভয়ের ঠিকানা ৬৩ রাধা বাজার স্ট্রিট, পো. কলকাতা জি.পি.ও., কলকাতা ৭০০০০১ এবং ফ্ল্যাট নং জি-১, ১ম তল, নং ১ তারাচাঁদ পল্লে লেন, থানা - শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০১ লোন এ/সি নং **৩৫৫১৫১৯৭১৬৩ (এইচবিএল) শাখা : বালি হাওড়া**	<u>জমি এবং ভবনের বিবরণ</u> : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ চারতলা (জি-৪) নব নির্মিত ভবন এভং জমির পরিমাণ ০৬ (ছয়) কাঠা ০৭ (সাত) ছটাক (৫ কাঠা ৯ ছটাক বাস্তু জমি এবং নিজস্ব যাতায়াতের পথ ১৪ ছটাক সহ) কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ হাওড়া পুরসভা অংশত প্রেমিসেস নং ১, তারাচাঁদ পল্লে লেন, থানা-শিবপুর, জেলা-হাওড়া, পিন- ৭১১১০৪, ওয়ার্ড নং ২৫, বরো-৪, মৌজা- শিবপুর, জেএল নং ১, এলআর দাগ নং -১৪১, ১৪৪, ১৫৩ এবং ১৫৪, এলআর খতিয়ান নং ৯৪১, হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন, জেলা-হাওড়া, অফিস অব দ্য ডিস্ট্রিক্ট এবং অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার, হাওড়া অধীন, **নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি :** উত্তরে : জয়দেব চট্টোপাধ্যায়ের সম্পত্তি, দক্ষিণে : ফনীন্দ্রনাথ মুখার্জির সম্পত্তি, পূর্বে : অহিন্দ্র নাথ মুখার্জি এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : শশধর চট্টোপাধ্যায়ের সম্পত্তি সমন্বিত। **ফ্ল্যাটের বিবরণ** : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি ফ্ল্যাট নং : জি-১, পরিমাণ এরিয়া : ৯২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৩ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ সংযুক্ত বাথরুম এবং ল্যাটরিন, ১ পৃথক ল্যাটরিন, ১ ব্যালকনি, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাটে একতলায় উত্তর পশ্চিম দিকে সংশ্লিষ্ট কমপ্লেক্স অধীন ভবনে পুর হোল্ডিং নং ১, তারাচাঁদ পল্লে লেন, শিবপুর থানা অধীন, জেলা-হাওড়া, ওয়ার্ড নং ২৫, হাওড়া পৌর সংস্থা, এবং উক্ত জমির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ। **নিম্নোক্ত মতে ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি :** উত্তরে : সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং জি-৪, পূর্বে : ফ্ল্যাট নং জি-২, পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ। **সম্পত্তি শ্রী রামানন্দ সিং এবং শ্রী শশীকান্ত সিং এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং : ৫০২০০৩৩৮-২০১৬ সালের,** পৃষ্ঠা ১৩৪২৩ থেকে ১৩৪৫৯। নথিভুক্ত বুক নং ১, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব -রেজিস্ট্রার অফিস- এডিএসআর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	**ক) ২৮.১২.২০২৩ খ) ১৬.১০.২০২৩ গ) ২৩,৮০,৮৯৬.০০ টাকা (তেইশ লাখ আশি হাজার আটশ ছিয়ানব্বই টাকা)** ১৬.১০.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় এবং মূল্য সহ

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতাগণকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২৮.১২.২০২৩
স্থান - উত্তরপাড়া

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, আরএসিপিসি উত্তরপাড়া

পঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার, সার্কেল অফিস- কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ই-মেইল : cs8267@pnb.co.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করা যাচ্ছে যে তফসিলে উল্লিখিত সম্পত্তি ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রেখেছিলেন **শ্রীমতী রানু পারাই** বাসস্থান ৪৯/১, আমবাগান কলোনি, বরানগর (এম), পোস্ট- বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৯০, পশ্চিমবঙ্গ যা **শ্রীমতী রানু পারাই,** স্বামী- মহাদেব পারাই এবং **শ্রী মহাদেব পারাই,** পিতা- সুধীর পারাই (অতঃপর **"উক্ত ঋণগ্রহীতা"** হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) বাসস্থান- আমবাগান কলোনি বরানগর (এম), পোস্ট- বরানগর, কলকাতা-৭০০ ০৯০, পশ্চিমবঙ্গ এর ক্রেডিট সুবিধা মঞ্জুর করার জন্য, **শ্রীমতী রানু পারাই (জামিনদার),** এছাড়াও ৬২/১, রাজাপুর পূর্ব, পোস্ট- সন্তোষপুর, থানা- সার্ভে পার্ক, ওয়ার্ড নং ১০৩, কলকাতা - ৭০০ ০৭৫।

উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার ঋণের পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ব্যাঙ্ক সারফেইসি আইন, ২০০২-এর অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) অনুযায়ী দখল নেয়। উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি খালি পড়ে আছে এবং পরিত্যক্ত এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই, যদি উল্লিখিত সম্পত্তির উপর ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদার সহ কোন সংস্থার কোন দাবি থাকে, তাহলে এই নোটিশের ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করতে পারে, এতে ব্যর্থ হলে, নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ করেই ব্যাংক উক্ত সম্পত্তির প্রকৃত দখল নেবে আরও কোনো নোটিশ না দিয়ে।

সম্পত্তির তফসিল

কমবেশি ১ কাঠা, ১২ ছটাক, ১৩ বর্গফুট পরিমাপের জমির প্লটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেইসঙ্গে জি+২ তলা বিল্ডিং যার পরিমাপ কমবেশি ২২৬৫ বর্গফুট (প্রতিটি তলা ৭৫৫ বর্গফুট) যার অবস্থান ৬২/১, রাজাপুর পূর্ব, পোস্ট- সন্তোষপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৭৫, ওয়ার্ড নং ১০৩, রাজাপুর মৌজার অধীনে, অ্যাসেসি নং- ৩১-১০৩-৩৭- ৫৩৩০-৯, , পরগনা - খাসপুর, জেএল নং ২৩, আরএস নং ১৪, তৌজি নং ১০৯, আরএস দাগ নং ৮৪৩, খতিয়ান নং ৪০৮, থানা- পূর্ব যাদবপুরের অধীনে, এখন সার্ভে পার্ক। **শ্রীমতী রানু পারাইয়ের মালিকানাধীন সম্পত্তি,** স্বামী-শ্রী মহাদেব পারাই ডিড অফ কনভেয়েন্স ১-৩১৯১/১৮ অনুযায়ী।

চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক
সস্ত্র - কলকাতা সাউথ সার্কেল

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI — Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

পরিশিষ্ট F

পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১০.১০.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স বিশ্বাস অ্যান্ড সন্স, স্বত্বাধিকারী শ্রী পিন্টু বিশ্বাস** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৭,১১,৫৫৮.২৭ টাকা (সাতাশ লাখ এগার হাজার পাঁচশ আটান্ন টাকা এবং সাতাশ পয়সা) ১০.১০.২০২৩ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২৮ ডিসেম্বর ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেনে **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, চাকদহ মিউনিসিপ্যালিটি শাখার** নিকট বকেয়া **২৭,১১,৫৫৮.২৭ টাকা (সাতাশ লাখ এগার হাজার পাঁচশ আটান্ন টাকা এবং সাতাশ পয়সা) ১০.১০.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ।**

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

<u>স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ</u>

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন শ্রী পিন্টু বিশ্বাসের নামে, মৌজা- কাঁঠালপুলি, জেএল নং ২২, দাগ নং আরএস এবং এলআর ৫৮১, খতিয়ান নং আরএস -৭৬৬, ৫৮৪, এলআর-১৯৪৪, হোল্ডিং নং ৭০৮, ওয়ার্ড নং ১২, চাকদহ পুরসভা অধীন, থানা এবং ব্লক : চাকদহ, জেলা-নদিয়া, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সাধারণ চলার পথ এবং উজ্জ্বল সরকার এবং অন্যান্যর জমি, **দক্ষিণে :** মালতি মন্ডলের ভবন (সীমা পাঁচিল), **পূর্বে :** কার্তিক বিশ্বাসের ভবন (দাগ নং ৫৭৯), **পশ্চিমে :** ৬ ফুট চওড়া কংক্রিট সড়ক।

তারিখ : ২৮.১২.২০২৩ **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : চাকদহ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড

CIN: L65993WB1989PLC047002
রেজিস্টার্ড অফিস- আজিমগঞ্জ হাউস, ৩য় তল, ৭ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি
(পূর্বতন ক্যাম্যাক স্ট্রিট), কলকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন- (০৩৩) ২২৮২ ৯৩৩০, ফ্যাক্স- (০৩৩) ২২৮২ ৯৩৩৫
ইমেইল: investors@sastasundar.com • ওয়েবসাইট: www.sastasundarventures.com

<u>সদস্যদের জন্য পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি</u>

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট , ২০১৩ (''দ্য অ্যাক্ট'') -এর সেকশন ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, এর সাথে পঠিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (''দ্য রুলস'')-এর রুল ২০ এবং ২২ -এর বিধান এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি করা সার্কুলার নং ১৪/২০২০, তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১৭/২০২০,তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ২০/২০২০,তারিখ ৫ মে ২০২০, সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ এবং তারপর সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, সার্কুলার নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১ এবং সার্কুলার নং ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, সার্কুলার নং ২/২০২২ এবং ৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, সার্কুলার নং ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং সার্কুলার নং ৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং সময়ে সময়ে জারি করা অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক সার্কুলার (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস,২০১৫ ('লিস্টিং রেগুলেশনস'), সাধারণ সভা (এসএস-২) -তে দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা আপাতত বলবৎ এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত এর পুনঃ আইন (গুলি) সহ) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন এবং প্রবিধান, যদি থাকে, তা অনুসারে রিমোট ইলেক্ট্রনিক ভোটিংয়ের (''ই-ভোটিং'') মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত রেজোলিউশনের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেডের (''দ্য কোম্পানি'') শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতি চাওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি পোস্টাল ব্যালট নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ শুক্রবার কোম্পানির সকল সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছে, যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা রেজিস্ট্রার বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে নিবন্ধিত করেছেন **শুক্রবার, ২২ ডিসেম্বর, ২০২৩ অর্থাৎ কাট-অফ তারিখ** অনুযায়ী। পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sastasundarventures.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com ওয়েবসাইটে এবং লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইট (''লিঙ্ক ইনটাইম'') https//instavote.linkintime.co.in -তে ও পাওয়া যাবে।

এমসিএ সার্কুলারগুলির বিধান অনুসারে, শেয়ারহোল্ডাররা শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন, পোস্টাল ব্যালট নোটিসের ফিজিক্যাল কপি এবং প্রি-পেইড বিজনেজ রিপ্লাই খাম এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হচ্ছে না। যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের নাম শুক্রবার, ২২ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত সদস্যদের রেজিস্টারে/ বেনিফিসিয়াল ওনার তালিকায় উপস্থিত আছে তারা ই-ভোটিং ভোটাধিকারের জন্য বিবেচিত হবে এবং একজন সদস্য/ বেনিফিসিয়াল ওনার (ইলেক্ট্রনিক শেয়ারহোল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে) কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তার (পুং/স্ত্রী)/ এর শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে হবে।

শেয়ারহোল্ডারদের জানার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যে ই-ভোটিং শুরু হবে সকাল ৯:০০টা (আইএসটি) সোমবার, ১ জানুয়ারী, ২০২৪ -এ এবং শেষ হবে বিকাল ৫:০০টা (আইএসটি), মঙ্গলবার ৩০ জানুয়ারি, ২০২৪ -এ। বিবেচিত হওয়ার জন্য যোগ্য হতে এই সময়ের মধ্যে ভোট দিতে ইচ্ছুক সদস্যদের তাদের ভোট দিতে হবে। ইলেকট্রনিক্স মাধ্যমে ই-ভোটিং ৩০ জানুয়ারি, ২০২৪ বিকাল ৫:০০ টার পর অনুমোদিত হবে না।

যে সদস্যরা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ারের ক্ষেত্রে তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) মাধ্যমে তাদের ডিপোজিটরির সাথে এবং ফিজিক্যাল আকারে ধারণ করা শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট -এর কাছে লিখিতভাবে এটা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার নির্দেশাবলী, যে পদ্ধতিতে সদস্যরা যারা ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণ করছেন বা যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন তা পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ শ্রী রাজ কুমার বান্থিয়া, কোম্পানি সেক্রেটারি ইন প্র্যাকটিস (সদস্য নং এসিএস ১৭১৯০ এবং সিপি নং ১৮৪২৮) মেসার্স এমকেবি এন্ড অ্যাসোসিয়েটস, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিজ -কে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতিতে ভোট প্রদান প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনিজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

স্ক্রুটিনাইজার তাঁর রিপোর্ট কোম্পানির চেয়ারম্যানের কাছে জমা দেবেন। রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার দুই কার্যদিবসের মধ্যে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ বা তার আগে) ফলাফল ঘোষণা করা হবে। এবং বিএসই লিমিটেড (''বিএসই''), এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (''এনএসই''), রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত হবে।

শেয়ারহোল্ডারদের ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, অনুগ্রহ করে https://instavote.linkintime.co.in -এ সহায়তা বিভাগের অধীনে উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (''এফএকিউএস'') ও ইনস্টাভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল উপলব্ধ https://instavote.linkintime.co.in -তে, সহায়তা বিভাগের অধীনে বা enotices@linkintime.co.in -তে একটি ইমেল লিখুন বা ফোন নং ০২২ -৪৯১৮৬০০০ -এ কল করুন।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেডের পক্ষে
প্রতাপ সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্য নং - এসিএস ২৪০৮১

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯/১২/২০২৩

রেললাইনের ধার থেকে মা ও নাবালিকা মেয়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ইংরেজবাজার শহরের মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন রেললাইনের ধার থেকে মা ও নাবালিকা মেয়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করল রেল পুলিশ। শুক্রবার সকালে এমন ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। পরে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ হাতে তুলে দেয় রেল পুলিশের কর্তারা। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো ব্যবস্থা করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম চুমকি গুপ্ত (২৭)। মৃত নাবালিকা শিশু কন্যার বয়স তিন বছর। মৃতদেহটি শনাক্ত করেছে তার পরিবারের লোকেরা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত চুমকিদেবীর বাড়ি ইংরেজবাজার শহরের বাঁশবাড়ি এলাকায়। মৃতদেহের পাশ থেকে একটি সুসাইড নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদিকে মৃত গৃহবধূর পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, চুমকি ও তার কোলের সন্তানকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই খুন করে রেললাইনের ধারে ফেলে দিয়েছে। মৃত গৃহবধূর এক দাদা চিরঞ্জিত গুপ্ত জানিয়েছেন, বোনের অনেকদিন আগেই বিয়ে হয়েছে। জামাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তবে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা চুমকিকে তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দিত না। মাঝেমধ্যেই পরিবারে অশান্তি লেগে থাকতো। এমনকী বিয়েতে যৌতুক হিসেবে দেওয়া জিনিসপত্র ফিরিয়ে দিয়েছিল শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। সেই থেকেই সন্দেহ যে শ্বশুর বাড়ির লোকেরাই হয় হয়তো খুন করে থাকতে পারে।

সুসাইড নোট খতিয়ে দেখে পুলিশ জানতে পেরেছে, পারিবারিক অশান্তির কারণেই কোলের সন্তানকে নিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন এই গৃহবধূ। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই আত্মহত্যা না খুন সে ব্যাপারে পরিষ্কার করে জানাতে পারবেন বলেও জানিয়েছেন তদন্তকারী পুলিশকর্তারা।

মহিলা তৃণমূলের সংঘবদ্ধ শপথে বন্ধ স্কুল, বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: স্কুলে বাৎসরিক পরীক্ষা হয়ে যাওয়ায় ক্লাস বন্ধ হয়েছে। কিন্তু চলছিল ভর্তি ও সরকারি বই দেওয়ার প্রক্রিয়া। কিন্তু স্কুলে আয়োজিত হয়েছে মহিলা তৃণমূলের সংঘবদ্ধ শপথ অনুষ্ঠান। দাবি, স্কুল বন্ধ থাকল। স্কুলে এসেও ফিরে গেল কিছু পড়ুয়া। স্কুলমুখো হতে দেখা গেল না শিক্ষকদেরও। বাঁকুড়া শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে থাকা বঙ্গ বিদ্যালয়ের এমন ঘটনায় শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক।

বাঁকুড়া শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বঙ্গ বিদ্যালয়। বারেবারেই এই বিদ্যালয় জড়িয়েছে বিতর্কে। এবার স্কুল বন্ধ রেখে শাসকদলের অনুষ্ঠান করা নিয়ে বিতর্কে জড়াল এই স্কুল। জানা গিয়েছে, এদিন বঙ্গ বিদ্যালয়ে মহিলা তৃণমূলের উদ্যোগে আয়োজিত হয় সংঘবদ্ধ শপথ নামের একটি কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য মহিলা এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন। স্কুলের সভাঘরে আয়োজিত মহিলা তৃণমূলের এই কর্মসূচির জন্য স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এদিন স্কুলে ভর্তি ও নতুন বই নিতে এসেও বেশ কয়েকজন পড়ুয়াকে ফিরে যেতে হয় বলে অভিযোগ। স্কুলের কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকা এমনকি প্রধান শিক্ষকও স্কুলের ধারপাশ দিয়ে যাননি বলে দাবি। কী কারণে স্কুল এভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু জানাতে পারেননি স্কুলে আসা নিরাপত্তারক্ষীরাও। যেখানে জেলার সমস্ত স্কুল এদিন খোলা ছিল সেখানে কেন বন্ধ বঙ্গ বিদ্যালয় তা নিয়ে কিছু জানাতে পারেনি শিক্ষা দপ্তরও। জেলা স্কুল পরিদর্শক স্কুল বন্ধের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

মহিলা তৃণমূলের কর্মসূচির জন্যই বিনা নোটিশে বঙ্গ বিদ্যালয় স্কুল বন্ধ রাখার অভিযোগ এনে ঘটনার কড়া নিন্দা করেছে বিজেপি। তৃণমূলের দাবি স্কুল বন্ধ রয়েছে। তাই স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। একই দাবি করেছেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও।

আচমকা পরিদর্শন

হাসপাতালের গাফিলতিতে আবর্জনা পরিষ্কার না হওয়ার দাবি সভাধিপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শুক্রবার সকালে বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করে হাসপাতালের গাফিলতিতে নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার হয়নি বলে দাবি করলেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনুসূয়া রায়। আচমকা হাসপাতালে পরিদর্শনে গিয়ে হাসপাতাল চত্বরের নোংরা আবর্জনা চোখে পড়ল সভাধিপতির। এই পরিবেশে চিকিৎসা করাতে এলে রোগ সারবে কী করে বিএমওএইচকে প্রশ্ন করলেন সভাধিপতি।

কাউকে না জানিয়ে আচমকা শুক্রবার সকালে বাঁকুড়ার কৃষ্ণনগর গ্রামে অবস্থিত ওন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঢুকে পড়েন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনুসূয়া রায়। সারপ্রাইজ ভিজিটে গিয়ে হাসপাতালে নোংরা আবর্জনার পরিবেশের দাবিতে ক্ষুব্ধ হন সভাধিপতি। ব্লকের বিএমওএইচকে সামনে পেয়ে নোংরা আবর্জনা কেন পরিষ্কার হয়নি বলে প্রশ্ন করেন সভাধিপতি। এই পরিবেশ থাকলে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা মানুষজন আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সভাধিপতি।

সভাধিপতিকে হাসপাতাল চত্বরে পেয়ে নানান সমস্যার কথা তুলে ধরেন স্থানীয় মানুষ থেকে রোগীর আত্মীয়রা। এদিন হাসপাতাল চত্বরে ইন্ডোর আউটডোর বিভাগ ঘুরে রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলে হাসপাতালের নানান সমস্যার কথা শোনেন সভাধিপতি। হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স ও কর্মীদের ব্যবহার কেমন তার খবর নেন তিনি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে এই নোংরা আবর্জনা হয়ে রয়েছে বলে দাবি করেন সভাধিপতি। হাসপাতালের নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার হয়েছে কিনা তা আবার খোঁজ নিতে আসবেন বলেও জানান তিনি।

বিএমওএইচকে এলাকার মানুষ স্বার্থে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা ও হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার রাখার পরামর্শ দেন। হাসপাতালের পরিকাঠামোর বিষয় খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। হাসপাতাল আবর্জনা হয়ে আছে একথা স্বীকার করেন বিএমওএইচ। তবে তিনি নতুন এসেছেন বলে নিজের দায় এড়িয়েছেন।

একাধিক দাবিতে পঞ্চায়েতের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বিজেপির কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: একগুচ্ছ দাবি নিয়ে শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েত ঘেরাও করে পঞ্চায়েতের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বেহাল পানাগড়ের অফিসপাড়া থেকে মাধবমাঠ পর্যন্ত নিকাশিনালা, বিভিন্ন এলাকায় বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে রাস্তাঘাট, পাশাপাশি পানাগড় বাজার সহ আশপাশের এলাকার যে সমস্ত হাইমাস লাইট লাগানো হয়েছিল, সেই লাইট জ্বালাতে হবে। বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচিতে এদিন যোগ দেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা, গলসি ৬ নম্বর মন্ডলের বিজেপির মণ্ডল সভাপতি পরিতোষ বিশ্বাস, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যরা, বিজেপি নেতা পঙ্কজ জয়সওয়াল সহ অন্যান্যরা।

গলসি ৬ নম্বর মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতি পরিতোষ বিশ্বাসের দাবি, গত পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার পর কাঁকসা পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করে তৃণমূল। তারপর থেকে এলাকায় কোনও উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ। একাধিক রাস্তাঘাট বেহাল, বেহাল হয়ে রয়েছে এলাকার একাধিক নিকাশিনালা। বিশেষ করে কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে যে ১০ জন বিজেপি প্রার্থী জয়ী হয়েছেন, সেই সমস্ত এলাকায় উন্নয়নের কোনও কাজ হয় না বলে তাঁর দাবি। এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও একগুচ্ছ দাবি নিয়ে তাঁরা বিক্ষোভে বসেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চলা বিজেপির বিক্ষোভের জেরে পঞ্চায়েত অফিসে সাধারণ মানুষদের ঢুকতে সমস্যা হলে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের উঠিয়ে দেয়। অন্যদিকে এদিন গ্রাম পঞ্চয়েতে পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধান উপস্থিত না থাকার কারণে তাঁদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মেয়ের ঝুলন্ত দেহ দেখে শিরা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা মায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: শুক্রবার সকালে মেয়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। আর মেয়ের ঝুলন্ত দেহ দেখে মা-ও নিজেকে শেষ করে দিতে যান। ব্লেড নিয়ে হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে দাবি। কোন্নগর ক্রাইপার রোডের এই ঘটনায় সকাল থেকে পাড়ায় হইচই পড়ে যায়। মৃত তরুণীর নাম বিপাশা মুখোপাধ্যায়। আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় নামে তরুণীর মা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকার অরণি অ্যাপার্টমেন্টে সাত বছর আগে ফ্ল্যাট কেনেন মুখোপাধ্যায় পরিবার। বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র মেয়ে বিপাশা। ৩৫ বছর বয়স। বুদ্ধদেববাবুর শরীর খুবই খারাপ। বিছানা নিয়েছেন তিনি। স্থানীয়রা জানান, এ নিয়ে মানসিক অবসাদ কাজ করছিল হয়তো পরিবারের। তা থেকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। স্থানীয় বাসিন্দা দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের দাবি, 'তিনজনের পরিবারে ছিলেন মা, বাবা, মেয়ে। কারও সঙ্গে খুব একটা মেলামেশা করতেন না। নিজেদের মতোই থাকতেন। বাবা খুবই অসুস্থ হন কয়েকদিন আগে। তা নিয়ে খুব ছোটাছুটিও করেন। হঠাৎ শুক্রবার সকালে সুইপার এসে জানান পাশের ঘরে সুইসাইড করেছে। গিয়ে দেখি মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে। কাকিমার হাতে শিরা কাটা। মেয়ের কষ্টেই কিছু একটা করতে যাচ্ছিলেন। ফ্ল্যাটেই একজন চিকিৎসক থাকেন। তিনি এসে প্রাথমিক চিকিৎসা করে দেন। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।' প্রতিবেশীরাই এদিন কৃষ্ণাদেবীকে হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোন্নগর ফাঁড়ির পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় তারা।

বাইকে এগরোল খেতে বেরিয়ে মৃত্যু দুই বন্ধুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডুয়া: এগরোল খেতে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না দুই বন্ধুর। শোকে পাথর গোটা গ্রাম। মর্মান্তিক দুর্ঘটনা হুগলির পাণ্ডুয়ায়। মৃতরা হল সিমলাগড়ের তালবোনা কলোনির বাসিন্দা সুরেশ রায় (১৭) ও প্রীতম মণ্ডল (১৭)। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে বাইকে চেপে দু'জনে এগরোল খেতে যায়। তালবোনা থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে পাণ্ডুয়া বাজারে চলে যায় তারা। বাইক চালাচ্ছিল প্রীতম,আর পিছনে বসেছিল সুরেশ। কারও মাথাতেই ছিল না হেলমেট। পাণ্ডুয়ায় যাওয়ার পর তারা এগরোল কিনেও খায়। তারপরই বাড়ি ফেরার জন্য সিমলাগড়ের পথ ধরে। কিন্তু, পথেই যে তাঁদের জন্য বড় বিপদ অপেক্ষা করছে কে ভেবেছিল! স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, তিন্না ষষ্ঠী পুকুরের কাছে জিটি রোডে একটি স্করপিও গাড়ি বাইকটিকে ধাক্কা মেরে চলে যায়। গাড়িটি পাণ্ডুয়ার দিকে যাচ্ছিল। তবে সেটির এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। রক্তাক্ত অবস্থায় সুরেশ ও প্রীতমকে উদ্ধার করে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। কিন্তু, শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত দুই ছাত্রই একাদশ শ্রেণিতে পড়ছিল। সুরেশের বাবা ববি রায় গাড়ি চালিয়ে সংসার চালান। অন্যদিকে প্রীতমের বাবা নিরঞ্জন মণ্ডল ট্রেনে হকারি করেন বলে জানা গিয়েছে। সকলের দাবি, ঘাতক গাড়ি চালকের শাস্তি চাই। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ।

সিএএ বিলের প্রতিবাদ জানিয়ে প্রেসমিট আরামবাগ তৃণমূল নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ২০২৪ সালের আগে সিএএ বা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর হবে, এমন দাবি শোনা যাচ্ছে বিজেপি নেতাদের মুখে। সিএএ বা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করার প্রতিবাদে শুক্রবার আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী প্রধান ও উপপ্রধানদের সঙ্গে নিয়ে প্রেস মিট করেন। আরামবাগ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে এই প্রেসমিট হয়।

লোকসভার নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই জোরাল হচ্ছে সিএএ নিয়ে রাজনীতি। এদিন প্রেসমিটে তৃণমূল নেতা স্বপন নন্দী বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শা বলে গেছেন সিএএ কার্যকর করা হবে। এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এদের ভোটেই ওনারা দেশের মন্ত্রী হয়েছে। কারা সিএএ আওতায় পড়বে। যাদের পিতৃ- পুরুষের জায়গার দলিল নেই তারা কি করবেন। তাদের কি ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে। গরিব মানুষগুলো কি করবে। আমরা তৃণমূল কংগ্রেস ওই সব অসহায় মানুষের পাশে আছি। সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে স্বপনবাবু আরও বলেন, সিএএ বলবৎ করার নামে যদি নাগরিকত্ব দেব বলে তাহলে আসামের ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকা লোকদের ছেড়ে দিচ্ছেন কেন। গোরু ছাগলকে যেমন রাখে তেমনি খোয়ারে রেখেছেন কেন। তাদের নাগরিকত্ব কেন দেওয়া হবে না। পাশাপাশি আরামবাগ ব্লকের প্রায় প্রতিটি পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানরা সঠিক সময়ে অফিসে না আসা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই বিষয়টা জানা ছিল না। জনপ্রতিনিধি হিসাবে তাদের বিভিন্ন মিটিংয়ে যোগ দিতে হয়। তবে এলাকার মানুষকে পরিষেবা দেওয়া তাদের কর্তব্য। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে। সবমিলিয়ে এদিন তৃণমূল নেতৃত্ব সিএএ বিলের প্রতিবাদ জানিয়ে প্রেসমিট করে আরামবাগে।

শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার সাঁওতালডিহির ভোজুডি কোল ওয়াসারিতে কাজ করতে আসার পথে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয় শুক্রবার। মৃত ওই শ্রমিকের নাম গৌরীনাথ বাউরি। এরপরই পরিবারের আত্মীয়রা সহ কারখানার কর্মীরা ও বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে ভোজুডি কোল ওয়াসারির গেটের সামনে ওই শ্রমিকের দেহ ফেলে রেখে রাত পর্যন্ত বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে এলাকার বাসিন্দা তথা পারা বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক নাদিয়ারচাঁদ বাউরি ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

আসানসোলে শুরু সপ্তম বইমেলা, উদ্বোধনে ২ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোলে শুরু হল সপ্তম পশ্চিম বর্ধমান জেলা বইমেলা। এই বইমেলার আয়োজন করেছে জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর পশ্চিম বর্ধমান জেলা। পরিচালনায় রয়েছে লোকাল লাইব্রেরি অথরিটি। এই মেলার আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন রাজ্যের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী ও রাজ্যের আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউরি, পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নাবলম, আসানসোল পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক, মেয়র পারিষদ গুরুদাস ওরফে রকেট চট্টোপাধ্যায়, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত দাস, দীপককান্ত তলাপাত্র সহ অন্যান্যারা। মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলেন, 'বই মানুষের জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমাজ যতই আধুনিক ও উন্নত হোক না কেন, বই একজন মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত জড়িয়ে আছে ও থাকবে। মোবাইল, কম্পিউটার ও ল্যাপটপ এখন মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে।' মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, 'গত বছর আসানসোলের জেলা বইমেলায় দেড় কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। যা গোটা বাংলায় একটা রেকর্ড। গ্রন্থাগার মন্ত্রী আমায় বললেন, গত বছর তিনটি জায়গার বইমেলায় ১ কোটি টাকারও বেশি বই বিক্রি হয়েছিল।' মেলা কমিটির তরফে দীপককান্ত তলাপাত্র জানান, আগামী ৩ পর্যন্ত এই বইমেলা চলবে। ১০৬টি স্টল রয়েছে এবারের বইমেলায়। বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার পাশাপাশি সরকারি দপ্তর স্টল থাকছে। এছাড়াও ফুড স্টল করা হয়েছে। প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বইমেলার মঞ্চে। সঙ্গে আয়োজন করা হয়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের।

স্নান করতে নেমে মৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: স্নান করতে নেমে নিখোঁজ হয়ে গেলেন এক যুবক। নিখোঁজ যুবকের নাম রাজীব দত্ত। বাড়ি গোঘাটের সেলালপুর এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের বলরামপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজীব রঙ মিস্ত্রির কাজ করেন। প্রতিদিনের মতো তিনি গোঘাট থেকে বলরামপুর এলাকায় রঙের কাজ করতে আসেন। কাজ শেষে দুপুর বেলায় পুকুরের জলে স্নান করতে নামেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে থাকা অন্যান্য মিস্ত্রিরা জল থেকে উঠলেও রাজীব পুকুর থেকে উঠে আসেননি বলে দাবি। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলেও রাজীব পুকুর থেকে ওঠেনি দেখে উদ্বিগ্ন হন তাঁর সঙ্গে থাকা অন্যান্য শ্রমিকরা। তারপর খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। প্রশাসন খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে যায় এবং যুবকের দেহ খোঁজাখুঁজির কাজ শুরু হয়। অবশেষে মৃতদেহ উদ্ধার করল প্রশাসন।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল পোস্ট এবং জেলা হুগলি
পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল : zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV-A
[দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ২৪.০১.২০২৪ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টের** মধ্যে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	মেসার্স জানা ফুড প্রোডাক্টস (ঋণগ্রহীতা) শাখা : আরামবাগ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ০.০৫ একর বা ৪.০০ শতক কমবেশি, শ্রেণি- দোকান, মৌজা- বিষ্ণুবাটী, জেএল নং ১৯, এলআর খতিয়ান নং ১২৩০, আরএস প্লট নং ৬৫০, এলআর প্লট নং ৯৪৫, সন্তোষপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন পো- ভাটা, থানা-তারকেশ্বর, জেলা- হুগলি উল্লেখ্য দলিল নং ৯৫৫-২০০৬ সালের, তারিখ ২২.০২.২০০৬ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর -হরিপাল, অসিত কুমার জানার নামে সমুদয় সম্পত্তি।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ১৬,০০,০০০ টাকা ঘ) ১,৬০,০০০ টাকা ঙ) ২০,০০০ টাকা চ) IDIB50294568951A ছ) ৭৯,০৩,৪২৭.০০ টাকা
২.	মেসার্স পুনম ইলেক্ট্রিক (ঋণগ্রহীতা) শাখা : কোন্নগর	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ২ বিএইচকে ফ্ল্যাট নং ২এ, পরিমাণ আনুমানিক ৭৫৩ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৩য়তল, উত্তর পূর্ব দিকে ৩ তলা ভবনে অবস্থিত মৌজা- কোতরং, জেএল নং ৮, আরএস দাগ নং ১৪৮৬, এলআর দাগ নং ৩৫০৯, আরএস খতিয়ান নং ১৭২১, এলআর খতিয়ান নং ৪৫০২, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভার ওয়ার্ড নং ৮ অধীন, হোল্ডিং নং ৯৬, বীরেশ্বর ব্যানার্জি স্ট্রিট, ভদ্রকালী,থানা-উত্তরপাড়া, হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর -শ্রীরামপুর, উল্লেখ্য দলিল নং ৪৬১৯ -২০১০ তারিখ ২৩.০৬.২০১০, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৭, পৃষ্ঠা ৫৪০২ থেকে ৫৪১৩, দীপ্তি রেখা মহাকুন্ডর নামে।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ১০,০০,০০০ টাকা ঘ) ১,০০,০০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30226548312 ছ) ৩৬,০৮,৫৩৬.০০ টাকা
৩.	শ্রী দেবার্য্য চ্যাটার্জি (ঋণগ্রহীতা) শাখা - রাধাগোবিন্দনগর	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ২ বিএইচকে বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৭৫ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৪র্থ তলে, ফ্ল্যাট নং ৩০২এ, 'বসন্ত বাস' ভবনে জেএল নং ১০৪, সিট নং ৮০, আরএস দাগ নং ৮৫, আরএস খতিয়ান নং ৭৪, ৭১ এবং ৭৭ হাওড়া পুরসভার হোল্ডিং নং ৯৩, ওয়ার্ড নং ৩৮ অধীন থানা-শিবপুর, শরৎ চন্দ্র চ্যাটার্জি রোড, হাওড়া, প.ব. দলিল নং ০৫০১০০৬৫০-২০১৮ সালের তারিখ ০৫.০২.২০১৮ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ২৯২৩৫ থেকে ২৯২৭৮ অনুযায়ী শ্রী দেবার্য্য চ্যাটার্জি এবং শ্রীমতি জ্যোতি চ্যাটার্জির নামে সমুদয় সম্পত্তি।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) না গ) ২০,০০,০০০ টাকা ঘ) ২,০০,০০০ টাকা ঙ) ২০,০০০ টাকা চ) IDIB50429728805 ছ) ৩০,৪৮,২৮৪.০০ টাকা
৪.	শ্রী ভিকি চৌধুরী (ঋণগ্রহীতা) শাখা - কোন্নগর	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৪০ বর্গফুট কমবেশি (ঢাকা এরিয়া -৬০১ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৮.২৩ বর্গফুট) ফ্ল্যাট নং ৪০৩, ৫ম তলে, অবস্থিত মৌজা- রিষড়া, সিএস দাগ নং ১৭৩৪ (অংশ), ১৭৩৫ (অংশ), ১৭৩৬ (অংশ), সিএস খতিয়ান নং ৩৪৩৩, আরএস দাগ নং ৮০৪০, আরএস খতিয়ান নং ১১১৫০, এলআর দাগ নং ১২৫৯৫, এলআর খতিয়ান নং সাবেক ৫৫৬৭, বর্তমান ১৮৫২২, ১৮৫২৩, ১৮৫২৪, ১৮৫২৫ এবং ১৮৫৩৬ হোল্ডিং নং ৩/২৫৪/৩, ডা. বি সি রায় সরণি (থার্ড লেন), রিষড়া পুরসভা অধীন, পো-মোড়পুকুর, থানা-রিষড়া, জেলা-হুগলি, প.ব. নথিভুক্ত উল্লেখ্য দলিল নং ৬০৫০২৫৬২-২০১৯ সালের তারিখ ১৬.০৫.২০১৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০১৯, পৃষ্ঠা ৭৬৩৬৭ থেকে ৭৬৪৩৮, এডিএসআর শ্রীরামপুর, অনুযায়ী ভিকি চৌধুরী এবং অশোক চৌধুরীর নামে সমুদয় সম্পত্তি।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) নেই গ) ১৫,০০,০০০ টাকা ঘ) ১,৫০,০০০ টাকা ঙ) ২০,০০০ টাকা চ) IDIB50485293900 ছ) ১৫,২২,৭১৫.০০ টাকা

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে ibapiop@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

তারিখ : ৩০.১২.২০২৩, স্থান : ব্যান্ডেল **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

AXIS FINANCE

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

তারিখ ৭ ডিসেম্বর, ২০২৩
স্পিড পোস্ট/রেজিস্টার্ড এ.ডি./ইমেল/হোয়াটস অ্যাপ মাধ্যমে
আগাম বাধ্যবাধকতা ছাড়াই প্রেরণ

প্রতি

১.	**শ্রী সেন্টু সাহা** **পিতা শ্রী নারায়ণ চন্দ্র সাহা** **(ঋণগ্রহীতা)** ৭/ডি, বিজয় নগর নৈহাটি, মাদারস ল্যাপ স্কুলের নিকট, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩১৬৫ ইমেল আইডি : sahasentu789@gmail.com মোবাইল নং : ৭৮৯০৪৮২০৬৯	২.	**শ্রীমতি গৌরী সাহা** **পিতা শ্রী ইন্দ্রমোহন দাস** **(সহ-ঋণগ্রহীতা)** ৭/ডি, বিজয় নগর নৈহাটি, মাদারস ল্যাপ স্কুলের নিকট, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩১৬৫ ইমেল আইডি : sahasentu789@gmail.com মোবাইল নং : ৭৮৯০৪৮২০৬৯

মহাশয়/মহাশয়া,
বিষয় : ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ (সময়ে সময়ে সংশোধিত) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলি

আমি, নিম্নস্বাক্ষরিত, অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা (এখানে **"এএফএল/জামিনদত্ত ঋণদাতা"** হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর বিধানের অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি এবং একটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৪-এর অধীনে নিবন্ধিত নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি, অ্যাক্সিস হাউস, অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরং বুধকর মার্গ, ওয়ারলি, মুম্বাই - ৪০০০২৫-এ নিবন্ধিত অফিস। (ডাক ঠিকানা - ৮৫এ, ২য় এবং ৩য় তল, ঋষিমুখ বিল্ডিং, পাঁচকুইয়ান রোড, আর. কে. আশ্রম মার্গ মেট্রো স্টেশনের কাছে, নিউ দিল্লি - ১১০০০১) এতদ্বারা আর্থিক সম্পদ এবং প্রয়োগের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রদান করছি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২, (এর পরে 'সারফায়েসি আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) নিম্নরূপ :

১. এএফএল, তার ব্যবসার সাধারণ কোর্সে, ঋণগ্রহীতার অনুরোধে নিম্নলিখিত ঋণগুলি অনুমোদন করেছে :

ক আইএনআর ২৬,০০,০০০/- (২৬ লক্ষ টাকা) ('ক্রেডিট সুবিধা এক') শর্তাবলীতে ২৪.০২.২০২০ তারিখের ঋণ চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে ('ঋণ চুক্তি এক') অনুমোদন পত্র সহ পড়া হয়েছে তারিখ ১২.১১.২০২২ ('মঞ্জুরি পত্র এক'), এএফএল এর সাথে ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতার দ্বারা স্বাক্ষরিত এবং সম্পাদিত;

খ. আইএনআব ৫,২০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা) ('ক্রেডিট সুবিধা দুই') শর্তে এবং ২২.০৯.২০২০ তারিখের ঋণ চুক্তিতে উল্লিখিত শর্তাবলী ('ঋণ চুক্তি দুই') ২২.০৯.২০২০ তারিখে অনুমোদন পত্রের সাথে পঠিত ('মঞ্জুরি পত্র দুই'), ঋণগ্রহীতার দ্বারা স্বাক্ষরিত এবং কার্যকর করা হয়েছে এবং এএফএল এর সহ-ঋণগ্রহীতার সহিত;[সুবিধা এবং নিরাপত্তা নথিগুলি সুবিধার শর্তে ক্রেডিট সুবিধার জন্য সঞ্চালিত/জমা করা হয়েছে এই বিজ্ঞপ্তিতে পরবর্তীতে চুক্তিটিকে সম্মিলিতভাবে 'লেনদেন নথি' হিসাবে উল্লেখ করা হবে]

[ক্রেডিট সুবিধা এক এবং ক্রেডিট সুবিধা দুই পরবর্তীতে সম্মিলিতভাবে 'ক্রেডিট সুবিধাদি' হিসাবে উল্লেখ করা হবে এই বিজ্ঞপ্তিতে]

২. আপনারা ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা হিসাবে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী ঋণ চুক্তি(গুলি) স্বাক্ষর করেছেন এবং সম্পাদন করেছেন আমি/বন্ধকদাতা এক ঋণ চুক্তি(গুলি) এবং ফলস্বরূপ, যৌথভাবে এবং বিভিন্নভাবে ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী হয়ে উঠেছে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত ক্রেডিট সুবিধা। আপনারা ঠিকানা প্রদানকারী(রা) ঋণ পরিশোধ করতে সম্মত হয়েছেন সমান মাসিক কিস্তিতে।

[ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা বন্ধকদাতা পরবর্তীতে এই বিজ্ঞপ্তিতে সম্মিলিতভাবে 'ঋণগ্রহীতাগণ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে]

৩. উল্লিখিত ঋণ সুবিধার অধীনে প্রদেয় সমস্ত পরিমাণ পরিশোধের জন্য একটি নিরাপত্তা হিসাবে,ক্রেডিট সুবিধা এক এবং ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি দুই সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে বন্ধকদাতা এক কর্তৃক তাদের সমস্ত অধিকার, শিরোনাম, জমি/সম্পদ(গুলি) এর উপর বন্ধক এবং দায় বিশেষভাবে তফসিল এ-তে বিস্তারিতমতে সম্পাদিত।

[তফসিল এ-তে উল্লিখিত সম্পদ(গুলি) পরবর্তীতে 'সুরক্ষিত সম্পদ' হিসাবে উল্লেখ করা হবে]

ঋণগ্রহীতারা ঋণ চুক্তির (গুলি) দ্বারা, সিডিউল এ-তে উল্লিখিত সম্পদগুলি বন্ধক রেখে এএফএল -এর কাছ থেকে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছে এবং এর ফলে এএফএল-এর পক্ষে সুরক্ষিত বন্ধক দায়। সারফেসি আইনের ধারা ২ (১) জেডসি-এর অর্থের মধ্যে সিডিউল এ-তে উল্লেখিত সিকিউরিটিগুলি হল 'সুরক্ষিত সম্পদ'।

৪. আপনাদের অনুরোধে ঠিকানাদাতা/ঋণগ্রহীতা, এএফএল বিভিন্ন তারিখে ঋণগ্রহীতাকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশের ভিত্তিতে ঋণ সুবিধাগুলি মঞ্জুর করেছে, যেমনটি এখানে সিডিউল বি-তে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৫. লেনদেন নথির শর্তাবলী অনুসারে, আপনাকে ঋণগ্রহীতাদের বকেয়া পরিশোধ করতে হবে উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধার অধীনে এবং আপনাকে ঋণগ্রহীতাদেরও সুদ দিতে হবে তার উপর এবং ঋণ চুক্তিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে চুক্তিভিত্তিক হারে অন্যান্য চার্জ এবং পরবর্তী যোগাযোগ অনুযায়ী।

৬. যাইহোক, ঋণগ্রহীতারা লেনদেন নথির শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ঋণ চুক্তির অধীনে প্রদেয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। এএফএল বিভিন্ন ডিফল্ট নোটিশের মাধ্যমে আপনাকে এই ধরনের ডিফল্টের ঠিকানা (গুলি)/ঋণগ্রহীতাদের জানিয়েছিল, তবে, আজ পর্যন্ত, এটি সংশোধন করা হয়নি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

৭. এই ধরনের ক্রমাগত খেলাপির পরিপ্রেক্ষিতে, ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেটে পরিণত হয়েছে ("এনপিএ") কার্যকর ০৪.১২.২০২১ এএফএল-এর বইগুলিতে, আইআরএসি নিয়ম এবং বর্তমান নির্দেশিকা অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া যেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সম্পদের শ্রেণীবিভাগ হবে ঋণগ্রহীতা ভিত্তিক এবং সুবিধা অনুযায়ী নয়। সুতরাং, যদি গ্রাহকের ঋণ অ্যাকাউন্টগুলির একটিকে এনপিএ হিসাবে ঘোষণা করা হয়, এটি এনপিএ হিসাবে ঘোষিত অন্যান্য সমস্ত অ্যাকাউন্টের সমতুল্য।

৮. এখানে বলা আবশ্যক যে এনপিএ হিসাবে অ্যাকাউন্টগুলির শ্রেণীবিভাগের উপরোক্ত তথ্যগুলি ছিল। ১১.০৭.২০২২ তারিখের এনপিএ ইঙ্গিত পত্রের মাধ্যমে এএফএল আপনাকে ঠিকানা/ঋণগ্রহীতাদের সাথে যোগাযোগ করেছে দায়বহন রেফ. এএফএল/এনই/২২-২৩/০৭-০০১ ক্রেডিট সুবিধা এক-এর জন্য।

৯. সারফেসি আইনের বিধান অনুসারে, সিকিউরড ক্রেডিটরের বকেয়া ঋণ হল একটি ঋণ যার বিরুদ্ধে সুরক্ষিত সুরক্ষিত সম্পদ এবং ঋণগ্রহীতা হিসাবে এই ধরনের সুরক্ষিত সম্পদ পরিশোধে খেলাপি করেছেন লেনদেন নথির শর্তে ঋণ/ক্রেডিট সুবিধা অনুযায়ী।

১০. ০৫.১২.২০২৩ তারিখে, ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বকেয়া ঋণ এবং প্রদেয় সিকিউরড ক্রেডিটরের কাছে ক্রেডিট সুবিধার শর্ত হল আইএনআর ৩৩,৫৫,৬০৩/- (তেত্রিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার ছয়শত তিন টাকা) এখানে আরও বিশেষভাবে বিশদভাবে সিডিউল সি-তে উল্লেখ করা হয়েছে।

১১. ০৫.১২.২০২৩ তারিখে, ঋণগ্রহীতাদের ঋণ সুবিধা দুই-এর পরিপ্রেক্ষিতে সুরক্ষিত পাওনাদারকে প্রদেয় বকেয়া ঋণ হল আইএনআর ৭,২৩,৮০৩/- (সাত লাখ তেইশ হাজার আটশ তিন টাকা) এখানে তফসিল সি-তে আরও বিশেষভাবে বিস্তারিত।

১২. পূর্বোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠনের ধারা ১৩(২) এর পরিপ্রেক্ষিতে, সিকিউরড ক্রেডিটর ঋণগ্রহীতাদের এই বিধিবদ্ধ নোটিশ জারি করার অধিকারী হয়েছেন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এনফোর্সমেন্ট এবং এতদ্বারা আপনাকে সমস্ত ঠিকানাদাতা/ঋণগ্রহীতাদের আহ্বান জানাচ্ছি, যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে সুরক্ষিত পাওনাদারের প্রতি বকেয়া পরিমাণ / সমষ্টিগতভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতেআইএনআর ৪০,৭৯,৪০৬/- (চল্লিশ লক্ষ উনআশি হাজার চারশ ছয় টাকা) হিসাবে ০৫.১২.২০২৩ তারিখে, প্রযোজ্য সুদ, আরও সুদ, ডিফল্ট সুদ, কিস্তি, খরচ, চার্জ সহ এই তারিখ থেকে ঋণ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত ক্রেডিট সুবিধার ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক হারে সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন (ষাট দিন) যা ব্যর্থ হলে সুরক্ষিত পাওনাদারকে এর প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য করা হবে উল্লিখিত সারফেসি আইনের অধীনে আপনার আর কোনো রেফারেন্স ছাড়াই নিরাপত্তা সুদ এবং সম্পূর্ণভাবে খরচ এবং ফলাফল হিসাবে আপনার ঝুঁকি সাপেক্ষে।

১৩. এই তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে এবং দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, সুরক্ষিত পাওনাদার সারফেসি আইনের অধীনে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অনুশীলন করবে

ক অধিকার সহ এখানে তফসিল এ-তে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়া ইজারা, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তর করা।

খ. আপনার ব্যবসার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করুন ঠিকানার মাধ্যমে স্থানান্তরের অধিকার সহ সুরক্ষিত সম্পদ আদায়ের জন্য ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়, শর্তাবলী সাপেক্ষে সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৪)(বি) এবং ১৫ ধারার শর্ত;

গ. সুরক্ষিত সম্পদ পরিচালনার জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করুন, যার দখল এএফএল দ্বারা নেওয়া হবে; ডি যেকোন সময় লিখিত নোটিশের মাধ্যমে প্রয়োজন, যে কোনো ব্যক্তি যিনি নিরাপদ সম্পদের যেকোনো একটি অর্জন করেছেন আপনি ঠিকানাদাতা(দের) এবং যার কাছ থেকে কোন টাকা বকেয়া আছে বা আপনার জন্য বকেয়া হতে পারে, এএফএল পরিশোধ করতে, সুরক্ষিত ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় দিতে হবে।

১৪. আমি সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারার প্রতিও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে আপনার একটি সুযোগ রয়েছে সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ সহ সুরক্ষিত পাওনাদারকে উপরে বর্ণিত বকেয়া আদায় দিয়ে জনসাধারণের নিলাম বা উদ্ধৃতি আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে যে কোনো সময়ে ব্যয় করা হয়েছে বা লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে স্থানান্তরের জন্য সরকারী বা ব্যক্তিগত চুক্তি থেকে দরপত্র।

১৫. আপনাদের সকলকে অবহিত করা হচ্ছে এবং সতর্ক করা হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ধারা ১৩(১৩) এর বিধান অনুসারে আইন, বিক্রয়, ইজারার মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদের কোন স্থানান্তর (এখানে তফসিল এ উল্লেখ করা হয়েছে) বা অন্যথায়, সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই করা হবে। দয়া করে নোট করুন যে কোনো উল্লিখিত সারফেসি আইনের সাথে পঠিত বিধানগুলির অসম্মতি/লঙ্ঘন নিয়ম, সারফাসি আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

১৬. অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে এই বিধিবদ্ধ নোটিশটি সুরক্ষিতদের অধিকারের প্রতি কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়াই জারি করা হয়েছে উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত অন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়া/আইনি পদক্ষেপের সূচনা সহ পাওনাদার আপাতত বলবৎ কোনো আইনের বিধানের অধীনে এবং/অথবা চুক্তি অনুযায়ী বা উভয়ই।

১৭. আমি এতদ্বারা প্রাসঙ্গিক লেনদেন নথির অধীনে স্পষ্টভাবে সমস্ত অধিকার সংরক্ষণ করি, অন্য যেকোন নথি, আইনের অধীনে বা অন্যথায়। এই নোটিশে বা আমাদের দ্বারা কোন কাজ বা নিষ্ক্রিয়তার কিছুই নেই আমাদের বর্তমানের যেকোনো একটি মুকুব, বা বাধ্যবাধকতা, হ্রাস বা অন্যথায় বিরূপ প্রভাব হিসাবে কাজ করবে সংশ্লিষ্ট লেনদেন নথির অধীনে ভবিষ্যতের অধিকার বা প্রতিকার বা আমাদের অধিকার বা প্রতিকারগুলির যেকোনো একটি আইনের অধীনে বা সাধারণভাবে, যা রয়ে গেছে এবং পূর্ণ শক্তি ও প্রভাবে অব্যাহত থাকবে।

১৮. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য অনুমোদিত অফিসার হিসাবে যথাযথভাবে অনুমোদিত সারফেসি আইনের অধীনে সুরক্ষিত পাওনাদারের পক্ষে বিধিগুলি পড়ুন।

১৯. এই বিজ্ঞপ্তির প্রাপ্তি স্বীকার করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। এই নোটিশের একটি কপি সংরক্ষণ করা হচ্ছে ভবিষ্যতের রেফারেন্সের জন্য আমাদের অফিসে।

আপনার বিশ্বস্ত,
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড

তফসিল এ
জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত

হোল্ডিং নং- ১২৯৩/১ (ট্যাক্স অনুযায়ী), ৭ডি বিজয়নগর, কালীতলা রোডের সকল অংশ (স্থান পরিদর্শন অনুযায়ী), ১৯ নং ওয়ার্ড নৈহাটি পৌরসভার অধীনে, থানা এবং পোস্ট - নৈহাটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড- ৭৪৩ ১৬৫, মৌজা- নৈহাটি, দাগ নং- ৩১৬৬, ৩১৬৭, খতিয়ান নং- ১০৮৯৮।

বাড়ি/প্লটের সীমানা
পূর্বে - সড়ক
পশ্চিমে - খালি জমি
উত্তরে - স্বপন বিশ্বাসের বাড়ি
দক্ষিণে - সড়ক

তপশিল বি
মঞ্জুরিদত্ত অর্থের বিস্তারিত

ক্রম নং	অনুকূলে	পরিমাণ (আইএনআর)
ঋণ সুবিধা ১		
১.	ম্যাক্স লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের জন্য মঞ্জুরিপ্রদত্ত পরিমাণ	৩৮,৫৩৪
২.	টাটা এআইজি জেনারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের জন্য মঞ্জুরিপ্রদত্ত পরিমাণ	২৬,০৪৩
৩.	ফিট ফাট স্মার্ট ড্রেস এ/সি নং ৫০২০০০৩৯৩৭৩৩২১	৪,৯৮,০৪৮
৪.	টাটা ক্যাপিটাল হাউসিং ফিনান্স লিমিটেডের জন্য মঞ্জুরিপ্রদত্ত পরিমাণ	২০০৬০৮৩
৫.	সিইআরএসএআই চার্জ জন্য মঞ্জুরিপ্রদত্ত পরিমাণ	১১৮
৬.	প্রসেসিং ফি এর জন্য মঞ্জুরিপ্রদত্ত পরিমাণ	৩০৬৮০
৭.	বিপিআই পরিমাণ হিসেবে প্রদত্ত পরিমাণ	৬৩৯৪
ঋণসুবিধা ২		
১.	বিপিআই এর জন্য মঞ্জুরিপ্রদত্ত পরিমাণ	৭১১
২.	অ্যাক্সিস ফিনান্স ইন্ট্রা ফান্ড ট্রান্সফার	৫৯৯৮১
৩.	ফিট ফাট ড্রেস এ/সিনং ৫০২০০০৩৯৩৭৩৩২১	৪৫৯৩০৮

তপশিল সি
ডিসেম্বর ২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণের বিস্তারিত

সুবিধা	ঋণ অ্যাকাউন্ট নং	মূল সীমা মঞ্জুরিপ্রদত্ত (আইএলআর)	মূল বকেয়া (আইএন আর)	অধার্য সুদ (আইএন আর)	জরিমানা এবং অন্যান্য শুল্ক (আইএনআর)	মোট বকেয়া (আইএন আর)
বন্ধকী ঋণ ("ঋণ সুবিধা ১")	০৪৫৬এমএমএ০০০০০৮৩৯	২,৬০৬,৩৯৪.০০	২৪৯৮৩৪৭	৬১৮৪৪২	২,৩৮,৮১৪	৩৩,৫৫,৬০৩
বন্ধকী ঋণ ("ঋণ সুবিধা ২")	০৪৫৬এমএমএ০০০১৩৫৭	৫২০,০০০.০০	৫২০০০০	৭৬৬২১	১,২৭,১৮২	৭,২৩,৮০৩
মোট বকেয়া পরিমাণ						৪০,৭৯,৪০৬

দ্রষ্টব্য - ১১.২৫ শতাংশ বার্ষিক হারে সুদ এবং ১০ শতাংশ বার্ষিক হারে ঋণ সুবিধার ক্ষেত্রে এএফএল দ্বারা জারি করা ঋণ সুবিধা ১ ও ঋণ সুবিধা ২ যথাক্রমে মূল বকেয়া, এবং ডিফল্ট সুদের উপর চার্জ করা হয়েছে অনুমোদনের শর্তাবলী অনুযায়ী।

দ্রষ্টব্য : আপনাদের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমরা পূর্বের সকল ১৩(২) অধীনে নোটিশ প্রত্যাহার করছি। অনুগ্রহকরে বর্তমানে ১৩(২) অধীনে নোটিশ নতুন হিসেবে গণ্য করুন।

নজরে দিল্লির কুরসি
দলের সর্বাধিনায়ক নীতীশই

পাটনা, ২৯ ডিসেম্বর: বছর শেষে বড় নাটক। বিহার রাজনীতিতে আবারও বড় মোড়। নিজের ভিত আরও শক্ত করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। শাসক দল জনতা দল (ইউনাইটেড)-র বৈঠকে তাঁকে দলের সভাপতি বলে ঘোষণা করা হল। জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে দিল্লিতে ন্যাশনাল এগজেকিউটিভ বৈঠকে সর্বসম্মতিতে নীতীশ কুমারকেই দলের প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচন করা হয়। এতদিন দলের জাতীয় সভাপতি ছিলেন লালন সিং। শুক্রবার তিনি ইস্তফা দেওয়ার কয়েক মিনিট পরই নীতীশ কুমারকে দলের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করা হয়।

শুক্রবার দিল্লিতে জেডিইউয়ের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে নিজেই সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করেন লালন সিং। নীতীশের নির্দেশেই এই সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তারপরই দলের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা ফের সভাপতি পদে নীতীশের নাম প্রস্তাব করেন। এবং তিনিই সর্বভারতীয় সভাপতি পদে নির্বাচিত হন।

যদিও নিন্দুকেরা বলেন সবটাই পূর্বপরিকল্পিত। আসলে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর নজর এই মুহূর্তে দিল্লির কুরসিতে। সেকারণে দলের অন্দরে কোনওরকম বাধা বিপত্তি রাখতে চান না তিনি। রাজধানীতে সেই ইঙ্গিতও মিলেছে এদিন।

সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে দলের রাশ পুরোপুরি নিজের হাতে রাখতে চাইছিলেন নীতীশ কুমার। তাছাড়া দলের সর্বভারতীয় সভাপতি পদে যিনি ছিলেন সেই লালন সিং আবার অতিরিক্ত লালুপ্রসাদ যাদব প্রীতি দেখাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠছে। তাতে লোকসভার আগে আসনরফা বা আসন বিন্যাসের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে বলে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠছিল। সম্ভবত সেকারণেই সরিয়ে দেওয়া হল লালনকে। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি পদে ফের বসলেন নীতীশ কুমার। একই সঙ্গে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কুরসিও সামলাবেন তিনি।

ঘন কুয়াশায় কাবু উত্তর ভারত
ব্যাহত রেল পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর: বছর শেষেও কুয়াশার হাত থেকে রেহাই পাবে না দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি। আগামী দু' তিন দিন ঘন থেকে অতি ঘন কুয়াশার চাদরে মুড়ে থাকবে উত্তর ভারত। মৌসম ভবন সূত্রে জানানো হয়েছে, কুয়াশার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং চণ্ডীগড়ে কনকনে ঠান্ডার পাশাপাশি থাকবে কুয়াশাও। রবিবার সকাল থেকে কুয়াশার পরিমাণ সামান্য কমার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন। কুয়াশার প্রভাবে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন নিত্যযাত্রীরা। সড়কপথের পাশাপাশি রেল এবং বিমান চলাচলেও এর প্রভাব পড়েছে।

কুয়াশার কারণে আন্তর্জাতিক এবং ঘরোয়া বিমানের ওঠানামায় দেরি হচ্ছে। প্রভাব পড়েছে দূরপাল্লার ট্রেনগুলির উপরেও। রেল সূত্রে খবর, কুয়াশার কারণে সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে মোট ১১টি ট্রেন দেরিতে ছেড়েছে।

কুয়াশার প্রভাবে সড়কপথে বাড়ছে দুর্ঘটনা। পিটিআই সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন ছ'জন। মোট ১২ জন পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। প্রশাসন সূত্রে খবর, নয়ডা এবং গ্রেটার নয়ডা এলাকার সমস্ত স্কুলগুলিতে শুক্র এবং শনিবার ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের ছুটি দেওয়া হলেও শিক্ষক, শিক্ষিকা-সহ স্কুলের সমস্ত কর্মীকে স্কুলে উপস্থিত থাকার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। আগামী চার-পাঁচ দিন উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে তাপমাত্রা সাত থেকে আট ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে থাকতে পারে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন।

আমেরিকার মেইন প্রদেশেও প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতে পারবেন না ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৯ ডিসেম্বর: কয়েকদিন আগেই কলোরাডো সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছিল, প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনে লড়ার অযোগ্য। এবার আরও একটি প্রদেশে ধাক্কা খেলেন রিপাবলিকান নেতা। আমেরিকার মেইন প্রদেশের তরফেও জানানো হয়েছে, প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতে পারবেন না ট্রাম্প।

বৃহস্পতিবার মেইন সেক্রেটারি অফ স্টেট শেনা বেলোস তাঁর রায় জানিয়েছেন, ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি যে ঘটনা ঘটেছিল তা ট্রাম্পের প্ররোচনায় ও সমর্থনে ঘটেছিল। আমেরিকার সংবিধান এই ধরনের ঘটনা বরদাস্ত করে না। মেইনের আইনও মেনে নেবে না। বলে রাখা ভালো, ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি মার্কিন সংসদে হামলা চালিয়েছিল ট্রাম্পের সমর্থকরা। 'মাগা' তথা মেক আমেরিকা গ্রেট আন্দোলনের সমর্থক বলেও পরিচিত তারা। এরই ফলস্বরূপ এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী বছর ৫ নভেম্বর আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তার আগে একের পর এক ধাক্কা খাচ্ছেন এই রিপাবলিকান নেতা।

উল্লেখ্য, চলতি মাসে ১৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার কলোরাডো সুপ্রিম কোর্ট একই কারণে জানিয়েছিল, ট্রাম্প নির্বাচনে লড়ার অযোগ্য। রায়ে বলা হয়েছিল, ২০২১ সালে ক্যাপিটলে তাঁর সমর্থকরা যে হামলা করেছিল, তাতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে উসকানি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। মার্কিন সংবিধানে অনুযায়ী, যাঁরা বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত, তাঁদের কোনও পদে রাখা যাবে না। ট্রাম্পকে নির্বাচনে লড়ার অযোগ্য হিসাবে ঘোষণার ক্ষেত্রে রায়ের পক্ষে ভোট ছিল ৪-৩।

আগামী বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে নির্বাচন

দলীয় নেতা ও আইনজীবীদের সঙ্গে জেলে দেখা করতে পারবেন ইমরান

ইসলামাবাদ, ২৯ ডিসেম্বর: জেলবন্দি ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন তাঁর দলের নেতা-কর্মী ও আইনজীবীরা। আসন্ন নির্বাচন নিয়ে কৌশলী আলোচনাও করা যাবে। শুক্রবার এই অনুমতি দিয়েছে ইসলামাবাদ হাইকোর্ট। এই মুহূর্তে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে দিন কাটাচ্ছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।

আগামী বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে নির্বাচন। পিটিআই সূত্রে খবর, নিজের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করার অনুমতি চেয়েছিলেন ইমরান খান। এই নিয়ে আদালতে একটি পিটিশন দাখিল করেছিলেন তিনি। এদিন বিচারপতি মিয়াঙ্গুল হাসান ঔরঙ্গজেব নির্দেশ দেন, দলীয় নেতা ও আইনজীবীদের সঙ্গে জেলে দেখা করতে পারবেন পিটিআই চেয়ারম্যান। শুনানির সময় পাকিস্তানের অ্যাটর্নি জেনারেল (এজিপি) মনসুর উসমান আওয়ান, ইমরানের আইনজীবী এবং আদিয়ালা জেলের সুপারিনটেনডেন্ট ইসলামাবাদ হাইকোর্টে হাজির ছিলেন।

বলে রাখা ভালো, তোষাখানা মামলায় গত ৫ অগস্ট গ্রেপ্তার হন ইমরান। হাজতবাসের পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে ১ লক্ষ টাকার জরিমানাও করা হয়। পাঁচ বছর কোনও নির্বাচন লড়তে পারবেন না তিনি বলেও জানানো হয়। তারপর থেকে ওই পাঞ্জাব প্রদেশের অটোক জেলেই বন্দি ছিলেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে সাইফার মামলাও করা হয়। গত সেপ্টেম্বর মাসে ইমরানকে অটোক জেল থেকে স্থানান্তর করা হয় আদিয়ালা জেলে। এই মুহূর্তে একের পর এক মামলার খাঁড়া ঝুলছে তাঁর মাথায়।

অযোধ্যায় আসছে অতিকায় গোবরের ধূপ
জ্বলবে টানা দেড় মাস

অযোধ্যা, ২৯ ডিসেম্বর: রামমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে আবেগে, উত্তেজনায় ফুটছে অযোধ্যা। সমস্ত প্রস্তুতির তদারকি করছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নিজেই। জানা গিয়েছে, টানা সাতদিন ধরে উৎসব চলবে অযোধ্যায়। আর এর মধ্যেই জানা গেল রামলালার 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'র দিন থেকে অযোধ্যায় জ্বলবে এক অতিকায় ধূপ। যা জ্বলবে টানা দেড়মাস। গুজরাত থেকে রথে করে নিয়ে আসা হচ্ছে ওই ধূপ।

জানা গিয়েছে, ১০৮ ফুট লম্বা ওই ধূপটি তৈরি হয়েছে গুজরাতের বরোদায়। ২২ জানুয়ারি তাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করা হবে। পরবর্তী দেড় মাস ধরে তা জ্বলবে। কী দিয়ে তৈরি হয়েছে ধূপটি? এর প্রধান উপাদান পঞ্চগব্য ও যজ্ঞের সামগ্রী। ওজন ৩ হাজার ৫০০ কেজি। খরচ পড়েছে পাঁচ লক্ষ টাকা। তৈরি করতে সময় লেগেছে ৬ মাস। ১১০ ফুটের রথে করে নিয়ে আসা হবে ধূপটিকে। স্বাভাবিক ভাবেই, এমন এক বিস্ময়-ধূপ ঘিরে চর্চা তুঙ্গে। প্রসঙ্গত, ২২ জানুয়ারি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন করবেন। ওই দিনই হবে রামলালার 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'।

ফের হিন্দু বিদ্বেষ, কানাডায় মন্দির প্রেসিডেন্টের ছেলের বাড়িতে এলোপাথাড়ি গুলি

অটোয়া, ২৯ ডিসেম্বর: কানাডায় অব্যাহত হিন্দু বিদ্বেষ। মন্দির কর্তৃপক্ষের ছেলের বাড়িতে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাল আততায়ীরা। এখনও খোঁজ মেলেনি বন্দুকবাজদের। কানাডার লদী নারায়ণ মন্দিরে একাধিকবার তাণ্ডব চালিয়েছে খলিস্তানিরা। দেওয়ালে হিন্দুবিরোধী স্লোগান লিখে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটির বিরুদ্ধে। এহেন পরিস্থিতিতেই এবার হামলা হল মন্দির কর্তৃপক্ষের বাড়িতে। জানা গিয়েছে, গত ২৭ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় সকাল আটটা নাগাদ আচমকাই একটি বাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালানো হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, সারের লদী নারায়ণ মন্দিরের প্রেসিডেন্ট সতীশ কুমারের ছেলের বাড়িতে গুলি চলেছে। অন্তত ১৪টি গুলি ছোঁড়া হয়েছে বলে খবর। যদিও এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। তবে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাড়িটি। আপাতত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে আততায়ীয়দের সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ। কেন হামলা হল হিন্দু ব্যবসায়ীর বাড়িতে, সেই কারণ জানতে তদন্ত চলছে। সতীশ কুমারের মতে, আমি জানি না খলিস্তানিরা গুলি চালিয়েছে নাকি অন্য কোনও উগ্রপন্থীরা। তবে আমাদের মন্দিরে এর আগে অন্তত তিনবার খলিস্তানি তাণ্ডব চলেছে। আপাতত পুলিশ তদন্ত করছে।

মণিপুরের জনপ্রিয় গায়ককে অপহরণ

ইম্ফল, ২৯ ডিসেম্বর: স্ত্রী এবং বৃদ্ধা মায়ের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে মণিপুরের এক জনপ্রিয় গায়ক এবং সুরকারকে অপহরণ করলেন দুষ্কৃতীরা। 'ইন্ডিয়া টুডে'-র একটি প্রতিবেদনে এমনটাই জানানো হয়েছে।

মণিপুরী ওই গায়কের নাম আখু চিংগাংবাম। তিনি রাজ্যের ইম্ফল পূর্ব জেলার খুরাই অঞ্চলের বাসিন্দা। 'ইম্ফল টকিজ' নামে তাঁর একটি লোকায়ত গানের দলও রয়েছে। তবে কারা ওই গায়ককে অপহরণ করেছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শুক্রবার 'ইন্ডিয়া টুডে'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই গায়কের স্ত্রী এবং মায়ের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় কয়েক জন দুষ্কৃতী। এই ঘটনার সঙ্গে মণিপুর হিংসার কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গত ৩ মে থেকে শুরু হওয়া মণিপুরে দুই জনজাতির সংঘর্ষে মারা গিয়েছেন প্রায় ২০০ জন। ঘরছাড়া মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। মণিপুরের জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ মেইতেই। তারা থাকে মূলত ইম্ফল উপত্যকায়। বাকি ৪০ শতাংশ কুকি, যারা থাকে পার্বত্য এলাকায়। মেইতেইদের তপসিলি উপজাতির স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে শুরু হয় সংঘর্ষ। ৩ মে জনজাতি ছাত্র সংগঠন 'অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ মণিপুর' (এটিএসইউএম)-এর কর্মসূচি ঘিরে মণিপুরে অশান্তির সূত্রপাত হয়। মণিপুর হাইকোর্ট মেইতেইদের তপসিলি জনজাতির মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারকে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছিল। এর পরেই জনজাতি সংগঠনগুলি তার বিরোধিতায় পথে নামে। আর সেই ঘটনা থেকেই সংঘাতের সূচনা হয় সেখানে।

শিল্পপতি আদানির সঙ্গে বৈঠকে শরদ পাওয়ার

মুম্বই, ২৯ ডিসেম্বর: ফের এক টেবিলে শিল্পপতি গৌতম আদানি ও এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার। বৃহস্পতিবার রাতে গৌতম আদানির সঙ্গে বৈঠকে বসেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার। প্রায় এক ঘণ্টা তাঁদের মধ্যে বৈঠক চলে। যা নিয়ে বিভিন্ন মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।

সূত্রের খবর, ধারাভি প্রকল্প নিয়েই বৃহস্পতিবার রাতে মুম্বইয়ে এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ারের সঙ্গে বৈঠকে বসেন বিশিষ্ট শিল্পপতি গৌতম আদানি। ধারাভি প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই গৌতম আদানি এনসিপি সুপ্রিমোর সঙ্গে বারবার বৈঠকে বসছেন বলে মনে করা হচ্ছে। এবার উদ্ধব ঠাকরে পিছিয়ে আসবেন নাকি আদানির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবেন, সেদিকেই নজর সকলের।

বৃহস্পতিবার এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার অমরাবতী সফরে যান। সারাদিনের সফর শেষে তিনি মুম্বই ফিরে আসেন এবং শিল্পপতি গৌতম আদানির সঙ্গে বৈঠকে বসেন। বলা যায়, আদানির সঙ্গে বৈঠক করতেই তড়িঘড়ি মুম্বই ফিরে আসেন প্রবীণ রাজনীতিক। রাত ৯টায় গৌতম আদানি স্বয়ং এনসিপি সুপ্রিমোর বাড়িতে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের সঙ্গে বৈঠকে শরদ-কন্যা তথা সাংসদ সুপ্রিয়া সুলেও উপস্থিত ছিলেন। যদিও আদানির শরদ পাওয়ারের বাড়িতে আসার কারণ স্পষ্ট নয়। তবে ধারাভি পুনর্বাসন প্রকল্প নিয়েই তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Notice Inviting Quotation No. 02 of 2023-2024 of the Sub Divisional Officer, Burdwan Irrigation Sub-Division No.-II. Sealed quotations are invited by the undersigned for 1 (One) number Inspection Vehicle (Non-Air Condition) minimum Bharat Stage-III, purchased on or after 01.01.2010 with Diesel Engine from reliable owner/ authorized supplier. Last Date of Application for the Quotation Documents is **08.01.2024** up to 12 Hrs. For details contact in office on any working day or log in to **www.wbiwd.gov.in**

Sd/-
Sub-Divisional Officer
Burdwan Irrigation Sub-Division No. II
Kanainatshal, P.O.- Sripally, Purba Bardhaman

NIT Memo No.: 1635/ E.O./Bishnupur-II Dated 28/12/2023

Tender is hereby invited for (19 no works under 5th. S.F.C. Fund) from Bonafide and resourceful contractors having 40% credential on total estimated cost. Contractors having experience in a single work order within last 5 years will be eligible to apply. Details will be available from the Office of the undersigned during office hours on all working day.

Sd/- Executive Officer
Bishnupur-II Panchayat Samity
South 24 Parganas

Kanaipur Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kanaipur, P.S.- Uttarpara, Dist.- Hooghly

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the experienced and resourceful bidders having proper credential for execution of different development work(s) vide **NIT No.: i) 587/KGP/2023 (Sl.- 01-08), Fund: 15th FC (Untied) & ii) 589/KGP/2023 (Sl.- 01-06), Fund: Own Fund: Own Fund, Date: 26.12.2023.** Work Comp. Time: 180 Days. Document Download & Bid Submission Start Date (Online): **26.12.2023 at 06:30 PM.** Bid Submission Close Date (Online): **10.01.2024 up to 05:00 PM.** Submission of EMD & Cost of Tender Paper (Offline): **11.01.2024 up to 01:00 PM.** Tender Opening Date (Online): **15.01.2024 at 09:00 AM.** For more details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Kanaipur Gram Panchayat

DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT
MAHENDRAGANJ SAGAR SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT

eTenders are being invited from the bidders w.r.t. Tender **ID No 2023_ZPHD_632618_1 to 2023_ZPHD_632618_3 2023_ZPHD_633792_1 to 2023_ZPHD_633792_3 and 2023_ ZPHD_633803_1 are dated 29-12-2023.** Last date of tender dropping **15-01-2024 up to 10.00 A.M.** and opening date of tender **25-01-2023 10.00 A.M.** For details plz. See the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- PRADHAN
RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

E-TENDER NOTICE

1) Name of the Work: Electrical Wiring with LED Fittings for newly constructed building at the Faridpur Free Primary School, under Ward No.- 33.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-69/23-24
Tender ID : 2023_MAD_633919_1 • Estimated Amount : Rs. 4,30,690/-
Last Date : 15th January 2024, up to 04:55 pm

2) Name of the Work: Construction of Drain with One No. Culvert from Canara Bank ATM to Apollo Pharmacy, Ward No.- 24, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-96/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2023_MAD_634349_1 • Estimated Amount : Rs. 1,11,200/-
Last Date : 17th January 2024, up to 04:55 pm

For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Engineer, M.E.DTE, Govt. Of W.B., Posted at DMC

e-Tender Notice

Chairperson Board of Councillors, Dankuni Municipality, invites Tender for Construction of Road side Protection in Ward No-19, Road Repairing in Ward No-17. Construction of R.C.C Drain in Ward No-03 and Construction of Cement Concrete Road in Ward No-18 under Dankuni Municipality for **E-N.I.T No- WBMAD/DKM/CP/e-NIT-191/2023- 24 (3rd Call), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-192/2023- 24 (4th Call), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-193/2023- 24 (3rd Call) & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-194/2023-24, Bid Submission closing date (Online)- 16/01/2024.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-Tender.

Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

Nasibpur Gram Panchayat
Nasibpur, Singur, Hooghly

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are being invited from the eligible contractor for execution of different development works vide **Tender Memo No.: 1) NGP/268/2023, 2) NGP/269/2023, 3) NGP/270/2023, 4) NGP/271/2023, 5) NGP/272/2023, 6) NGP/273/2023, 7) NGP/274/2023, 8) NGP/275/2023, 9) NGP/276/2023, 10) NGP/277/2023, 11) NGP/278/2023, 12) NGP/289/2023 & 13) NGP/280/2023, Date: 29.12.2023.** Bid Submission Start Date: **29.12.2023.** Bid Submission End Date (Online): **13.01.2024 (Memo: 268 to 273) & 15.01.2024 (Memo: 274 to 280) up to 12:00 PM.** Bid Opening Date: **15.01.2024 (Memo: 268 to 273) & 17.01.2024 (Memo: 274 to 280) at 12:00 PM.** For details information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Nasibpur Gram Panchayat

Sapuipara Basukati Gram Panchayat
Sapuipara, Nischinda, Howrah – 711 227

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of **04 nos.** different development work(s) under **5th SFC Untied** Fund vide **Memo No.: 181/2023-24 & NIT No.: WB/HOW/BJ/SBGP/NIT-14/2023-24, Date: 29.12.2023.** Documents Download/ Sale & Bid Submission Start Date (Online): **29.12.2023 at 02:00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **13.01.2024 up to 03:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **16.01.2024 at 12:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Sapuipara Basukati Gram Panchayat

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat
Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah-711205

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 03 nos. different development work(s) vide **Memo No.: 565/DA-II GP/2023 & NIT No.: WB/HOW/BJPS/DA-II GP/NIT-14/2023, Date: 30.12.2023.** Publishing, Document Download/Sell & Bid Submission Start Date (Online): **30.12.2023 at 01:00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **16.01.2024 up to 01:00 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposals (Online): **19.01.2024 at 01.00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

Tender Notice

On behalf of **Brajaballavpur Gram Panchayat** of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

Sl No	NIT No. Scheme name & Estd Cost,	
1	Sinking of tubewell with platform and Soak pit	**1)** Near house of Kartik Mondal, NIT -346/ 15th FC/BGP/NIT /2023, Scheme Cost- 201483.00 **2)** Near Hari Mandir, NIT -347/ 15th FC/BGP/NIT /2023, Scheme Cost- 201483.00 **3)** Near Bidyasagar SSK, NIT -348/ 15th FC/BGP/NIT /2023, Scheme Cost- 201483.00 **4)** Near house of Dulal Pramanik , NIT -349/ 15th FC/BGP/NIT /2023, Scheme Cost- 201483.00 **5)** Near house of Bibhuti Bhakta, NIT -350/ 15th FC/BGP/NIT /2023, Scheme Cost- 201483.00 **6)** Near house of Sripati Charan Das, NIT -351/ 15th FC/BGP/NIT /2023, Scheme Cost- 201483.00 **7)** Near house of Bhaskar Dolui , NIT -352/ 15th FC/BGP/NIT /2023, Scheme Cost- 201483.00
2	Construction of Calvert	**1)**Near the house of Bapi Mondal, NIT -353/ 5th SFC/BGP/NIT /2023, Scheme Cost- 81391.00
3	Construction of Double soling BP Road	**1)** From the Sima of Bhabataran Samanta towards Sahadeb Samanta , NIT -354/ 15th FC/BGP/NIT /2023, Scheme Cost- 209489.00
4	Repairing of Double soling BP Road	**1)**From the shop of Ganes Dolai towards Rajanaibala SSK, NIT -355/ 5th SFC/BGP/NIT /2023, Scheme Cost- 103186.00

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for Sl No 1-7 is: 11/01/2024 & Sl No 8-10 is 12/01/2024 11-00 a.m.

For details Pradhan Mob-9593018053 Up Pradhan Mob-7407741092/brajaballavpurgrampanchayaet @gmail.com

OFFICE OF THE BANSPOLE GRAM PANCHAYAT
(Under Habra II dev. Block)

2nos e-Tender has been invited at various location within Banspole Gram Panchayat, details are stated below **NIT no. 07/BGP/15thFC/ 2023-2024 (2nd Call) Dt. 29/12/2023 under 15th CFC fund NIT no. 08/BGP/5thSFC/2023-24 Dt. 29/12/2023 under 5th SFC** fund Please visit the site: **www.wbtenders.gov.in** and office notice board of the undersigned, Bis submission start date **09/01/2024 at 11AM and Last date of Bid submission:- 16/01/2024 up to 11 AM.,** Date & Time of opening bids 1**8/01/2024 at 11AM.**

Sd/-
Pradhan
Banspole Gram Panchayat

SFDC Ltd invites **E- tender (NIT No.–SFDC/MD/NIT- 34(e)/ 2023-24** from bonafide agencies for supply of fish seed & Inputs in different projects of SFDC at various districts of West Bengal" during the year **2023-24** & **2024-25.** Start date and End date of Bid Submission are **30.12.23** and **22.01.24** respectively.Please visit www.wbsfdcltd.com or www.wbtenders.gov.in for details.

Office of the
KATABARI GRAM PANCHAYAT
P.O. Natial, Murshidabad, West Bengal

Tender Notice

Percentage rate e-Tender invited vide **NIT No.- MSDIKGPI-JALANGI/04/2023-24** of 15h, FC. by the Prodhan, KATABARI GRAM PANCHAYAT.
Date & time of publication- **01.01.2024 at 10:00 A.M**
Last date of application **13.01.2024 up to 10:00 A.M.**
Intending bidders may download tender documents from **htpp://wbtenders.gov.in** or Notice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.

Sd/- Pradhan
Katabari Gram Panchayt
Kumarpur, Natial, Murshidabad

TENDER NOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No: - 09/Raipur GP/ 2023-24,** With **Vide Memo No. 831/RGP/2023-24, Dated: - 28-12-2023,** The Last date for online submission of tender is **15/01/ 2024 Upto 09.00 A.M.** For details please visit website:- **htpp://wbtenders. gov.in**

Sd/-, Prodhan
Raipur Gram Panchayat

TENDER NOTICE

ARCHITECTURAL firms are hereby invited to submit quotation for the architectural job (drawing, designing and sanctioning of the Building Plan) in respect of Plot No. BA-105 (LIG) New Town, Kol, having 270 sq.mt. (4.035 Cottah) sq.mt of area of ACTION-1 Co-Op Housing Society Ltd. The last date of submission of the Quotation is 15 days gap from the date of publication. The selection Process is the discretionary part of the Society.

Sd/-
Sankar Chaudhari.
SECRETAERY
C.H.S.LTD.
Address:-
LOKENATH SAMABAY ABASAN SAMITY LTD.
AC - 21/19, DESH BANDHU NAGAR, "TUSHAR APARTMENT"
BAGUIATI 700059.
MOB.NO. 9433103283

NOTICE INVITING e-TENDER

E-tender notice invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no:WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT- 40/23-24 GWM (SBMG- II Fund 2023-24) (3rd Call) Date : 28/12/2023 Memo No. 513/DEY/2023-24. Last date of submission BID 12/01/2024 at 10.00 A.M. Technical Bid opening 15/01/2024 at 10.00 A.M. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **[সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/ এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে]। ই-টেন্ডার নম্বরঃ ২৮২_২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ২৮.১২.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/এইচকিউ/ এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে নিউ কমপ্লেক্সে অফিসার রেস্ট হাউসে ঘর, করিডোর সংস্কার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২,২০,০২,৫২৮.৩৪ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৬০,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৪ (চার) মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০১.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে বায়না মূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-416/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ **@EasternRailway** **easternrailwayheadquarter**

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIT No.: ADDA/ASN/ED/N-64 (2 Nos.) & 65 (1 No.) of 2023-2024, Dated: 29.12.2023

The Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invites percentage rate e-Tender (Two Bid System in two Parts) in this Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for details visit our website: **http://wbtenders.gov.in, www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.

Sd./- **E.E. (Civil), ADDA, Asansol**

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে বড় রানে হারের পর শাস্তিও পেল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে বড় ব্যবধানে হারের পর ওভারের মন্থরগতির কারণে শাস্তি পেয়েছে ভারত দল। আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ২ পয়েন্ট কাটা গেছে রোহিত শর্মার দলের। সঙ্গে ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানাও করা হয়েছে।

আইসিসির আচরণবিধি অনুযায়ী, বরাদ্দকৃত সময়ে প্রতি ওভার কম করার জন্য ম্যাচ ফির ৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়। সেঞ্চুরিয়নে ইনিংস ও ৩২ রানে হারা ম্যাচে ভারত পিছিয়েছিল ২ ওভার। অন্যদিকে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি ওভারের জন্য ১ পয়েন্ট করে কাটা যায়। আইসিসির ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রড ভারতকে শাস্তির সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

এ ম্যাচে হারের পর ২০২৩-২৫ সালের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চক্রের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ থেকে ভারত ৫ নম্বরে (৪৪ দশমিক ৪৪ শতাংশ পয়েন্ট) নেমে গিয়েছিল। তবে পয়েন্ট কাটা যাওয়ার পর এখন

তাদের শতকরা পয়েন্ট ৩৮ দশমিক ৮৯। ফলে তারা অস্ট্রেলিয়ারও নিচে ছয়ে নেমে গেছে। অবশ্য পরে মেলবোর্নে পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের পর ৫০ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে তিনে উঠে গেছে অস্ট্রেলিয়া। একটিই ম্যাচ খেলে জয় পাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা এখন তালিকার শীর্ষে।

প্রথম ইনিংসে লোকেশ রাহুলের শতকের পরও ভারত আটকে যায় ২৪৫ রানে। তবে ডিন এলগারের ১৮৫, মার্কো ইয়ানসেনের (৮৪) ও অভিষিক্ত ডেভিড বেডিংহামের (৫৬) অর্ধশতকে প্রথম ইনিংসে বড় লিড নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। সেঞ্চুরিয়নের কঠিন উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকান পেসারদের সামনে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩১ রানেই থামে ভারত, সেটিও বিরাট কোহলির ৭৬ রানের পরও।

প্রথম ম্যাচেই হারের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথমবারের মতো সিরিজ জয়ের অপেক্ষা আরও বেড়েছে তাদের। এর আগে ৮টি সিরিজ খেলে ৭টিতেই হারে ভারত, ড্র করে ১টি।

এদিকে চোটের কারণে আগেই সিরিজ শেষ হয়ে যাওয়া মোহাম্মদ শামির জায়গায় ভারত দলে নিয়েছে আবেশ খানকে। আগামী ৩ জানুয়ারি কেপটাউনে শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট।

চোটে ছিটকে গেলেন বাভুমা, ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে নতুন অধিনায়ক দক্ষিণ আফ্রিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম টেস্টে ইনিংসে জিতলেও দ্বিতীয় টেস্টের আগে ধাক্কা খেল দক্ষিণ আফ্রিকা। অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা খেলতে পারবেন না কেপ টাউন টেস্টে। প্রথম টেস্টে জেতার পরেই দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ শুকরি কনরাড এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন। প্রথম ইনিংসে বাভুমা ব্যাট করতে পারেননি।

প্রোটিয়াদের কোচ জানিয়েছেন, বাভুমার হ্যামস্ট্রিং ছেঁড়েনি ঠিকই, কিন্তু পেশিতে টান ধরেছে। প্রথম দিন ফিল্ডিং করতে গিয়ে চোট পান তিনি। আগামী দু'সপ্তাহ তাঁর চোটের পরীক্ষা হবে এবং পরে জানানো হবে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি লিগে অংশ নিতে পারবেন কি না। সেটি শুরু হচ্ছে ১০ জানুয়ারি থেকে।

সেঞ্চুরিয়নে বাভুমার অনুপস্থিতিতে যিনি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেই ডিন এলগারই কেপ টাউন টেস্টে দলের দায়িত্বে। ঘটনাচক্রে, সেটিই এলগারের শেষ টেস্ট হতে চলেছে। প্রথম টেস্টে ১৮৫ রান করে দলের জয়ে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ কনরাড প্রথম টেস্টের পর বলেছেন, তটেম্বার শরীর ভাল নেই। প্রত্যেকটা উইকেট পড়ার পরেই ও ব্যাট করার জন্য তৈরি ছিল। কিন্তু আমরা ঝুঁকি না নিয়ে ওকে নজরে রেখেছি। কিছু কিছু কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। টেম্বাকে নামিয়ে ঝুঁকি নেওয়ার অর্থ ছিল না। তাতে ওর চোট এক ধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে যেতে পারত। আগামী দু'সপ্তাহে ওর চোটের পরীক্ষা হবে। তবে কেপ টাউনে যে ও খেলবে না এটা এক রকম নিশ্চিত।দ বাভুমার বদলে দ্বিতীয় টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে জুবের হামজাকে।

রিজওয়ানের বিতর্কিত আউটের পর নাটকীয় ধস, সিরিজ অস্ট্রেলিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগা সালমানকে নিয়ে মোহাম্মদ রিজওয়ান যতক্ষণ টিকে ছিলেন, পাকিস্তানের জয় খুব সম্ভবই মনে হচ্ছিল। তবে প্যাট কামিন্সের দারুণ এক ডেলিভারিতে রিজওয়ানের বিতর্কিত আউটের পর মুহূর্তেই পাল্টে গেল সব হিসাব, নিকাশ। ১৮ রানে শেষ ৫ উইকেট হারিয়ে মেলবোর্ন টেস্টেও হার নিয়েই মাঠ ছাড়ল পাকিস্তান।

পাকিস্তানকে ৭৯ রানে হারিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই তিন টেস্টের সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়া।

ম্যাচের চতুর্থ ইনিংসে ৩১৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নামা পাকিস্তান সালমান,রিজওয়ানের ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে পেরিয়ে যায় ২০০ রান। দুজনই খেলছিলেন স্বচ্ছন্দে। জয়ের জন্য পাকিস্তানের দরকার যখন ৯৮ রান, কামিন্সের শর্ট বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ হয়ে ফেরেন রিজওয়ান। অস্ট্রেলিয়ানদের আবেদনে ফিল্ড আম্পায়ার এটিকে আউট দেননি, ব্যাট বা গ্লাভসে লাগেনি বলে আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল রিজওয়ানকেও। তবে অস্ট্রেলিয়া রিভিউ নিলে তৃতীয় আম্পায়ার রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ তাঁকে আউট দেন।

বল রিজওয়ানের রিস্টব্যান্ডের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় স্লিকোতে স্পাইক ধরা পড়ে। তবে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে যারপরনাই অসন্তুষ্ট দেখা গেছে পাকিস্তানি উইকেটকিপার,ব্যাটসম্যানকে। ফিল্ড আম্পায়ার জোয়েল উইলসনের সঙ্গেও কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে।

ইলিংওয়ার্থের সিদ্ধান্তটি নিয়ে তাৎক্ষণিক সংশয় প্রকাশ করতে দেখা যায় সাবেক আইসিসি এলিট আম্পায়ার সাইমন টফেলকে। চ্যানেল সেভেনকে তিনি বলেন, 'আমার মতে, এখানে বল গ্লাভের সঙ্গে যুক্ত রিস্টব্যান্ডের ওপরে ছিল।

তবে মাঠের সিদ্ধান্ত বদলানোর মতো প্রমাণ পেতে ইলিংওয়ার্থই ভালো অবস্থানে আছেন।'

৩৫ রান করা রিজওয়ান ষষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে যখন আউট হন, পাকিস্তানের রান ২১৯। পরের ৭ ওভারের মধ্যে ১৮ রান যোগ করতে বাকি ৪ উইকেট হারিয়ে ২৩৭ রানে থেমে যায় পাকিস্তানের ইনিংস। নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে সালমান আউট হন ৭০ বলে ৫০ রান করে। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রানের ইনিংস অধিনায়ক শান মাসুদের ৬০।

মাসুদ ও রিজওয়ানের দুটিসহ ৫ উইকেট নেন কামিন্স, টানা দুই বলে শেষ দুই উইকেট তোলা মিচেল স্টার্কের শিকার ৪ উইকেট। আগের ইনিংসেও কামিন্সের উইকেট ৫টি। প্রথম অধিনায়ক হিসেবে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে এক টেস্টে ১০ উইকেট শিকারের কীর্তি গড়েছেন তিনি।

এর আগে চতুর্থ দিনের শুরুতে আগের দিনের ৬ উইকেটে ১৮৭ রানের সঙ্গে আরও ৭৫ রান যোগ করে অস্ট্রেলিয়া। ১৬ রান নিয়ে দিন শুরু করা ক্যারি খেলেন ৫৩ রানের ইনিংস। পাকিস্তানের পক্ষে ৪টি করে উইকেট নেন মীর হামজা ও শাহিন আফ্রিদি; যদিও দিন শেষে তাঁদের হারের বেদনায়ই পুড়তে হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া ৩১৮ ও ২৬২ (মার্শ ৯৬, ক্যারি ৫৩, কামিন্স ১৬; হামজা ৪/৩২, শাহিন ৪/৭৬)।

পাকিস্তান ২৬৪ ও ২৩৭ (মাসুদ ৬০, সালমান ৫০, বাবর ৪১, রিজওয়ান ৩৫; কামিন্স ৫/৪৯, স্টার্ক ৪/৫৫)।

ফল অস্ট্রেলিয়া ৭৯ রানে জয়ী।

ম্যাচসেরা প্যাট কামিন্স

সিরিজ অস্ট্রেলিয়া ২,০ ব্যবধানে এগিয়ে।

ভারত সফরের প্রস্তুতি নিয়ে হার্মিসনের মন্তব্যে স্টোকসের খোঁচা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের মাঠে ভারত-ইংল্যান্ড পাঁচ টেস্টের সিরিজ শুরু হবে ২৫ জানুয়ারি। বেন স্টোকসের দল ম্যাচের ভেন্যু হায়দরাবাদে পৌঁছাবে এর তিন দিন আগে।

ভারত সফর ঘিরে ইংল্যান্ড দলের এমন প্রস্তুতির তীব্র সমালোচনা করেছেন স্টিভ হার্মিসন। যে সমালোচনার মাত্রা পছন্দ হয়নি স্টোকসের। সাবেক ইংলিশ পেসারকে প্রস্তুতির খবর জানিয়ে খোঁচাও দিয়েছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক।

টক স্পোর্টসের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে হার্মিসন বলেন, 'ইংল্যান্ড যদি সেখানে মাত্র ৩ দিন আগে যায়, তাহলে ৫-০ ব্যবধানে হারাটা ওদের প্রাপ্য, এমনটাই ঘটবে। আমি পুরোনো মানুষ। তারা যেটা বলবে; সময় বদলেছে, খেলা বদলেছে। আমি বলব, প্রস্তুতি বদলায়নি। আপনি অপ্রস্তুত অবস্থায় ভারতে যেতে পারেন না। এমনকি ভারতে অতিরিক্ত প্রস্তুতি নিয়েও যাওয়া যায় না। ভারতে ছয় সপ্তাহ আগে পৌঁছেও প্রথম টেস্টের আগে প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে।'

হার্মিসন মনে করেন, তিনি একা নন, সাবেক ক্রিকেটাররাও স্টোকসদের 'বিলম্বে' ভারতে যাওয়ার কথা শুনলে হাসবেন, 'আমি ভাবছি, (কেভিন) পিটারসেন, (অ্যান্ড্রু) স্ট্রাউস আর (অ্যালিস্টার) কুকদের সেই চমৎকার দলটির কথা, যারা ২০১২ সালে ভারতে জয় পেয়েছিল। তারা যদি শোনে যে সিরিজ শুরুর তিন দিন আগে ভারতে যাবে, আমার মনে হয় ওরা হাসবে।'

২০০২ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডের হয়ে ৬৩ টেস্ট খেলেছেন হার্মিসন। যার মধ্যে আছে একাধিক অ্যাশেজ সিরিজও। ৪৫ বছর বয়সী এই সাবেক ক্রিকেটারের

মতে, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অ্যাশেজের বেলায় ইংল্যান্ড এমন প্রস্তুতির কথা চিন্তাই করত না, 'আমি স্টোকস, ম্যাককালামের খেলার ধরন পছন্দ করি। ইসিবির কার্যক্রমও ভালো লাগে। তবে আমি এ ক্ষেত্রে দুঃখিত যে দল মাত্র তিন দিন আগে ভারতে যাচ্ছে, যেটা অ্যাশেজের বেলায় কখনোই ঘটত না। নিশ্চয়ই গ্যাবা টেস্ট শুরুর তিন দিন আগে আপনি অস্ট্রেলিয়ায় যেতেন না। তাহলে হায়দরাবাদে যাচ্ছেন কেন? এটা খেলোয়াড়দের ক্ষমতা, আর এটাই শেষ কথা।'

হার্মিসনের এসব কথা ভালো লাগেনি স্টোকসের। হাঁটুর অস্ত্রোপচার,পরবর্তী পুনর্বাসনে থাকা ইংল্যান্ড অধিনায়ক এক্সে হার্মিসনের বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপটি রিটুইট করে একটি জবাব দিয়েছেন। যে জবাবে ইংল্যান্ডের প্রস্তুতির খবর তো আছেই, আছে তির্যক মন্তব্যও, 'ভালো বলেছেন। ভারতে যাওয়ার আগে আবুধাবিতে ক্যাম্প করতে যাচ্ছি আমরা। এমনকি প্রথম টেস্টের আগেও আরও বেশি প্রস্তুতি নেব, তাই না?'

হায়দরাবাদ টেস্ট দিয়ে শুরু হওয়া সিরিজের পরের ম্যাচগুলো হবে যথাক্রমে বিশাখাপট্টনম, রাজকোট, রাঁচি ও ধর্মশালায়।

ব্রাজিলকে ফাঁকি দিয়ে রিয়ালের সঙ্গে চুক্তি নবায়নে সম্মতি আনচেলত্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত জুলাইয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি নিশ্চিত করেছিল, ২০২৪ সালের কোপা আমেরিকা থেকে ব্রাজিলের কোচ হতে যাচ্ছেন কার্লো আনচেলত্তি। ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) একটি সূত্রের বরাত দিয়ে এ খবর প্রকাশ করেছিল তারা। এর পর থেকে ব্রাজিল সমর্থকেরা আনচেলত্তিকেই ভবিষ্যৎ কোচ হিসেবে দেখে আসছিলেন। এমনকি নেইমারসহ ব্রাজিল দলের একাধিক তারকাও আনচেলত্তির আগমন নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন।

কিন্তু সন্ধ্যায় ব্রাজিল সমর্থকদের মাথায় বাজ পড়ার মতো খবরই দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। এক বিবৃতিতে স্পেনের ক্লাবটি জানিয়েছে, '২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন আনচেলত্তি।' এই খবরের মধ্য দিয়ে ইতালিয়ান কোচের ব্রাজিলের দায়িত্ব নেওয়ার পথও বন্ধ হয়ে গেল।

রিয়ালের হয়ে দুই মেয়াদে মোট পাঁচ মৌসুম কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন আনচেলত্তি। সব মিলিয়ে জিতেছেন ১০ শিরোপা;যেখানে আছে ২টি চ্যাম্পিয়নস লিগ, ২টি ক্লাব বিশ্বকাপ, ২টি ইউরোপিয়ান সুপারকাপ, ১টি লা লিগা, ২টি কোপা দেল রে এবং ১টি স্প্যানিশ সুপার কাপ ট্রফি।

আনচেলত্তির রিয়ালে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ব্রাজিলের পরিস্থিতিকে বেশ জটিল করে

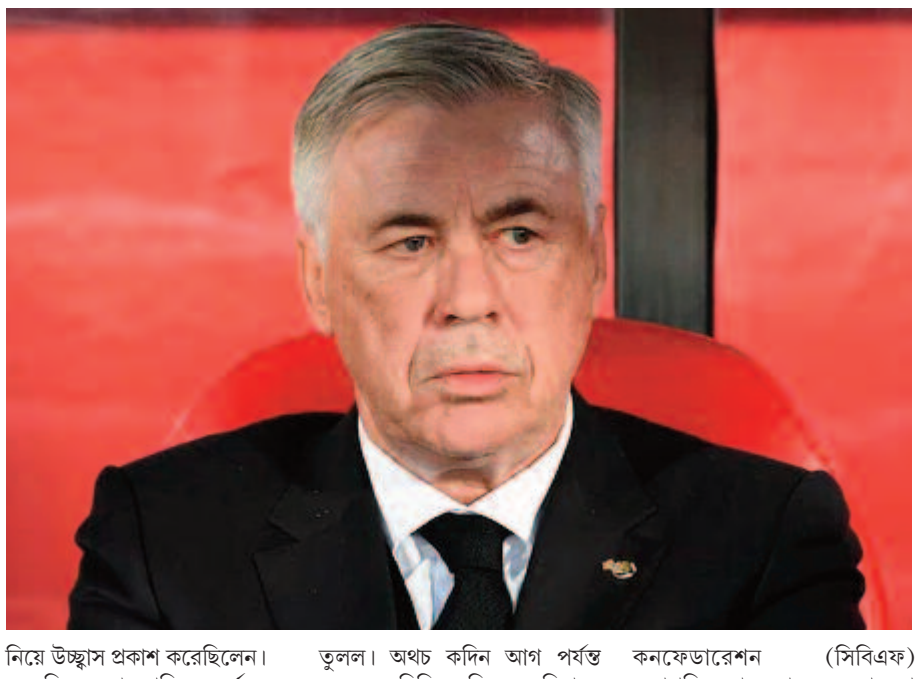

তুলল। অথচ কদিন আগ পর্যন্ত একরকম নিশ্চিত ছিল যে রিয়ালে ২০২৪ সালের জুনে বর্তমান মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আনচেলত্তি ব্রাজিলের কোচ হবেন। এমনকি সে সময় পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে ফার্নান্দো দিনিজকে নিয়োগও দেয় ব্রাজিল।

তবে সম্প্রতি স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএস আনচেলত্তির রিয়ালের সঙ্গে চুক্তি নবায়নের খবর প্রকাশের পর নতুন মোড় নেয় পুরো ঘটনা। এর মধ্যে ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম ও গ্লোবো জানায়, ১৫ জানুয়ারির মধ্যে নির্ধারিত হবে আনচেলত্তির ভাগ্য। তবে অতটা সময় আর অপেক্ষা করতে হলো না। আজই চুক্তি নবায়নের বিষয়টি সামনে এনেছে রিয়াল কর্তৃপক্ষ। আনচেলত্তির ব্রাজিলের কোচ হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয় ডিসেম্বরের শুরুতে আদালতের নির্দেশে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) সভাপতির পদ থেকে এনদালদো রদ্রিগেজ সরে দাঁড়ানোর পর। আনচেলত্তির কোচ হওয়ার সব প্রক্রিয়া তদারকি করছিলেন রদ্রিগেজই। কিন্তু তাঁকে সরানোর পর তৈরি হয় নানা অনিশ্চয়তা। শেষ পর্যন্ত আনচেলত্তি ব্রাজিলে যাওয়ার বদলে স্পেনে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তই নিলেন।'

সোনার কফিনে কালোমানিক পেলের সমাধিও যেন ফুটবল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক দিন-দুই দিন, এক সপ্তাহ-দুই সপ্তাহ, এক মাস-দুই মাস...দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল একটা বছর। ফুটবল,বিশ্বকে রিক্ত করে, শূন্যতা আর হাহাকারে ভাসিয়ে নশ্বর জগতের মায়া কাটিয়ে গত বছরের এই দিনে অবিনশ্বরে যাত্রা করেছিলেন পেলে। ৮২ বছর বয়সে জীবনের মাঠ ছেড়েছেন। কিন্তু কিংবদন্তিরা মরে নাকি! তাঁরা বেঁচে থাকেন অনুগামীদের মনে। ভক্তরা তাঁদের স্মরণ করেন নানা উপলক্ষে। আজ যেমন ফুটবল,সম্রাটের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে মনে করছেন হাজারো ভক্ত, আসলে পুরো ফুটবল-বিশ্বই।

পেলের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে দেখা যাক, কোথায় চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন মহান এই ফুটবলার। জানা যাক, কেমনই,বা তাঁর সমাধিস্থল। একুমেনিক্যাল মেমোরিয়াল সমাধিক্ষেত্রের ওয়েবসাইটে আবেদন করলে পেলের সমাধি দেখার অনুমতি মেলে। প্রতিদিন ৬০ দর্শনার্থী পেলের সমাধি দেখার সুযোগ পান।

দুই যুগের বেশি সময়ের খেলোয়াড়ি জীবনে কত ডিফেন্ডারকে যে ফাঁকি দিয়েছেন পেলে। কিন্তু জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে দুরারোগ্য ক্যানসারকে আর ফাঁকি দিতে পারেননি। ক্যানসারের সঙ্গে লম্বা লড়াই শেষে গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর চলে গেছেন পেলে। মারা যাওয়ার ৫ দিন পর অনুষ্ঠিত হয় তর্কসাপেক্ষে সর্বকালের সেরা ফুটবলারের শেষকৃত্য। শেষকৃত্যের শোকমিছিল শেষে তাঁকে সমাহিত করা হয় সান্তোসের একুমেনিক্যাল মেমোরিয়াল সিমেট্রিতে।

১৪ তলা একুমেনিক্যাল মেমোরিয়াল সমাধিক্ষেত্রে পেলেকে সমাহিত করার পর ভক্তরা শুরুর দিকে প্রিয় তারকার সমাধি দেখতে পাননি। লক্ষ-কোটি ভক্তের ভালোবাসায় তিনি 'পেলে' হয়েছিলেন। না,ফেরার দেশে চলে গেলে কিংবা ১৪ তলা সমাধিস্থলে সমাহিত করলেও কি তাঁকে ভক্ত-সমর্থকদের কাছ থেকে দূরে রাখা যাবে! তাই তো মৃত্যুর প্রায় ৫ মাস পর জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে ব্রাজিলের হয়ে ৩টি বিশ্বকাপ জেতা পেলের

সমাধিক্ষেত্র।

পেলের সমাধিক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেওয়ার পর থেকেই সেখানে প্রায় প্রতিদিনই ভক্তদের যাতায়াত। 'ও রেই' (রাজা)-কে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে কেউ কেউ চোখের জল আটকে রাখতে পারেন না। প্রিয় তারকার সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে করতে কেউ কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন, এমন দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। পেলের সমাধিক্ষেত্র খুলে দেওয়ার পর প্রথম দর্শনার্থী ছিলেন রদ্রিগেজ নামের এক ব্যবসায়ী। কিংবদন্তির সমাধি দেখে মুগ্ধ সেই ব্যবসায়ী তখন বলেছিলেন, 'এটি আমার প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। সত্যিই সুন্দর একটি জায়গা। আশা করি, অনেক পর্যটক এখানে আসবে এবং পেলের গল্পটা জানবেন।'

কী আছে পেলের সমাধিতে যে রদ্রিগেজকে এতটা মুগ্ধ করেছে! ১৪ তলা সমাধিক্ষেত্রের প্রথম তলায় সমাহিত করা হয়েছে পেলেকে। প্রায় ২০০ বর্গমিটার একটি কক্ষের মাঝখানে রাখা হয়েছে পেলের কফিন। সেই কফিনের চারদিকে আবার খোদাই করা আছে পেলের ক্যারিয়ারের নানা মুহূর্ত। কক্ষটিতে ঢোকার সময় দরজায় দর্শনার্থীকে স্বাগত জানায় পেলের দুটি সোনালি রঙের ভাস্কর্য। পেলের সমাধি যে কক্ষে রাখা হয়েছে, সেটির ভেতরটা একটি মাঠের আদলে সাজানো। দেখে মনে হবে, পেলে যে জায়গায় সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দ আর খুশি থাকতেন, মৃত্যুর পরও সেই মাঠেই ঠাঁই নিয়েছেন!

পেলের সমাধি রাখার কক্ষটির দেয়ালজুড়ে গ্যালারিতে দর্শকদের উচ্ছ্বাসের বিভিন্ন ছবি। সবুজ গালিচায় আবৃত কক্ষের মাঝখানে পেলের সমাধি আর চারদিকে দর্শকদের উচ্ছ্বাসের ছবি;এটা দেখে যে কারও মনে হবে, খেলোয়াড়ি জীবনের মতো মৃত্যুর পরও পেলে দর্শকদের হাততালি পাচ্ছেন। আর এ হাততালি ও উচ্ছ্বাস কখনোই থামবে না! পেলের সমাধির আরেকটি বিষয়ও চোখে পড়ার মতো। পেলের কফিনের চারপাশটা সোনায় মোড়ানো। দৃশ্যটি দেখে একটা বাক্যই মনে পড়বে যে কারও;সোনার কফিনে শুয়ে আছেন ফুটবলের কালোমানিক!

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**